প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৫৮

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

সূচীপত্র

ভূমিকা

ছড়া কবে এলো, কিভাবে এলো, মানুষের মনের গভীরে কিভাবে আসন করে নিয়ে আজো তার চিরায়ত স্বভাব সুন্দর রূপটি অম্লান রেখে টিকে আছে, সে খোঁজ কেউ রাখে না। কেবল এইটুকু জানে, সেই মায়ের কোলের শিশু থেকে সকল বয়সী মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার ভাষাটি তার কোমল ভারহীন দেহে আজো বিবাগী মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়—কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া—কোথাও বা এক একটি কামনার নিটোল অবয়বে। এতো শুধু শিশুকে ভোলায় না, মানুষের অনেক প্রয়োজন আর সমস্যার সঙ্গে এর গাঁটছড়া বাঁধা।

ছড়ার একটি স্বচ্ছন্দ গতি আছে, ছন্দ আছে। তার বক্তব্যও সহজ সরল। ছড়ার ভিতরে যে ছাড়া ছাড়া কথা—একটির সঙ্গে অপরটির কোন যোগসূত্র হয়তো পাওয়া যায় না; তবু এই আবোল তাবোল ছড়ার ভেতরে ছন্দোময়ী বালিকার চলার ভংগীতো মনকে নাড়া না দিয়ে যায় না। কিন্তু ছড়াতো সবখানেই অতো খোলামেলা নয়; অতো উদ্দেশ্যহীন বিবাগী শারদীয় মেঘের মতো ভেসে বেড়ায় না। যে ছড়া মন্ত্র হয়ে আসে, সে তো মানুষের কামনার পাখায় ভর করে আসে। সে আসে প্রয়োজনের তাগিদে।

সেই প্রয়োজন এবং সমস্যা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কখনো সমষ্টিকেন্দ্রিক। আবার কখনো তা এসেছে পারিবারিক পর্যায় থেকে, কখনো সামাজিক পর্যায় থেকে। কৃষিভিত্তিক সমাজে বিশেষ করে লোকায়ত স্তরে ছড়া মানুষের পেশাগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, খনার বচনে তার প্রমাণ পাই। প্রবাদ-প্রবচন মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল বৈ আর কিছু নয়। অর্থনৈতিক ফসল বলতে যে সব কৃষিজাত দ্রব্যাদি আজো এদেশের মাটিতে জন্মায়, কৃতী-মানুষ তার অভিজ্ঞতার বাঙময় অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে ছড়ায় ছড়ায়। মুখে মুখে তাই আজো কৃষকের ঘরে তার স্থিতি। হিন্দু মেয়েরা যে ব্রত করে, সেখানেও ছড়ার ছড়াছড়ি। আগে মানে এই কয়েক দশক আগেও হিন্দু কুমারী মেয়ে চার/পাঁচ বছর বয়স থেকে ব্রত করতো মনের মতো স্বামীর জন্যে। সে স্বামীর সংসারে একক সম্রাজ্ঞী হয়ে বহু সন্তানের মাতা হয়ে এবং ভরন্ত সংসার দেখে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুবরণের

কামনাই ছিল সেই অতোটুকুন মেয়ের কামনা। তাকে রীতিমতো ছড়া কেটে এই কামনা জানাতে হতো। ওইটুকু বয়সে সে সতীনহীন সংসার চাইতে গিয়ে ছড়া কেটে ভয়ানক সব কামনা ব্যক্ত করতো। এই যেমন, পাখি পাখি পাখি, সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে, ছাদে উঠে দেখি' বিবাহিত মহিলাও স্বামীর সোহাগ পাবার জন্যে, চিরায়ুষ্মতী হয়ে থাকার জন্যে একাধিক ব্রত পালন করতেন এবং বলাই বাহুল্য কামনা জানাতেন ছড়া কেটেই। মনে রাখতে হবে, ছড়াকারে যে কামনা জানানো হলো, তা মন্ত্রই। ধান রোপণের পর কৃষক হাত ধুতে ধুতে মনের কামনা জানায় ছড়াকারে, যেন ধানের ফলন ভালো হয়। শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধান নষ্ট হয়ে যায় তাই শীরালী সেই শিলাবৃষ্টি ঠেকায় যে মন্ত্র আউড়িয়ে, তা আসলে ছড়াই। গার্সীতে রাতে ছেলেরা মশা তাড়ায় প্যাকাটি জ্বালিয়ে ছড়া কেটে।

আমরা যে ছড়া সংকলিত করছি, তা কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেই করছি। এতে অবশ্য অসুবিধা হলো যথাযথ বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় গবেষকের পক্ষে ছড়ার আসল তাৎপর্য বুঝে উঠা মুশকিল হয়ে পড়ে। এর আগে খেলার ছড়া প্রকাশ করা হয়েছে। আচার-ভিত্তিক ছড়াও কিছু প্রকাশ করা হয়েছে। খেলার ছড়াগুলো কিছুটা এলোমেলো, দেখলেই বুঝা যায়। আমাদের লোকায়ত সমাজে যে সকল খেলা এখনো প্রচলিত, তার উৎস যদি খুঁজতে যাই তবে দেখবো, প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলো ছিলো শত্রু-নিধনের ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। যেমন ধরা-যাক, কাবাডি বা বুড়ি-ছুঁ খেলায় কোন প্রকারে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে আসতে পারলেই সে 'মরা' বলে গণ্য হয়। যাকে ছোঁয়া হলো, অতীতে সাঁওতাল বা অনুরূপ কোন আদিবাসী সমাজে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছড়াজাতীয় মন্ত্র পড়ে শত্রুকে স্পর্শ করলে সে মারা যেতো। এই বিশ্বাসটি আজো অনেক জাতির ভেতরে আছে। এখানে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় ছড়ার ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ছড়াকারে ধাঁধাকেও একই পর্যায়ে ফেলা যায়।

মোট কথা, লোক সাহিত্যের বিশাল এলাকা জুড়ে তার যে অস্তিত্ব লোক-জীবনের বিভিন্ন স্তরেও তার সেই অস্তিত্ব অনুক্ত থাকেনি। লৌকিক কথা সাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ব্রতাচার, আচার, কৃষি, প্রাত্যহিক কর্ম-কাণ্ডে অর্থাৎ এমন বিষয় নেই যেখানে ছড়া তার নিজের আসনটি পাকা-পোক্ত করে নেয়নি। আবার ছড়ার যে প্রাচীনত্ব, তা থেকে বেশ কিছু ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যেতে পারে; সমাজতাত্ত্বিকদের জন্যও প্রচুর

তথ্য এ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ভূমিকায় আমরা যে বিষয়ভিত্তিক তথ্যের ইঙ্গিত দিলাম, আমরা আশা কবি, তরুণ এবং উৎসাহী গবেষকদের এ বিষয়ে কৌতূহল এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাব সৃষ্টি কববে।

বর্তমান সংকলনটিব গ্রন্থনায সহাযতা কবে ছন জনাব ইসহাক আলী। রেক্স বোটাবী অতি অল্প সময়েব ভেতব সংকলনটিব প্রকাশনায সহায়তা কবার জন্যে আন্তবিক ধন্যবাদ জানাই।

মোমেন চৌধুরী

টাংগাইল

টাংগাইল থেকে 'মেয়েলী ছড়া' ও 'ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ' ছড়াগুলো সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ জাঈ।

ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ রেহাই পুখুরিয়া
ডাকঘর ঃ মীরকুটিয়া
জেলা ঃ পাবনা

মেয়েলী ছড়া

১

সোনাইর মার
শোন কথা
শুইনা পরান যায়
শুনাই গেদীর বাপে না লো
হজ কৈরবার যায়—
হজেরও না হাঁপানী
গায় উইটলো কাঁপানী
কঁপি কঁপি
বিষম কঁপি
সোনাইর মাও-না কাঁদে না
ভাসুর-রে কৈয়া বাপ।

২

আট-ফাঁটাং
কাট-ফাঁটাং
ধরিয়া ফাটামু মাথা
শোনাইর মায় সুইপারি কাটতে
ধরিয়া ভাঙ্গে যাঁতা
যাঁতা-ও না যাঁতা লো
ট্যাপা[১] মাছের মাতা লো
ট্যাপা মাছের ট্যাপ ট্যাপানী
শোনাইর মায় বড়ো রান্ধুনী।

৩

মৈদ্যের রাইতে
মোরছে না লো
চুরি কইর যাইয়া
সন্ধ্যা রাইতে মোরছিলো
ভাজা পিঠা খাইয়া
ভাজার এক স্বাদ
আ-ভাজার দুই স্বাদ

৪

দুইকার বউ
শুকাইয়া[2] গ্যাছে[3]
ভাতের অভাবে
ক্যারে দুইকা দ্যাকোস[4] না,
বাঁচিপি কি হানে।

৫

আগা ঝুম-ঝুম
আগা ঝুম-ঝুম
পাছা ঝুম-ঝুম টিয়া
ধোনা মুন্সী বিয়া কোঁরছে
সাতখান গয়না দিয়া।
সাতটা গয়নার
সাতটা নাম—
জ্যাওনা হুনি—বদনাম
বিয়ার কী কৈইলরে।

৬

মোলাডুলি
মাকোড় কোল
কতায় কতায় গণ্ডগোল
কতার নাগাল[৬] কতা-না
ভ্যাড়াও কুনদিন ব্যাসাদ[৭] না।

৭

আদুবীর মায়
আদর করে
মাতা হাইপটা[৮] দিয়া
ক্যালো আদুরী কান্দোস ক্যা
জামাই ঘরে নিয়া
ঘর-জামাই ঘর-ঘর করে
ঘরের নাইংকা চাল
আদুবী না, কান্দে লো
ফুলাইয়া ফুলাইয়া গাল
ও গালের মৈদ্যে ক্যা
দুইহান কাঁটালের বিচি।

৮

মমুগোরে[৯] বাড়ী মুগদি-পাড়া
মামানীর হৈলো কাম সারা
মামু নাই বাড়ী
তেতুইলা তলা বইছে কাছাড়ী[১০]
মামুগোরে বাড়ী মুগদাপাড়া
আইসতে যাইতে কাম সারা
মামু তোমাবে কই—
আমার নিগা কিনা আইনো নোই

৯

আতে আতে দে
পাতে পাতে খাই
খাইয়া দাইয়া যা বাঁচে
রাইত পোহাইলে আল্লাহ আছে
রাহে আল্লাহ
মারে কে
মারে আল্লায়
ফিরায় কে ?

১০

কোমর মোল্লা
পাদের ডোল্লা
পাদে ঠাঁস ঠাঁস
ও মোল্লাজী কবো কী
তোমাব গোয়ায়-না, খায ঘাস,
হ্যাও ঘাস বাদাইলা
কুইত্যায় মোতে পাও তুইলা।

১১

কালারে তুই
সোনার চান
তুই না আমার জানের জান
তোবে না দেইকলে জুড়ায় পরান।
ও কালা তুই কোল্লি[১১]-কী
মরা বিলাই মাল্লি কা
মরা বিলাই[১২] মারিস না
ছাই কাড়াতে[১৩] গাড়িস না।

১২

আতাইলা নাত্তি
পাতাইলা নাত্তি
নাত্তির চোটে লুইড়া
ও নালো,—
উইটা খাড়ায় ঘুইরা।

ঘুর-ঘুর, ঘুইরানী
ঘুইরা মারে কিল
লুইড়ার বোউ আতে
নাচায় শিল—
শিলের বুক টোংড়া
দেইকল না কী তোমরা

১৩

রসের গুড়
রসের হাঁড়ি
কেরাই[১৪] ভাইংলো হাটে
মরা গোয়া[১৫] শিয়ালে না
চাটে—

শিয়ালে ব্যাটার শোক্তি নাই
না লো না, জিবলা[১৬] নাই
জিবলা যুদিগ্যো থাইকতো
তয় কী আর ভাঙ্গা হাঁড়ি
চাটতো ?

১৪

হাচনার আতে
বাসনা কয়
মেন্দীফুলের রসে
হাচনা মাগী কুঁড়িতে বিয়া
বসে।

হাচেনার গায়
গোন্দ কয়—
মেন্দী বাটার রসে
হাচনার যে হোশুড় বাড়ী
ব্যাবাক[১৭] বাড়ীর শ্যাষে
হাচনা লো তুই যাইস না
হে বাড়ীতে।

১৫

তিতির মা-র
ছিতি মুখের কথা
শুইনালো ঘুইরায়
ব্যাঙ্কের[১৮] মাতা
তিতির মায় তুরানী
সার আইলো তার নুরানী
তিতির বাপে মুনশী[১৯]
হেই যে গ্যালো শুনশী
আর আইসলো না।

১৬

ঢ্যাপের খোই
ঢ্যাপ[২০] ঢ্যাপ
ধানের খোই মোয়া
দিন দুই পহর শিয়াল ডাকে
হোক্কা নালো হোয়া।
ঢ্যাপের খোই
চুঁড়া[২১] চুঁড়া
ধানের খোই চিঁড়া
উইলটা কৈসন্যালো কিবী
বড়ো শরোম ববে

১৭

চৈত পুইজার চড়োক গাছ
চোক্ষের মাতায় ঘুরে
ও পুইজায় না, যামু লো।
ঠিক দিন দুই পারে।
দুইপাব কালের বাও-বাতাস
শকসো[২২] হৈয়া ঘুরে
আব যামু না বু-লো বু
মাইরবো য়্যাক থাপ্পোড়।

১৮

আদোরের নানা
কোরছে কান্না
কলা খাওয়াইয়া

ও কলা খাম্ লো
বীচি ফালাইয়া
কলার বীচি কালা
ভাবীরে নৈয়া অইচে জ্বালা
য়্যাম[২৩] জ্বালা ছাড়াইলাম
ছেঁড়া[২৪] খ্যাতা গায়
আরেক জ্বালা বেড়া দিলো
আইসা দুইখান পায়—
য়্যাহুন উপায় কি।

১৯

ভোমর আলী
চোম[২৫]কোড় দিয়া
গোর্ খ্যাদায় হালোট দিয়া
স্যাও হালোটে ধুইলা উড়ে
বাও-বাতাসে
পাকা ধান রাখা যায় না
ভোমরের পরতাসে
ভোমর আলী কানা
আমারে কয় সোনা।

২০

ইটাগুড়
মিটাগুড়
বাড়ী আইছে ভাইয়ের শ্বশুর
ভাই গ্যাছে বিদ্যাশে
ভাবী মরে তিয়াসে

হাঁয়রে ভাবীর তিসনা[২৬]
পানি চাইলে, দিস না
মাগীর ওডা[২৭] য়্যাকটা ঢোং।

২১

আছরের মায়
বছর ঘুইরা আসে
বাত বানাইয়া ঘরে ক্যানে বসে
আছরের মাও, তোর অইলো কী
দিন গ্যালো তোর বিয়াতী
স্যাও যুদিগ্যা বিয়ালী
য়্যাদা-গ্যাদা শ্যায়ালি
শ্যায়া গলার[২৮] যে রূপ
কুইত্যা-না বিলাই।

২২

রহম আলী
জহোম কোরিছে
ঢেঁকিতে পাড় দিয়া
রহম আলী রো—না নিলো-লো
পুলিশে বান্দিয়া
পুলিশ ব্যাটার ছাইক[২৯] কপাল
ওই জোরে, কৈস না
হুইনবো কৈল।

২৩

গ্যাছে গ্যাছে মান গ্যাছে
আর কি ছাই বাকী আছে
আইছিলাম দেইকপার
পাইরলাম না লেইকপার
স্যাও যদি লেখি
ভালো কৈরাই দেখি
দেইখবার যাইয়া দুলা ভাই
অজম[৩০] কৈল্লো[৩১] প্যাটের জাই
শ্যাটের মধ্যি ভুইড়া[৩২]
দিন বোসি কৈরা
হারে, শালা আবাইতা
কত খাওয়াই যিনি
যাই চইলারে।

২৪

হোলার মৈদে
পোলা বিয়াইয়া
পুত পুত করে
পোলার বাপ
মিট মিটাইয়া হাসে
হাসে না লো কান্দে
কেরাই বোনে বুঝে
পোলার মায় বাতায় নাইর[৩৩] গোজে!
ভাতের নাহৈর ভাত শোলা
পোলার মতো য়্যাকটাই পোলা।

২৫

নানা-নানীর
টানা টানি দ্যাখলো তোবা দ্যাখ
টুইনার নানীর গমায়-পিতাইলা ঘ্যাগ
ঘ্যাগের মৈদে টোনা টুনি
নাগাইয়া মিছে খুনাখুনি
নানা তুমি ছাইড়ো না
নানীব মাথাব বেণী।

২৬

ছুটকা মাছেব
কুটিক ঝোল
তাজা মাছের পেটি
কি বাহারের রানচে লো
কালু খার বেটি।
কালু খার কালে খাইচে
কালের দোষ দিয়া।
কাইল লা-যে
কালু খার বেটিব বিয়া
বালু খাঁ-র বেটি রুইপাসী[৩৪]
পাইবো ভালো সোয়ামী[৩৫]

২৭

উইলা[৩৬] বোনে
মুইলা[৩৭] বুইনা[৩৮]
ভাই না যে নাইমলো পথে
কি কৈরবো আর ভাবীর

নাকের খঁতে
ভাবীর নাকফুল
বাতাসে না লো নড়ে
মুইড়া বুইনা ভাই আমার
উইলা নাগাইয়া মরে।

২৮

ঠমক ঠমক ঠমকের কতা
ধমক-ধমক ধমকের মাতা
ধমকে না-লো নড়ে
কেবাই দিলো উইবা ধমক
জাজৈর ভাইঙ্গা পড়ে।
জাজৈরের[৩১] গোয়া ট্যাবা
কহানে যাস এই দুইপারে
হুইনা বার্নুর ছ্যাড়া।
ছ্যাড়ার বড়ো তেড়ি
ছোটির গোন্দ না যাইতেই
পায় নাগাইচে বেড়ী।

২৯

বুইড়া কানাই
বাজায় শানাই
বাজে না তো তালে
কানা বগা মাছ ধরে
ছিলা বাজর খালে
ছিলা বাজর খালে না যে
গিলা কাঁপাইনা ডর
বুইড়া কানাই নাচেলো
ধর ধর ধর।

৩০

হিরার কষে সিরা নাই
বোসম্ কহানে ফিড়া[৪০] নাই
ওলো আমাব ফিড়া
কুন মিস্ত্র গড়াইচে
তলায় নাই ঘুইরা।

৩১

পুংটি জাইলানী
পুংটি জাইলানী
মাছ দিবি কতোডি।
এই য়্যাতোডি।

পুংটি জাইলানী
পুংটি জাইলানী
মাছ পাম্ কতোডি[৪১]
এই য্যাতোডি[৪২]

৩২

থুরিবুড়ি খাইসটা
মাছ ধরিস
য্যাক কুড়ি বাইশটা
কি কি মাছ
বোয়াল মাছ।
কি কি মাছ
শৈল মাছ
কি কি মাছ
দাড়কিনা মাছ
বাদ দিঁয়া থোও[৪৩] গুইনা।

৩৩

আয় লক্ষ্মী কপালে
ভাত বাইড়া দে সকালে।
সকালেব পান্তা ভাত
চিড়া মুড়ি নাচতা।
আয় লক্ষ্মী নৈড়া চৈড়া[44]
হারিকালি[45] ঘোড়ায় চৈড়া
ঘোড়ারও ঘুঙুর
বাড়াইয়া ভাঙমু মুগুর।

৩৪

কোনা বাড়ীর
বোনা ক্ষ্যাত
উইচা-নীচা খাইল
তোর-না মর্দা
ভাঙ্গা নৌকার হাইল।
ভাঙ্গা লোকার হাইল না রে
ভাঙ্গা নৌকার ছৈয়া
আইসত্যাচে লো নাইওরী
তারই তলে বৈয়া
নাইওরী যাইবো নয়াপাড়া
কহানে পামু সোনা-দাড়া
ব্যাকইলা দেহি বুইজাইনা।

৩৫

চৌবাড়ীয়ার চরে নালো
চোরই বাঁনছে বাসা
স্যাও না লো চোরই পাখি
দেইকতে এমন খাসা।

দেইকলাম না
শুইনলাম না
স্যাও না চোরই পাখি
শুইনা চবে[৪৬] বৈসা কাবে ডাকি ?

৩৬

বুইদার মায়
হুদাই চাটে আত
বুইদার বৌ বড় কোমজাত।
বুইদারে তুই দেইকা-যা
কাইয়া ডাকে কা-কা
কাইয়া রে তুই ফিরি চা
ঘুর দলাডা নিয়া যা
ভাতের দলাডা দিয়া যা।

৩৭

গাব-গুব
গাব-গুব
পোনা না রে সোনা
শোনাইর মায় বাইদা থুইচে
বারো মিশাইনা শাক।

চাপ-চুপ
টাপ-টুপ
টাকা না রে টুনী
শোনইর মায় বাইড়া[47] থুইচে
ধান মিশাইনা ভাত।
খাইলে খা
না খাইলে কহানে[48] যাবি
তাড়াতাড়ি যা।

৩৮

ইচ্চিরি বিচ্চিরি
আতে নাগাইচে
পায় নাগাইচে কিলে ছেঁড়ি ?
পায় না লো নাগাইচে মল
স্যাওনা মখ, চল-চল
বিনাসুর খালে হাঁটুজল।

৩৯

য়্যাকলা ঘরে
বাঁয়েল[49] পাড়ে
বাহোরুদ্দির বৌ
মৌচাকে বড়ো না লো মৌ
মৌ মৌ, মুনশী ভাই
বাহারুদ্দি কৈলো তাই
মাগীরে ধোরছে ভুতে
স্যাওভূত না, ছাড়াইবার দ্যায়
কয় শালার পুতে।
গু মাখাইয়া লো নৈচি[50] আতে[51]।

৪০

আইলা ক্ষ্যাতে[৫২] পাইলা কি
পোলা পানের ঝুন ঝুনি।
ঝুন ঝুনির ঝোক্কা
আইলা মাতার টোক্কা[৫৩]
টোক্কা নারে টোহালী
নানা যাইবে চৌহালী[৫৪]
নানার পায় গোশ্বাল[৫৫]
থাইকা থাইকা মারে ফাল
ফাল দিয়া হয় খাল পার
নানা তুমি খবরদার।

৪১

কদোম তলা
বোশশি ফালা
বোশশির মাথায় কল
ডাবুব ডুবুব পড়ে কদোম ফল।
কদোম ফুলের গোটা না-বে
কদোম ফুলের গুটি
ছালা দুইহান নিয়া আয
ছাল ভৈরা ঘুটি।
স্যাও ছালা ছে'ড়া
উইবা না লো কদোম ফুল
খুটপা[৫৬] কাবা।

৪২

দিন নাই
রাইত নাই
ক্যাচ কেচি সার
ও কতা-না কোমু লো আর

কতার নাগাল কতা না
ব্যঙ্গে চাইটা খায়
মার নাই বিয়া অইতে
ঝি-নাইওরে যায়।

৪৩

চাচা বান্দে
বৈরা বাঁশের মাচা
চাচী তুমি কহানে[৫৭] দিলা খোঁচা।
খোঁচা খাইয়া খোচানী
বোচা না অইলো
চাচী তোমারে কিসের নোগল পাইলো।
পাইলো-না, ঔরাম ভূতে[৫৮]
চাচা কি আর হাদে[৫৯] কুতে
কুইততে কুইততে জান যায়
নাল পুটকি দ্যাহা যায়।

৪৪

জয়গোনের বাপের
গোয়ায় নালো ফৈড়[৬০]
জয়গোনের কিছু কৈস না[৬১] কৈল
কস যদি য়্যাহা-ব্যাহা[৬২]
তয় নাইগবো দশ ট্যাহা
দশ ট্যাহার[৬৩] ঠসরে
নাই কোদুর বসরে
বসের নাই যশ
হলো কামের ফস
তোরা কি কস।

৪৫

বিদির বারোন[৬৪]
শ্রী চারোন
কৈল্লাস বনে কি
পান্তা ভাতে কেরাই দিলো ঘি।
ঘি-খাইয়া
থাকি চাইয়া
চোখে পইল্লো ছানি
হুলাইর মাও—হুনচাওনি[৬৫]
হুনে কাব বালে
হুলাইব বাপ না মৈল্লো লো
ছিলা বাজের খালে।

৪৬

কেরাই গবে
কেরাই পড়ে
কানচিত না যাইযা
কানা বিলাই কান্দে না
ট্যাংড়ার কাটা খাইয়া
ট্যাংড়া মাছ
ট্যাংড়া মাছ
কৈল্লা তুমি কি
তোমার নিগা[৬৬] মশল্লা বাঁটিচি।

৪৭

বিলাই নাচোন
নাচামু লো
নাচের জানোস কি
আইসালে[৬৭] পোড়া দিছি খোচানী[৬৮]

খোচানীর খোচা খাঁইয়া
চুপ মন্‌হে[৬৯] থাকপি চাইয়া
চাইয়া থাকপি মোরিচ চোহে
ও বাড়ী ক্যা, কুইত্যা ডাহে
ধর-ধর-ভং-ভং।

৪৮

মাগীর কপালে
গন্‌-মাহাইনা-ইলা
মাগীর যে বাজাইরা গলা।
বাজাইরা গলার বাজনা লো
বাইশ গেরামে বাজে লো
বাজে না লো ঢোলকজাল[৭০]
শ্যাটা মাইরা[৭১] মন্‌ন্ড্‌ আন
শ্যাটার দাম সাত আনা
দ্যাখ লো মাগীর কারখানা।

৪৯

বেলাত আলী
খেলাত পাইলো
খাসের হাটে যায়া
ও না লো তোরা হন্‌নেক[৭২]লো
কান বিছাইয়া দিয়া।
বেলাত আলী
খেলাত পাইলো
খেলাতে গন্‌ইমান[৭৩] কী
ও নালো কুলন্‌-বোদি।

কুল, বোদির কান কাটা
বেলাত আলীর মুয়ে
ব্যালের আঁটা।

৫০

কিসের আশায়
খোবিরুদ্দীন খল খলাইয়া হাসে
বড়ো-না-বাহারি[৭৪] উটে
ভারী বৈরা বাঁশে।
বৈরা বাঁশেব বাঁহারি
বিনাপুব, কাছাড়ি
কাছাড়ি বইসলো বাইতে
খোবিবুদ্দীন-না পাইল্লো সে
দরবাবে যাইতে।
দববাইরা মাগী
দরবাব কবে
খোবিরুদ্দীন হাইসা মবে।

৫১

আগের ঠ্যালা
পাছের ঠ্যালায়
মৈদ্যের ঠ্যালায় মোরি
মিয়াচান হৈল্লো জানে বৈবি
জাহান জাহান মৈটকা[৭৫]
যাই কৈলে উটে, টৈপকা[৭৬]
টৈপকা না-উটে লো
টাহি[৭৭]মাছের নাহাল
মিয়াচানের বোউর।

৫২

রাইত কালে
কুন পাইলে
যাইবা রহিমুদ্দি
রাইত কানায় ধেইরবো তোমারে
রাইতের নাগোল[৭৮] পাইলে
রাইত কালে রহিমুদ্দি
রুসাই ঘরে ক্যানে
তোমার বোউ গুয়ে মুতে ছ্যানে
স্যাও বোউর য়্যাতো[৭৯] নাম
বাজারে নিলে য়্যাক[৮০] য়্যাক পয়সার দাম।

৫৩

আট খুঁড়ি
পাট খুঁড়ি
খোঁড়ি বোঁজা বোঁজা
ও খোঁড়িনী নিমু লো[৮১]
ও খোঁড়ি না দিমু লো[৮২]
খোঁড়ি মৈদ্যে উ'ই
ও খোঁড়ি বোজা আই না
ভাবীর আঁচোলের তলে থুই
ভাবীর আঁচোলে বড় ওম[৮৩]
পাদের গোন্দ মো মো।

৫৪

ইম্নি বিম্নি
জুইম্বায় দিমু ছিম্নি
ছিম্নি রানছি খিঁচুড়ি
কাইল আইসবো নাইওরী[৮৪]

নাইওরী নাও ভিড়বে ঘাটে
আল্লাহ তোমার রহম যেন আসে।
নাইওরী আইসবো ঝিয়ারী
খাইবার দিম্ খিচুড়ি
খাও আর না খাও,
বাড়ী বিলা[৮৫] যাও।

৫৫

প্যাটের ধান্দা
বড়ো ধান্দা
প্যাটেব লাইগ্যা মবি
ও প্যাটে বানচে গোচুইড়া[৮৬] দড়ি
গোচুইড়া দড়ি কয আত
এ্যাক বিঘা তিন হাত।
মাইপলে অয় কোম
খাইলে অয় বেশী
হায়বে, শালার দুরমুইশা[৮৭] প্যাট
তোরে পাতোব দিয়া
ভোরম্।

৫৬

বাপে কৈচে খামু ক্যা
মায় কৈচে খামু ক্যা
ওরে আমার খাওয়া
কি কতা বোনে অইচিলো[৮৮]
তয়, হৈল না যাওয়া।

বাপে কৈচে নিমু ক্যা
মায় কৈচে দিমু ক্যা
ওরে আমার দেওয়া
কি কতা বোনে কইচিলো
তয় হৈল না কওয়া।

৫৭

বোয়াল মারীব
বোয়ালে না যে
আঁ কইরা আসে
কদোম আলী ভুইড়ায়[৮৯]
চৈড়া ভাসে
ভাইসতে ভাইসতে
ভাষানেরচর
যাইয়া বাইনলাম[৯০]
হোলার[৯১] ঘব।

৫৮

মামুদ আলী মামুজান
কাইলকা যাইবো ঘোরজান
ঘোড়জানের ঘোড়া না রে
কদোম কদোম আটে
মামুজান হুইবো কুন ঘাটে।

খাট বানাইচে
খয়ারী কাঠে
তখতা তার কিসের
হুইলে না মোরিলো
দারুণ ব্যথার বিষে।

৫৯

সরকার বাড়ী
কিসের কাচারী
ব্যালা উইটচে গোনে
ব্‌জাচিলো, ব্‌জাচি বৈন[১২]
পোড়ছে য়্যাহ্‌ন মনে।
সরকার বাড়ীর সরকারে
যাইয়া হ্‌ইচে চালের কারে[১৩]
সবকারের বোউ কান্দে লো
বান্দে না, আছাড়ে
আহা কি বাহারে।

৬০

ভেড়া কান্দে
ভেড়ী কান্দে
কান্দে পাঁটা পাঁটি
নাইওরে না যাইবো লো
আইজ আমাগো জেটি[১৪]।
জেটি, আঁইটা বাঁইন্দো খোঁজা
ঘরের পাছে না বেঁতুইল গাছ
বেঁতুইলেব ঝোঁকা।

৬১

পাঁচ তোলা
গাবের কোলা
গাব নিয়া যায় হাটখোলা
হাটের মৈদ্‌দে

শোমশের জোলা
পাঁচ তোলা তামসা দ্যাখে
ফুলাইয়া দুই গাল।
গালের মৈদ্দে তালের আঁটি
কৈবত্যাচে না হাঁটাহাঁটি।

৬২

তিল্লিক চান
তিলা ত্যাল ব্যাচে[১৫]
ও পাড়ার ছেমড়িগোবে[১৬] কাছে
ওপাড়াব ছেমড়িরা
ছৈপারা[১৭] পড়ে
তিল্লিক চান হুদাই[১৮] জেদ করে।
জেদ কৈরা কৈল্লো কি কাম
ছেমড়িগোবে কাছে যাইযা
ঘটাইলো বদনাম।

৬৩

হাসি দিলাম
খাঁসি কৈরা
হাসা না লো কাঁন্দে
ছাই কপালী কস কি তুই
কতায় কতা উটে
হাসি করে খাঁসি কৈবা
হাসা না রে কৈলা
হাছেন আলীর গোয়ায় ত্যাল
অকারণে আইগা মুইতা মৈলা

৬৪

জোত পাড়ার হাটে না রে
জোলা গারে আড়ি[৯৯]
দিন দ্বইপারে
মাতায় দিলা বাড়ি
দিলাম মাতার কিড়া[১০০]
হেই কতা কও কিরা ?
দিমু য়্যাক চাপোট
ব্যাক্তোমিজ কহানকাব।

৬৫

আগের নাও
পাছে পৈলা[১০১]
সে কি বৈলা
তোমরা মিঞা
কহানে[১০২] গেছিলা[১০৩] ?
গেছিলা তো গেছিলাই
মৈরবার শ্যানে আইছিলাম
ব্যাশবমের[১০৪] নাগাল।

৬৬

হাইসা মিঞা
হাইসতে হাইসতে
বৈসলো যাইয়া ঘরে
ঘরের যে চাল নাই
চাল অইলো ক্যিরে ?

চাল গ্যাছে উড়াইয়া নিয়া
বৈশাখ মাইসা ঝোড়[১০৫] আসিয়া
ঝোড়ির কপালে ধান দুবলা
হাইসা মিয়া, য়্যাহুন[১০৬] কৈরবা।

৬৭

ছাইপোকে কামড়ায় না লো
পোড়া কপালির ঝিঁ
তুই কৈবার[১০৭] চাস কি ?
কৈয়া গ্যালে কৈলাম[১০৮] না
গলায় কোলসী নৈয়াই গৈলাম না
ওরে আমার মায়
মোমিনের বোইনে[১০৯]
রাঙা দুই চরণ
চরণেরও গুইতালো
অইচে[১১০] কালের ছুঁইতালো।

৬৮

ইষ্টি কুটুমের কোষ্টি
চৌদ্দ পুরুষের গুষ্টি
গুষ্টি মৈলো[১১১] ভাতে
সোনার আংটি হাতে।
হাতের হাত
বড় হাত
আইজ খাবি না ভাত
তয় কাইল, খাবি কি ?
হারে, আমার পোড়া কপাইলা
ইষ্টি।

৬৯

ব্যাঙের ছাতি মাথায়
ব্যাঙ যায় গাঁতায়[১১২]
গাঁতার মৈদে ধোবা সাপ
জাইতা ধৈইবা মারে ঠাপ[১১৩]
ঠাপেবও না, চোটে
হুড়ুম ভাজা ফোটে
ফুটতে ফাটতে কয়দিন
আইজ বাদে সাতদিন
সাতেব সাত সপ্তায
যায় সোজা বাস্তায়।

৭০

তুই না ছেড়ি কৈচিলি[১১৪]
কেমোন বিযাই বৈচিলি[১১৫]
ভাত দিলো না
দিলো কাপোড
কতায কতায গালে থাপোড়
উঠতে লাতাতি
বৈসতে কিল
ঘবেব দবজায দিযা খিল
ওলো আমাব ভাত
মাইবা না ফালাইচে জাত
জাতেব জাত
চৌদ্দ গুষ্টিব জাত।

৭১

বড়ো মিয়া কি করে
পুলাডারে ইটু ধরে
স্যাও যদি বান ধৈল্লা
পাও পিছলাইয়া পৈল্লা
পৈল্লা তো পৈল্লাই
কি বোনে কৈল্লাই
পাছ মোহে[১১৬] ফিরা চাইল না
ফিরা যুদি চাইতা
দুইডা পয়সা পাইতা।

৭২

বয়াতী ভাই
বয়াত পড়ে
ডাবুর ডুবুর
বোরই পড়ে
স্যাও বোরই তিতা
অইচে কালের ছুইতা।
ছুইতা পাইয়া
গুইতা মারে
কে কাহারো জিতে হারে
হারাইনার মায়
হাইরা যায়
পরাইনার মায়
পরে কারা পায়।

৭৩

ছ্যাপ ছ্যাপ
দিলাম গায়
ও ছ্যাপ না নিলাম পায়
পায়ের তলে হিদাইলা[১১৭]
কিসেব নিগা চিত অইলা
চিত অইলা তো
কী অইলো
ছ্যাপ[১১৮] যে উইপাবে পৈলো।

৭৪

হাবেজ মিঞা
কারে উইটছে
ব্যবসায় ফেল মাইবা
তোরা আব কৈস না বে
মুখ ভৈরা ভৈবা।

হারেজ মিঞা কোইব ছাও কি
পেংইজের[১১৯] ব্যবসা ছাড়ছাও কি
যদি না ছাড়ো
পেইজের খ্যাপ[১২০]
যাইয়ো না মবো।

৭৫

ব্যাটা নাই
বেটি নাই
আটখুইড়া মর্দা
তার মাগীর স্যাটায়[১২১] নাগে

জগোদলের জর্দা।
জগোদলের জর্দা না লো
বুইড়া মর্দা খায়
বুইড়া যে মাগী তার করে হায় হায়।

৭৬

আজাইরা মাগীর
বাজাইরা কতা
বাজার গ্যাছে বাইড়া
বাজাইরা মাগীর দেমাক লো
কৈরাই দিলো ভাইঙ্গা
আজাইরা মাগীর
সাজাইরা কতা
আজেরনের মায় কয়
আজাইরা মাগীর আচোরনে
কুতায় চাটে পাইল্লা
স্যাও না পাইল্লা ধুইলাম
আজাইরা মাগীর চৌদ্দগুষ্টি গাইরলাম[১২২]।

৭৭

আলু ক্ষ্যাতে
খালু কি করে
ওনা-লো, তোরা দ্যাহোস না
মুরগীতে বানাইচে বাত
বাতের মৈদে ভাইড়া ব্যাঙ
গ্যা—গু করে
স্যাওনা বাত ভাইংবার যাইয়া
খালু কিবাই করে

আহা রে, তুমি খাল্‌জান
আল্‌ ক্ষ্যাতে কাঁন্দো ক্যান
খাল্‌ তোমার নিগা[12]
জাই রান্দিচে।

৭৮

হুনচি কালা আইসপো কাইল
ভাতের মৈদ্যে রৈচে চাইল
কালা আইসা খাইবো কি ?
কালার বৌ কোমিল্লার ঝি
তোর এমন কামডি
কাম দেইকাই মোরি
ও নালো কালার বৌ
থুরিবুরি[124]. থুরিবুরি।

৭৯

হাদে[125] কী কয়
পাদে ঘোড়া
কালি[126] মটর খাইয়া
কালি ঠাকরাইন
দ্যাখে চাইয়া চাইয়া
ঘোড়া না ঘোরে লো
চোড়কীর নাচোন দ্যাকে লো
চোড়কি নাচে
চোখে টোনা দিয়া
ঘোড়া না, ঘুরে লো
লাফাইয়া লাফাইয়া

৮০

উতলি গেরামে গেছিলাম
পুতুইলা চাইয়া কানচিলাম
বড় সখের পুতুইলা
তবে না, নিচিলো[১২৭]
ডুলিতেই তুইলা
ডুলির মধ্যে ড্যাহোরে
তোমরা আইসা দ্যাহোরে
কালা কুকিলের ছাঁও
নৈড়তাচে কি বাহারে
কালা হাত পাও
কালার বেটি ফালানি
ফালতু [১২৮] কতার ধার কি ধারি।

৮১

ভুইসা মাগী
ভুইসা পাঁদে
আসর অইলো কানা[১৩০]
কারে বানাইলা তালকানা।
তালকানা তোরাপের বোউ
তুড়ুক কুড়ুক কয়
ভুইসা পাদে
বড়ো যে বয়[১৩১]
স্যাওনা ভুইসা[১৩২] পাঁদে লো
বড় শালার গোন্দ।

৮২

আছোরুদ্দির
আঁছাড় খাইয়া ভাইংলো ঠ্যাং
আছোরুদ্দির ঘরে ভাইড়া ব্যাং
ব্যাঙের বোহে আতা ফল
কাঁচা না লো, পাহা
ও ফল না পাড়িতে
লাইগবো য়্যাতো ট্যাহা।
ট্যাহার বড়ো ঠ্যাহা রে
ঠ্যালায় কৈল্লাম নালিশ
ও নারে আতাফল
কাইল পাইড়া দিস
খামুহানে[১৩৩]।

৮৩

বড়ো বাড়ীর
বড়ো দুইহান ঘর
বড়ো মামানী রাখনি খবর ?
বড়ো ঘরের মাইজ্যা ন্যাপা
ধোয়া ফিট ফাট
ছোটো না ঘরে লো
মোন দশেক পাট
স্যাও পাটের ট্যাকাডা
বড়ো মামুর ঠ্যাকাডা
য়্যাক্কেবারে[১৩৪] দূর অইয়াই
যাইবো।

৮৪

আছান আলী
আছান পাইছে
বোউ মরণে
আছান আলীর আছান নাই
গড়োন চরোনে।
ক্যারে আছান
কি অইচে।
আসমানে ম্যাঘ জোমিচে
দ্যাখোস না চাইয়া
বোরধানে গোর্ লাগচে[১৩৫]
কে দিবো খ্যাদাইয়া
আহারে ধান ওইনা।
শ্যাষ কইরলা খাইয়াব।

৮৫

হজ পালানে[১৩৬]
খচ খচ করে কি
ও নালো নাছা ভাদুড়ী[১৩৭]
ভাদুড়ী মোল্লা বুনচে হজ
পাইকতে অইবো দেরী
ভাদুড়ী মোল্লার মুখে
পাকা দাঁড়ি।
হজপালানে
হজ কৈরবার[১৩৮]
বৈসলে বোনে কেরা
তোরা যাইয়া দ্যাহোস না রে
ছ্যাড়ারা—
যাইবার বুদ্দি পাইরতাম

তয় কি আর কইতাম
আগাডা ছুইটাইতাম।

৮৬

ছোকিনার মায়
ছ্যাং-ছ্যাং করে
ব্যাবাক না লো কামে
ছোকিনার বাপের
গাও নাও লো ঘামে
তালের পাংখা ঘরে নাই
ঘর না দেহি কানা
ছোকিনা তুই কহানে গেলি
দেইকা যাস না।
তোর বাপে ছোকুরন্দি
ভাত খায় না কাইল অবদি
ক্যালো তয় কি অইচে।

৮৭

কলোম সরকার
কলোম ধরে
কুন ব্যাটার সাধ্য আছে
কলোম থামাইবার পারে
কলোমের নাই শরম
মনে যা আসে তাই হে ল্যাখে
কলোমরে তুই মান সোনমান
দেইকা শুইনা লেখিস।

৮৮

রাইতের তারা
জ্বলে না লো আঁসমানে
কি জানি কয় ভাবীর পরানে
ভাবীর পরানডা
মুকতাগাছার[১৩৯] মনডা
ও না লো—
রাইতের তারা জ্বলে না লো
ভাবী তুমি দেইখলা কি
মরা ঘোড়ার ওলের বীচি
ও বীচি না, নড়ে-চড়ে
রাইতের তারা
জ্বলে না লো ঘরে।

৮৯

কুট-কুট কামড়ায় কিসে
কামোড়ের যে জ্বালা
তুই না আমার
ছোট মামুর শালা।
মামু থাকে মামুদপুর
বাড়ী আসে রাইত দুপুর।
রাইতও না দুইপারের কালে
কি হো ডাকে শিয়ালে।
মামানী আমার মৈরখা খুকী[১৪০]
থাইকা থাইকা কি কয় জানি
য়্যাকলা ঘরে শুইয়া
মামু, তুমি করো কি
মামানীরে য়্যাকলা ঘরে থুইয়া।

৯০

রোসিক মনশীর
রস দেকাইন্যা মোরি
য়্যাকবার কয় জগাই-মাধাই
য়্যাকবার কয় আল্লাহ হোরি।
রোসিক মনশি রসের নাগর
রস দ্যাখাইয়া করে ফাঁপোড়[১৪২]
বাড়ীর মাইনষে[১৪৩]গোরে
রোসিক মনশির গোয়ার ত্যানা[১৪৪] উড়ে।

৯১

হায়রে আল্লাই কোরি কি
ঘরে আমাগো বৈতালী মাগী
স্যাও না মাগীর[১৪৫] তাপে
বোনের বাঘ কাঁপে।
বোনের বাঘ, চিতা বাঘ
তার যে য়্যাতো নাম-ডাক
পরান কাঁপে ডরে
কী আপদে পোড়ছি আল্লাই
থাইকপার পারি না ঘরে।
ঘর ঘর কৈরা না লে
মৈদ্যে শিমুলের চরে
সে মাগীর নিগা ঘর বানাইয়া
ব্যবাক মর্দারাই মরে
শালার মাগীরে।

৯২

মার মোনে বুঝে না
সতাইর মোনে বুঝে
ক্যালো ছেঁড়ি কি অইচে
উইলটা পাটিতে বৈসা না রে
গোয়ায় অইলো ফোট
কি দিয়া ছেড়ি রোঙ্গালি
কালা দুইখান ঠোঁট।

৯৩

আইটা মৈলাম
খাইটা মৈলাম
তয় না, শালার মোন পাইলাম
হ্যাও যদি পাইলাম।
খোলায় ভাইজা খাইলাম।
খাইলাম নাড়ু-মোয়া
পাতি হিয়ালের হোয়া
হোয়ার বাড়ী হোলদী ঘাট
জোলদী কৈরা মোরিচ বাট।

৯৪

থাইকপার কৈচি আগে
যাইয়া বৈসি পাছে।
হাদে কি গাইল পারি
ঘরে না লো অবিয়াইতা নারী।

অবিয়াইতা মাগীর বড়ো শান
জুইয়ান জুইয়ান ছাওয়ালগারে
ধৈরা মলে কান।

কানের নোতি
হৈ কান হারাইলে
হৈবো কিবা গোতি।

৯৫

পোলনুর বোউ
পলো বানায়
শলা বাইচা বাইচা
ও পোলনু মাছ নাইচা নাইচা।
পোলনুর বোউ
শালা বান্দে
প্যাচ দিয়া দিয়া
ও পোলনু ভাত খায়
মোরিচ পোড়া দিয়া।
মোরিচ পোড়ার বড়ো গনুণ
নাগে না, আর ছয়-ছালনুন।

৯৬

নুইরার নানীর
চোখে পইড়ছে ছানী
পাছ দুইয়ারে কিসের ম্যাজবানী
নুইরার নানা
কোরচে মানা
হাটে যাইবো না
হাটের যে খাজনা
তা দিবার পাইরবোনা
তয় কি শালায় ইজারদারেরা
তারে ছাইড়বো!

৯৭

মোনরে কই
ডালিমোন
ডালে জনম তোর
তোর নৈয়া বাপ মায়
নিশি কৈল্লো ভোর।
নিশি রাইত পোহাইলো
পরান ডাও জুড়াইল
জুইরানের বোউ সেই কতায় কয়
মোন যে আমার
মানে না তয়।

৯৮

ব্যাজাইরার বোউ
ব্যাজার অইচে
ব্যাজার ভাঙ্গাবি কিসে
ও বাড়ী মাঝু বৌউ
মরে প্যাটের বিষে
মাঝু গ্যাদা নাই বাড়ী
ব্যাজাইরার বোউ যে
পাঁজিচোদার[১৪৬] হাড়ি।

৯৯

ঘাড়ের পার খাড়াইস না লো
ছ্যাহা পড়ে গায়
বড়ো বু গ্যালো নাইওরে
ছোট আলী নায়

চোরকদার[১৪৭] অইচিলো কেরাইবান
বাদাম তুইল্যা দেকচিলাম
ঝৈড়া বাতাসে
বড়ো বু কাইনচিলো
হায় পরতাসে[১৪৮]
আইল্যা খুদের জাঙ্গী খাইস না
বু রে, তুই কান্দিস না।

১০০

অইল[১৪৯] ভাতের ম্যাজবানী
মামী বড়ো রানদুনী
নুন অইলো কোম
মামু ক্যানো খাইলো না
বুইজা আসে দোম
মোনের মৈদ্যে দুগদুগি[১৫০]
ছ্যাড়া বাজায় ডুগডুগি
খুশীরও না চোটে
সাধের ম্যাজবানী
চোরে নিলো লুইটে।

১০১

অনদাহা[১৫১] কৈচিলাম[১৫২]
বড়ো দায় ঠেকিচিলাম
ঠেকুম্নির বড়ো জ্বালা
কালা জামাই লাগে ভালা
কালা জামাইর কানকতা[১৫৩]
কেরাইবানে হুনে লো তা
কানে নৈচি তোলা
এ কতা কমু কি বৈলা।

১০২

দুঃখের ঘরে বাঁনদোন[১৫৪] নাই
ঘরে না লো ঘর জামাই
হে করে কী কাম
খাইয়া দাইয়া হুইয়া থাকে
ত্যাও বদনাম
বদনামের কী কই
শালার গোয়ায় বড় চোই[১৫৫]
চোই মাইরবার যায়া
মোরি[১৫৬] না খাইয়া
হায়রে আল্লাহ কি করিব।

১০৩

আতের ভাত পাতে থুইয়া
মর্দা গ্যালো উইটা
দুই শৈলের য়্যাকট্যা গ্যালো ছুইটা
কি বোনে কোরচিলাম
আইল্লা জাই রানচিলাম
জাই অইলো পাইনা
পাতা বিছাইয়া পাইনা।

১০৪

ছোদ্ ফোকির
ছোন্ ক্ষ্যাতে
ফু পারে কি
দ্যা কলো দ্যাক
মোল্লা বাড়ীর ঝি

মোল্লা বাড়ীর মৈলাদ পড়ে
ছোকনু মৌলবী
আয়লো তোরা ক্যারা হনুইনবার যাবি
হনুইনবার চায়া হনুনলি না,
মোরিজের বীচিও বনুনলি না

১০৫

ডাইলে চাইলে খিচনুড়ি
খাইবার পারবি কনুনতরি
যে তুরি খাবি
হেই তুরি[১৫৭] পাবি।
ডাইলে জাই
পাতার পার বাইড়া দে
চাইটা-চনুইটা খাই।
চাইটলে উটে চটা
হায়রে আমার
বড় দনুঃখের ব্যাটা।

১০৬

আইল্যা জাই
কিবায় খাই
জিবায় করে না কবনুল
নয়তোন[১৫৮] খালা ক্যানে
খনুইলো নাকের ফনুল।
নয়তোন খালার সোয়ামী
বড়ো ভালো ঘরামি
হাতে বড়ো যশ
ও পাড়ার ছোমেইদার ম্যায়া

অইলো না তার বশ
আই, আই, সাই, সাই, ছিঃ।

১০৭

মারে আমার
পুতুইল কিনা দে
ও পুতুইল নিমু না
ঝোংকা কিনা দে
ঝোংকা অইলো জপাফুল
নাকে নাগামু নাকফুল
মাজায় বিছাহার
মারে, তোরে কোমু না আর।
বাজানরে কোমু
বায়রার হাটে থিকা
আমার নিগা আনে যেনি কিনা
দুইডা পুতুইলা।

১০৮

আলগোছে কৈস
আল্লাদীর বেটি
তোর মায় পোড়চে ছোটি
ছোন ক্ষ্যাতের মৈদ্যে
তাড়াতাড়ী রৈদে আইনা দে।
রৈদের মৈদ্যে বোমেলা
বাইড়া লো কামের ঝামেলা
হে কামের সীমা নাই
হুনমু না লো, আল্লাদীর বেটি
য়্যাহুন বাড়ী যাই।

১০৯

বাইতের তাবা
জ্বলে না লো আসমানে
কি জানি কয ভাবীব প ানে
ভাবীব যে পবানডা
মুক্তো গাছাব মন ডা
ও না লো—
বাইতেব তাবা
জ্বলে না লো।
ভাবী তুমি দেইখলা কি
মবা ঘোডাব ওলেব বীচি
ও বীচি না, নড়ে চড়ে
বাইতেব তাবা
জ্বলে না লো ঘবে।

১১০

আতুব মায
ছাতু খায
নুন মোবিচ দিযা
হাট বাজাবেব মিঠাই মণ্ডা
না দ্যাখে চাইযা।
আতুব মায়
ছাতু খায
মাছি না লো উড়ে
ন্যাংড়া মাছির কি হৈলো
আতুর মার মুহে যাইযা পড়ে।
আই, আই, ছিঃ
ওযাক থু—ওয়াক থু।

১১১

আসমানে নাই
বৃষ্টি বাতাস
তুই ছেমড়ি ক্যান
ধূইলা উইড়াস
তুই ছেমড়ি ডেমনি
মাইর খাস কি আর এমনি ?
স্যাও মাইর খাস
চোকেব পানি বৃষ্টি অইয়া
পরে ঠাস ঠাস
হায় সব্বোনাশ।

১১২

শাক-শাক
পাটের শাক
পাদ দিয়া
কাশ ঢাক।
শাক-শাক
কোলমি শাক
স্যাও পাদের
নামে ডাক।
শাক-শাক
হেনচি শাক
তোরে দিয়া
মাবমু তাক[১৫১]
মারমু না
ছাড়মু না
শাক ভাজাই খামু না।

১১৩

ইচা ক্যালা
বীচা ক্যালা
চট্ কৈরা ছুলাইয়া ফ্যালা।
চট্ কৈরা কৈয়া ফ্যালা
কুন ক্যালা খাবি
সেই ক্যালা আইনা দিমু
যে ক্যালা চাবি।
চাস যদি চম-চম
আইনা দিমু গোল্লা
তুই না আমাগো
বড় মামুর পোল্লা[১৬০]।

১১৪

ইষ্টি আইসলো
বিষ্টির দিনে
খাইবার দিবা কি
ঘরে না থুইচি লো
পাঁহা কাটালের বীচি।
ইষ্টি আইসলো
বিষ্টির দিনে
হুইবার দিবা কহানে
ঘরে য়্যাকখান ছেঁড়া ছালা
বিচাইয়া থুইচি অহানে[১৬১]
বিচাইচে থুইচে বড় বু
তার মৈদদ্যে না কুইকড়ার গু।

১১৫

তুই গেলি ভাই কহানে[১৬২]
গাঙের পাড়ে অহানে[১৬৩]।
মরা গাঙের
মরা-চর
পানি নাই দুধের সর
ধর ধর করে
তোরে নৈয়া পোড়াছী ব্যকরে[১৬৪]।
স্যাও ব্যকর ব্যকর না
ভ্যাড়াও কুনদিন ব্যাসাদ না।
যুদি ভ্যাড়া ডাকে
পাঁটা দ্যাহামু কারে।

১১৬

বেইল ডুবে বোঙ্গিনা
যামু ভাই কোদাইলা
জাহাজ করো ভাড়া
টিকেট যুদি না থাকে
টিকেট আনো কিনা।
স্যাও টিকিটের ট্যাকা
বাজাইয়া রাখবে ঠ্যাকা
ঠ্যাকা ভাঙমু কি দিয়া
মাগীর মাজার ছউড়া[১৬৫] বেঁচিয়া
মাগী দিব না, দিব তার বাপে
বড়ো ভাইর বুইড়া ধোনের ঠাপে[১৬৬]।

১১৭

ঠ্যালা দিয়া
প্যালা বাজাইচি
ভাঙ্গা ঘরের চালে
আল্লায় রাইখপো কুন হালে।
ঠ্যালার নাম
বড়ো ঠ্যালা
থাকে যে হালে
তাই হাজার শুকুর।

১১৮

মামু কুইড়ায়
হামু[১৬৭] নালো
ইটা ক্ষ্যাত দিয়া
স্যাও, হামু না, চোখে পড়ে
দেইকপো কি দিয়া
মামু তুমি পেরেসান অইও না
মামানী যাইতেছে
হাতে লৈয়া টোনা।
টোনার লাগাল
টোনার না রে
টন টন করে
মামু তুমি, হামু, কুইড়াইয়া
দিবা কার গলায়।

১১৯

পাঁচ ব্যাহারার
পালকিতে চৈড়া
আইসলো দুইলা ভাই

আইগবার যায়া দ্যাহি
হে না লো কানাই
কানাই মামু
কানাই মামু
কানাই বাজাইতেছে
প্যাঁ-পু
পু-পু

১২০

ঠ্যাকায় পৈড়া
শিখছিরে ভাই
হে বড়ো ভিক্ষা
দায় পইড়া নিচিবে ভাই[১৬৮]
হে বড়ো ভিক্ষা
ভিক্ষার চাইল উইনা[১৬৯]
ফুইটলে হযনা দুইনা।
ঠ্যাকায় পৈড়া
ট্যাকায় কিনলাম মুরগী
জবো কৈরবার যাইয়া দেখি
আমন[১৭০] দোস্তরা মোবগ।

১২১

ঝোলা গুড়ে
বোলা ভরতি
উপচাইয়া পড়ে
স্যাও না লো গুড় খায়
গোরু ছাগলে

গোরুব বাহাল[১৭১]
পাহাল[১৭২] কইরছে ক্ষ্যাত[১৭৩]
ছোদু মুনসীব নাই য্যাত-চ্যাত[১৭৪]
ছোদু মুনসীব গায় জবব
আল্লাহ তুই বহম কব।

১২২

দিচিলাম
দিচিলাম নোড়ি হান
পাইচিলাম
পাইচিলাম দোঁড়িহান
দোঁড়ি আমাব গরুব
কি চোক্ষে না দেখছিলাম
চোক্ষেব নাই শবম।
শবমেব ব্যাটি
শোবিফোন
তাব নিগাই না কাঁন্দে মোন
মোন যে আমাব টিয়া
আইসত্যাছে[১৭৫] লো শোবি ফোনেব জামাই
সবিব ক্যালা নিয়া।

১২৩

তুইতি মাগী ব্যশবোম
তোব মুখে ভাঙুম খড়োম
খড়োমেব নাই বৈলা[১৭৬]
ঈদ্‌ মাম্‌ কান্দে লো
মামানী মৈলে বৈলা।

মামানী তুমি, বড়ো ঘরের ম্যায়া
বড়ো কপালে খাইলা নৈলা
দেইখলাম না তোমায ছ্যামা[১৭৭]
মামু তুমি কাইন্দা কৈবরা কি
আইনা দিমু
চান সওদাগরের ঝি।

১২৬

তুইনা মাগী কৈচিলি
উইচতা[১৭৮] বীচি বুনচিলি
উইচতা আমার সার
উইচতা না বুইনলো গো
বানিস শুককর বার
শুককুর বারে
শুকুর অলেী
উইচতা বুইনা ক্ষ্যাতে
রুপাইর ট্যাকা[১৭৯]
ট্যাকা[১৮০] না লো গুনে।

১২৫

ভাবী নালো
বাইবাম বাইবাম করে
বাইড়া পোকে
কামড়াচে বৈলে।
ভাবীর নাকে
সোনার বান্দা ঘাট পথ
সোনার নৎ

সোনার বান্দা ঘাট পথ
সোনায় সোনায় সোনা
দ্যাখোরে তোমরা
ভাবীর বাহে না।
ভাই নাইক্যা কাছে
ভাবী আমার ওযাইচে[১৮১]।

১২৬

খালেকের বাপে খালুজান
তারে নৈযা ঢাক্কা যান
ঢাক্কা বড়ো শহোর
খালুজানরে খাওযাইচিলাম
দধে গোলাইযা জহোর।
খালেকের বাপে খালুজান
তারে নৈযা বাড়ীযান
বাড়ী বোহুত দূর[১৮২]
বাড়ীর পাছে বাঁশঝাড়
মারে তুই ভাত বাড়
নাগচে[১৮৩] বড়ো ক্ষিদা ৪১৮
দুইয়ারে খাড়াইযা দুগগায
দে চাইরডা সিদা[১৮৫]।

১২৭

ঘ্যাগের পার
তারার বাত্তি
শা শা কৈবাজরলে
ওনালো, ঘ্যাগ বসের কতাই বলে।

রোশিক নাগোর
ঘ্যাগা মিঞা
রসের কতাই যায় কৈয়া
ও নালো, পাক্কা তালের রস।
ঘ্যাগের পার
তারার বাত্‌তি
পাঁহা কুইমড়ার বস।

১২৮

বিশা মিঞার
দিশা পাই না মোটে
ভালো কথায় হুন্দাই উইটপো চৈটে।
চটা চটিব কাম না
বদনামের নাম না।
নামের কামাই খাই
বিশা অইলো ঘর জামাই।
ঘর জামাইর ঠ্যালাহান
হালা হুমুন্দি মলে কান।
ও শালার কানের নাই ট্যারা
খাড়াইয়া মুতে লো
বিশু মিঞার ছ্যাড়া[১৮৬]।

১২৯

আনরে দেহি ট্যাকাডা
চালাইয়া নেই ঠ্যাকাডা
মৈলাম ঠ্যাকার দায়
মাইজ্জান বু শোশর বাড়ী যায়
শোশর তার কালু মুনসী

তাই লোকেব মুখে হুনিচ[১৮৭]
ভাত বান্দা খায জাই
মাইজান বুব দুঃখেব সীমা নাই।

১৩০

বাছেবেব বোউ
বোছিবোন
পাটায় মোবিচ বাঁটে
ও নালো, যৈবোনেবই ঠাটে।
বোছিবোন বিবি বাহাবে
খোডি দিযা জ্বালায আহাবে[১৮৮]
খোড়ি পাটেব খোডি
শাঁ শাঁ কৈবা জ্বলে না লো।
দেইখা ডবে মবি।
বাছেবেব বোউ
ভাবে নালো ভাবে
আব কযদিন পব
বাছেব উইটপো কাবে[১৮৯]।

১৩১

ব্যারাইনা মাগী
ব্যাড়ায নালো
পায় আলতা নৈয়া
স্যাও নালো আলতা পড়ে
পাও বাইয়া বাইয়া।
ব্যাবাইনা মাগীব
ঠমোক খান

দেইখলে না লো যায় জান
কি জানি কি কামে লো
তার আঁচোলে পড়ে টান।

১৩২

ছুইতা[১৯০] পাইয়া
ছুরুত আলী
কৈরলো কি কাম
পাই পয়সায় বেইচলো
বাপের নাম।
বাপেরও না, নাম হান
ক্যাড়ায়[১৯১] ভাঙ্গে কালাচান
কোবিমগঞ্জের হাটে
কোবিম শেখ, ধোনী, ধানে পাটে।
ছুরুত আলীর হৈলো কি
পান্তাভাতে খায় ঘি।

১৩৩

মুটকি মাবমু
মুইটা পিটা দিয়া
গুইটা মামু কোরচে নালো নিয়া
গুইটা মামুর
পুইটা কাম
বোউ তার বাহাবে
মুটকি খাইয়া গুইটা মামুর বোউ
চোড়কির নাগালই[১৯২] ঘুরবে।

১৩৪

সামনে মাসের কতা ডা
য়্যাহুন ক্যানে কৈ
জয়গোন বু খোলায় ভাঁজে
বিন্নি ধানের খৈ।
বিন্নি ধানের পিটা রে
খাইয়া নাগে মিটা রে
বুরে তুই পিটা বানাইয়া নে
য়্যাকখান পিটা, আগে আমারে দে।
পিটা দিচিলাম
নুন চাইকা[১৯৩]
বড়ো না লো, পিটা খাইকা[১৯৪]।

১৩৫

ভাসুর আনচে
মুশুরী গাচি
নোগের মাতায় তুইলা
নোগের চারা গ্যাছে না যে ফুইলা।
ফুইলা গ্যাছে নোগ রে
বিবির বারোন[১৯৫] দিয়ারে
চোখের জলে ভাসে
কানচি কোনায়[১৯৬] বইসা ভাসুর
চ্যার চ্যারাইয়া মুতে।
মুতে নালো পানির নাগাল
মুইতা কৈল্লো জোমি পাহাল।

১৩৬

মিয়া বাড়ীর বিয়া না যে
বিলাই কুইতা খায়
আমাগোরে বাড়ীর মানুষের
যাগা না, অয়।
আমাগোরে বাড়ীর উনিরে
পাছের কাতারে বইসা
আইটা পাতা না, চাটে লো
জিবলা[১৯৭] বাইর কৈরা।
স্যাও জিবলা
জিবলা না
তামুকেরই ডিব্বা না।

১৩৭

ভাই নেচে মেরাতী[১৯৮]
জাই বাড়চি জুরাইতে
ওরে, আমার জাই
য়্যানে যদি খাই তয়
খানিক পরে নাই
পরান আলীর প্যাটরে
ভোরমু, কিসে চাটবে[১৯৯]
ঘরে খাইবার নাই
মাঘ মাইসা মৈরাতী
মরোন অইচে মরোন
কৈবার পারি না শরোম।

১৩৮

তালে তালে
উইটচে তাল
ফালে ফালে
উইটচে ফাল
কালু মিয়া ভাই
আইজকা যে ভাবীব উপায় নাই।
ভাবী তুমি কবো কি
ভাই খ্যালাইতেচে ছাও ছি
তুমি কি বুইঝাও বুঝো না
কালু ভাইব তামসা দ্যাখোনা।

১৩৯

আই কুব-কুব
বাই কুব-কুব
কোডায দিল ডাক
ছোটো ভাবী বানচে কোলমী শাক
কোলমী শাকেব ভাজাবে
কি বাহাবেব মজা বে
মোবিচ দিয়া খাই
স্যাও কোডা না, ধোবা চলো
বড়ো মিয়া ভাই
ভাই আমাব শিকাবী
সাবাদিন মুহে দিযা থয়[২০০] সুইপাবী।

১৪০

কাসেম আলী কয়
আদোরে

নাইওরে যাইবো ভান্দো রে
ভান্দোরে মাসের পিটা
ব্যাঙ্কের থ্যা[201] নাগে ভালো মিঠা
মিঠা পিঠার স্বাদ রে
বুইড়া দাদার পাঁদ রে
বুইড়া দাদা যে পাদে
ডাব্বুস ডুব্বস বাইড়া বলদো
নাদে।
কাসেম আলী কয়
আহারে
নাইওরীরা আইসপো বাহারে।

১৪১

আইস্যা আইস্যা কোই
নাতীন জামাই হোই।
নাতীন জামাইর ঠ্যালা
ছেমড়ি মাগীর থ্যালা।
ছেমড়ি হৈলো ওযাইনা[202]
বছোর বছোর বিয়াই না
বিয়ায় বহোন বাছুর
ব্যাঙ্কে কয়, দুর যা দুর।
নাতীন জামাই হাসে
উই পার মুহে চাইয়া
ও পাড়ার যে তিনি
খুবুর খুবুর কাশে
কাশের যে ভুইনাতী[203]
রাইত পোহায় চিনতি চিনতি।

১৪২

বুইলা মাগী বৈচিলো
বুক টান কৈরা
শ্যাটার কাপোড় উইদলা কৈরা।
শ্যাটার কাপোড়
থাপোড় মারে
বাতাসে নাচিয়া
বুইলা মাগী উঠে না লো
হাসিয়া হাসিয়া।
হাইসতে হাইসতে
কাইশতে কাইশতে
পাইদা মরে ব্যাঙ্কে
স্যাওনা লো পাদের সাথে
খ্যাসারীর ডাইল পড়ে।

১৪৩

ইষ্টি কুটুম আইসলো না-লো
বিষ্টি মাথায় কৈরা
কানা মুরগী, থুইচি[২০৪] জবো কৈরা।
কানা মুরগীর
কালা বৈল
তার মৈদে না
ত্যাল চুপচুপ করে
স্যাও ত্যালে ভাজিমু
ডাইল বড়া কৈরে
ডাইল বড়া খস খস
ভাবীর আতের ভাজার যশ
দশ গাও-গেরামে
হ্যাওনালো রান্দা-বাড়া
কোরমু নামে ডাকে।

১৪৪

ইস কিড়া
বিশ কিরা
উইটতে বৈসতে নাগে
হে মাগীর সাথে কেরাই পারে ?
পাইল্লো না যে কদোম ব্যাপারী
স্যাও মাগী অইচেনা যে নারী।
নারী মাগীর কুন কাম
ল্যাইতাইয়া ভাঙ্গে বাচতি থাম[২০৫]।
বাচতি থামের গোড়ে লো
ভাসুরে মুইতা থয়[২০৬]।
ছি, ছি, লজ্জায় মরি লো।

১৪৫

বৈচিলাম
বৈচিলাম
বাইর বাড়ী
ছাই ফালাইছিলাম য়্যাক কারী[২০৭]
ছাই নাড়ার ছাই
বিয়াইচে না লো
পালের বোচা গাই।
বোচা গাইর
বোচা ঠ্যালা
ব্যাক্কে না লো জানে
মোরচিলো জাইরা পুলাপানে।
পুলা পানের পরতাস
ডাকে না লো পাতিহাস।

১৪৬

দ্যাকলো ছেঁড়িরা
দ্যাহা যায়
নরোম বিবি
খড়োম পায়
গুড় গুড়াইয়া হাঁটে
তার সাথে কি আর
হাসি ঠাট্টা খাটে ? [২০৮]
নরোম বিবির
নরোম গালে
কেরাই মাখাইচে চুইনা[২০৯]
হাসি না লো
তাই হুইন্যা হুইনা[২১০]।

১৪৭

গ্যান্দা মাগীর ঘ্যানোর ঘ্যানোর
হুইনা বিষম যাই
গ্যান্দা-না, মাগী লো-চায় য্যাহুন জামাই।
জামাই পামু কহানে
জামাই চিনে সেয়ানে
সেয়ান মাগীর যুদি অইতো
তয় কী য়্যাদ্দিন[২১১] ঘরে থাইকতো।
থাইকতো ঘুঘু পোকাকিড়া
বড়ো ঘরের লোখখিড়া
লোখখির বাসা যার ঘরে
ব্যাক্কে আইসা তার কাজেই মরে
মোরচে না লো গেন্দি
তে নাগাইয়া মেন্দি।

১৪৮

ঘর ক্যান আন্দার লো
বাতিতি নিবাইলো কুন বান্দোর লো
বান্দরের মুখে ছাই
ঘরের মানুষ আইজ ঘরে নাই।
ঘরের মানুষ
ঘরে না লো থাহে
মাচার তলে কুইনা ব্যাঙ ডাহে[২১২]।
কুইনা ব্যাঙের কড় কড়ানী[২১৩]
কানে নাগাইচে তালা
চ্যাংড়া নাতীরে বানাইচি
ঘরের শালা।
হেই শালারে বুকে নিয়া
নানী থাকে ঘরে শুইয়া।

১৪৯

ভোলা ভাইর
কোলা ভারী
কোলার মৈদ্যে কি
কোলার মৈদ্যে কাল নাগিনী।
কালে যুদি ছোবল মারে
তারে কে ঠেকাইতে পারে।
ইসকুটি-বিসকুটি বিষ
বিষ জরোন বাইটা দিস
বিষ জরোনের[২১৪] চেরোল-চেরোল[২১৫] পাতা
হুনচি[২১৬] নালো
ভোলা ভাইর ভুই নাতীর কতা।

১৫০

দুঃখের বড়ো মাইর
দুইকার বোউ রাইতে না লো
হোয় ঘরের বাইর।
ঘরের কানচিতে হেনচি গাছ
দেকচি না লো ভূতের নাচ
হেনচি গাছের তলে
কেরাই যেন টাবুড়-টুবুড়[২১৭] করে।
দুইকার বোউ ধুর ধুর করে
হুড়মুড়[২১৮] কৈরা মরে কেডা
ও না লো-পোশশি বাড়ীর ছ্যাড়া
পোশশির দুষমণি[২১৯]
চুপ কইরা থাক কোমুনি।

১৫১

কি লো কি
সেন্দুকের চাবি
নাই লো-নাই
উইয়াইতো চাই,
চাইয়া চিন্তায়ই আইনলাম
রুশাই ঘরে বাইনলাম
রুশাই ঘর নড় বড়-নড় বড় করে
মাজার চাবি
মাঞ্জায় থাকে না ক্যারে।
থাইকতো যদি মাজার পার
তালি কি আর এই কারবার।

১৫২

দেইকা শুইনা কৈচিলাম
কোলে তুইলাই নৈচিলাম
কোলে আমার মাইয়া
কানচি কোণায় কেরালো
মোল্লি আইগবার যাইয়া।
আইগবার ও না গেচিলো
চিৎ অইয়া পোড়ছিলো
পাগাড়ে
হে কেমোন জাগারে
জয়-জোঙ্গলে ভরা
জোংলার মৈদ্যে মাইটা সাপ
কায়দা বুইজা মারে ঠাপ।

১৫৩

বেলাত আলী বুনচে ক্ষ্যাতে পাট
বেলাত আলীর বোউর বড়ো ঠাট
ঠাট খাড়াইচে কাঠের ঘোড়া
বেলাত আলীর গোয়া মরা
ক্যানে, বেলাত ভাই
দুইপারের কালে খাইলা ক্ষুদের জাই।
হ্যাও জাই খাইলা
য্যাহানে[২২০] যে ফুটি পাইলা
আর মাইনষে যাইবো কি
ভাবী না যে, বড় লোকের ঝি।

১৫৪

খাসের হাটে
বাঁশের বাসা
বাঁশের মাথায় কুনচি
কাইল আইসপো বিয়ার বৈরাতী
লোকের মুহে[২২১] শুনচি।
বিয়া বাড়ীর বাজনা বাজে
সাত গেরাম ছাড়াইয়া
ঘরে না লো রাকচি[২২২] তয়
পিটা বানাইয়া।
আইসপো জামাই খাইবো কি
ডাইল চাইলের খিঁচুড়ি
জামাই ছোট লোক
তার পাতে না দিমু লো
চিতাই পিটার গোট।

১৫৫

সাজনা গাছের বাজনা লো
কেরাই দিবো খাজনা লো
খাজনার বড়ো ঠ্যালা
আইসত্যাচে জোমিদারের প্যায়দা
জোমিদারের প্যায়দা নারে
জোমিদারের ডাহাইত
কুনসুমা যিনি ধরেলো
যমের ধরা ডাই
জোমিদারের জোমি বুনচিলাম
খাজনা ট্যাকসো দিয়া
সে জোমি কেরাই দিলো লো
নিলাম কোরিয়া।

১৫৬

জয়েদ আলী
কয়েদ খাটে
কাঁটাল চুরি কইর‍্যা
স্যাও কাঁটালের আটা না লো-দ্যাহি
গোয়ার কাপোড়ে রৈচে ভইরা।
গোয়ার কাপোড়
থাপোড় মারে
উইলটা-পাইলটা উইটা
জয়েদ আলী ক্যালা খায়
কয়েদ খানা থ্যা[১২৩] আইসা।

১৫৭

মাগী দোয়ায়
ছাগী না লো
ছাগীর বানে নাই দুধ
মাগীরে কৈয়া বড়ো জুত।
মাগীর যে মর্দাডা
জর্দা দিয়া খায় পান
স্যাও পানের বাসনা যায়
সাত গেরাম দিয়া
সাত গেরামের মোড়ল মর্দা
ঘরের মোড়লী নাই
হুইনা[১২৪] ঘরে তার
হুইবার[১২৫] মানুষ নাই।

১৫৮

তোতার বোউর
মোতা আইচে
তাইত্যে না লো যায় বাইরে
তোতার বোউর
ওতা দেইকা
প্যাঁচা না লো খ্যাচ-খ্যাচায়
মরে কেরা তোতার বোউর মাচায়
পিট্টি ফালা শালারে।

১৫৯

রাইত কালে
রোইজুদ্দিন
জাইত না লো মারে
জাইরা ভুতে ধোরছে না লো তারে।
জাইরা ভুতের
বাইড়া[২২৬] কাম করে
রোহিজুদ্দিনর বোউর দুন্নাম
কতোবান সওয়া যায়
জাইরা মাগীরে ঘরে রাহা দায়[২২৭]
ঘরে নাই ব্যাড়া
কী কৈরবো আর বেচারা।

১৬০

আলিমুদ্দিন
আলু সিদ্ধ খায়
পোলা পানে আড়ে-টারে চায়

স্যাঁও আল্, না, আঁইল্যা
কে কতো পাইল্যা
প্যাইল্লাম নারে
প্ৰুটি জাইলানী
ছোটি ঘরে কাইলকা-কামানী।

১৬১

পান খাইয়া না লো
জান বাঁচাই
হে পান নাই ঘরে
হে কুন দুরমুশী
পান খাইয়া মরে।
পানের পাতা সরল
তয় লাইগলো কিসের গরোল[২৩০]
পানের কি কোই
পাহা ধানে দিলাম কার মই।
মোই দিচিলাম মৈইদ্যে হানে
কোনা কানি বাদে
হে পান না খাইচিলাম
খাদে আর বাদে[২৩১]।

১৬২

আলিমুদ্দির
বোলির-পাঁটা
বৈলকা-[২৩২] বৈলকা উঠে
আলিমুদ্দির বড়ো বউ
ট্যাংড়া মাছ-ই কুটে।

ট্যাংড়া মাছের তিনকাটা
পাটায় নাগায় বিষম ল্যাঠা
আলিমদ্দিদর জামাই
শহোরে থাইক্যা করে না লো
তিন পয়সা কামাই।
তিন পয়সার দিন
যায় এ্যাকদিন ভালো
আসে য়্যাকদিন[২৩৩] মোন্দ।

১৬৩

হাচেইনার বদইনে
প্যাচে না লো পোড়চে
প্যাটে বাইন্দা কুলা
অবিয়াইতা মাগীর
মাতার ঘোমটা তোলা
ঘোমটা তুইলা দেকচিলাম
ধারা পাতে পোড়চিলাম
কড়া ক্রান্তি ধদল
হাচেইনার বদইনে কার কাছে
কৈচে[২৩৪] না লো কোবদল।

১৬৪

কওয়ার কতা
ব্যাকেকেই[২৩৫] কেবার[২৩৬] পারে
ন্যাওয়ার কতা কেউই না
নিবার পারে—

খাইবার ব্যালা মাইনষের অভাব নাই
কামের ব্যালায় কোনো শালার নাই
জ্বালা অইলো য়্যাহানে।

১৬৫

কুইদা উটে
কুইদা উটে
কুইদানীর মায়
কুইদানী ক্যানে
ভাত থুইয়া[২৩৮] ক্ষুদের জাই খায়।
হুনচি নালো[২৩৯] কুইদানী
কুলাইবার পারে ঠাপ
কুইদানীর কুইদানী দ্যাখো
কাঁন্দে কুইদানীর বাপ
কুইদানীর বাপে করে কি
সাত গেরামের মোড়লী।

১৬৬

বড়-বোউ লো
বড় ভাজা
ছোটো বোউ লো
তিলা খাজা
মাজার বোউ লো
ব্যাজারী
সাইজা বোউ লো
সাজুনী
সাইজা গুইজা থাকে

জুইয়ান জুইয়ান ছ্যাড়ারা
জাবা জোংগল উইড়ায়।
ক্যালো-তোগারে
কী অইচে
প্যাটের মইদ্যে ক্যাসোর হান্দাইচে[২৪০]

১৬৭

বাইল্যা মাছের চরচরি
আয়লো দেহি রান্দি-বাড়ি
কাইলকানালো আইসপো
বড় দুলা ভাই
হগোল যে খামু-দামু
তারে খাওয়ামু কী ছাই ?
খাইলাম-নৈলাম
ব্যাক্কেই রাইন্দা-বাইড়া
বড়ো দুলা ভাই কী কোরচে লো
তারে রইলাম ভুইলা
ভুলের ব্যাপার ব্যাক্কেই না লো করে
বড়ো দুইলা ভাই থাইপোর[২৪১] থাইয়া
কাইত অয়াই পড়ে
প্যালা দিবো কে
বড়ো বুনা লো বিছানায় পৈড়াচে[২৪২]।

১৬৮

ভাতার থুইয়া
নাং লৈয়া দিলো হাতার
ও না লো, মাগীর শ্যাটার[২৪৩] বড়ো ধার
শ্যাটার যে ন্যাট-প্যাটানী[২৪৪]

দ্যাহোস নারো তোঁরা
স্যাও না লো মাগী দাবড়ায়
হোরিকেলী ঘোড়া
ঘোড়ার পিটে সোয়ারী
পাইল্লে দে মারগুতে বাড়ী
শালী তারিপাত[২৪৫] হৈক। [২৪৬]

১৬৯

অষ্টো গেরামের
মাইনষের নারে
পঞ্চটা পষ্টি কতা
হুইনা লো
ঘুইরায় বধু-র মাতা।
বধুর মাতা ঘুইরায় লো
হেঁবান[২৪৭] কতো দেরী
দুইলা [illegible] মাজায়
উইটচে খেড়ি[২৪৮]।
আনলো তোরা ছ্যাড়িরা
বিষ জড়ানোর গাছ।
বিষ জড়ানোর গাছে নারে
বিষ পিঁপড়ার বাসা
বধু না লো
বাঁয়োল[২৪৯] পাড়ে খাসা।

১৭০

বড়ো গেদী যে
বড়া ভাজে
গাও ছড়ায়া যায় বাসনা

এগাও-ওগাও-কৈবানা লো[২৫০]
কুন গায় যায় কসনা।
যাইবো আর কোন গাঁয়
যে গায় তোর নাঙেরা
গোয়া উইদলা কৈরা
হাইগবার যায় না লো আগে
আমান দুইড়ার[২৫১] ছাও
কে কত খাইবার পারো
বড়া ভাজা খাও।

১৭১

পোড়াবাড়ী পোরজোনা
দ্যাকরে ভাই দিন কানা
দিনেরে কয় রাইত
শালার ব্যাটা ভাইচতা[২৫২] নালো
মাইল্লো গুষ্ঠির জাইত।
জাইতের জোয়াল
কান্ধে[২৫৩] লৈয়া
জাইত বিকাইলাম
পালকি বাইয়া
কী কোরম, আর
হে কতা, কৈয়া।

১৭

দয়রামপুর গেছিলাম
দয়াল ঠাকুররে দেকচিলাম
গলায় পৈতা নৈয়া
কানা চোখে ধ্যান কৈরতাচে
ব্যালা মুহে চাইয়া।

দয়াল ঠাকুরের ঠমোক দেইকা হাসি
ওনালো ঠমোকে গোস্‌সা করে মাসী।
মাসীর মাজায় বিছাহার
চেকোন চেকোন দানা
কি দিয়া কিনম্‌ লো
ডালিম ব্যাদানা।
ডালিমের রস ফোঁটা ফোটা
তেঁতুইলের রস চুইকা
খাম্‌ নালো, তালের আঁটি
মৈদ্যেহানে ফুইকা[২৫৪]।

১৭৩

ব্যাটা না লো হারামজাদা
দাদীরে কয় বুইড়াদাদা
তোমার পাঁছে বড়ো গোন্দো
মনে কী কৈবার চায়
দরজা কপাট বন্দো
দরজা কপাট খুলমু কি দিয়া
মোনের কথা কৈবার দ্যাও মিঞা।
মোনের কথা কৈচিলাম
কোলই ভাজা খাইচিলাম
স্যাও না মটোর কোলই
খাইয়া না যে, শ্যাস কৈল্লো
বতো যাতা শোলই।[২৫৫]

১৭৪

পুটি মারার বিলে নালো
ঘুটি আড়াইয়া

তালাশ করি দ্যাশ গাও
ইল বিল সাতরাইয়া।
পুটি মারার বিলে না লো
খুটি ভাইংগা গ্যাছে
পুঁটি মারার হেদিন আর আছে
নারকেল গাছে ধরে সুপারী
পুঁটি মাছের ভাল তরকারী
তরকারী খায়া কেতু-খা
কয়-ধুর, আর খামু না।

১৭৫

সোয়াগ পুইরা সোয়াগী
গাই দোয়া না, দোয়ায় ছাগী
ছাগী না লো ছেমড়ি
বাড়ী দ্যা কাটামু টুংড়ি[২৫৬]
টুংড়ির উইপারে টাক
সোয়াগ পুইড়া মাগীগারে
শ্যাটা[২৫৭] ফুলাইনা রাগ।

১৭৬

মৈদ্যে পাড়ার
মৈদ্যে না-যে
ময়মোনা-গোরে বাড়ী
ও পাড়া যামু না লো
শয়তানের আড়ি
পাতার শয়তান, ডাইগার শয়তান
শয়তান গোড়া গাছের

তার থিকাও[২৫৮] না বড়ো শয়তান
ময়মোনার বাপে।
ব্যাটা তার বোউরে-না
কি বা কৈরাই মারে।

১৭৭

বোরই পাতা
কোরই পাতা
চোরই পাতার দ্যাহা
কি কমুলো আর
কোমিনা মাগীর কতা।
বোরই গাছে
কোরই গাছ
চোরই গাছের ফুল
অবিয়াত্তা[২৫৯] মাগীর প্যাটে না লো
হবার[২৬০] ধৈরছে ফুল।

১৭৮

জাইতা-জাইতা
বোঝাই না লো করাছ
ও না লো
য়্যাহনু বাইর কোরমু ক্যামন কৈরা
থালুজান যে কৈয়া গ্যাছে
খয়রাতী খার ধৈরা।
খয়রাতী খার
দশ ব্যাটা
পরবাসে না-লো থাহে

মাসের মাস ট্যাহা পাঠায়
খয়রাতির খার নামে।
দশ ব্যাটার দশ বোউ
থাকে দশ ঘরে
স্যাও না লো ঘরের পাছে
কি জানি খচোর-মচোর[২৬১] করে।

১৭৯

জাতের বোউ
ব্যাজাইতা[২৬২] অইচে
হলার বাড়ী খাইয়া
দ্যাহোস[২৬৩] না লো হে বোউরে তোরা
কানচি[২৬৪] কোনায় যায়া
কানচি কোনায় থাহে না লো
কানচি মোল্লার ভূত
ভূত না লো
জাইরা চোদা[২৬৫] পূত
পূতের বড়ো ঠ্যালা
ভাঙ্গা ঘর পৈড়্যা গেলি
হ্যাসে-না, নাগায় প্যাখা[২৬৬]।

১৮০

হুইন্যাও যেনি হুনি না
বুইঝাও যেনি বুঝি না
কালো বুইদার মাও
গোসসা কইরা হন্দাকালে[২৬৭]
কূন পাইলে যাও।
বুইদার বাপে বুদ্ধিমান

বুদ্ধি বেইচা খায়
বুইদার মায়-ক্ষুদের জাই খায়।
ক্ষুদের জাই খামু না
পরের বাড়ী যামু না
পর আমার কি
বুইদার মায় বড়ো ঘরের ঝি।

১৮১

দুই গানীর
দুই শালী
দুই শালারে নৈয়া
শৈলজানা গ্যালো-না লো
মৈদ্যে শিমুইলা দিয়া
মৈদ্যে শিমুইলার মামুদ আলী
শিমুল গাছের তলে
মোমবাতি জ্বালাইয়া না লো
কেতাব কোরান পড়ে।

১৮২

রাইত কালে
রহমত আলী
রান্দা ঘরে বৈসা
কি কামওনা করে লো
বোউরে কোলে নৈয়া
বোউর কোলে গ্যাদা ছাওয়াল
ঘ্যাতুর ঘুতুর[২৬৮] করে
ভাঙ্গা পাইললার কান্দা গলায়

বিলাই কাঁইন্দা মরে
ক্যারে বিলাই
কী অইচে
ইন্দুর ধৈরবার গ্যাছে।

১৮৩

ওসকা গাছের খোঁসকা রে
ছেঁড়া ত্যানার বোঁচকারে[২৬৯]
বোঁচকা টানে বৈরাগী
ও না লো বোঁচকার মৈদ্দে
চাবি-ছুরানী।
চাবি-না, চাইছিলাম
ভাবীর মাতা খাইছিলাম
ভাবী আমার সোয়াগী
আশি পয়সায় না-ব্যাচেলো
আশি টাহার[২৭০] ছাগী
ভাবীর আমার ট্যাহার ঠ্যাকা নাই
হুইদা ভাত মোরিচ দিয়া খাই

১৮৪

দুর্গা-চরণ
মানুষ বড়ো
দুর্গা দেবীর ভাই
কালু সাধু কৈয়া গ্যাছে
আর হে কাম নাই
কালে না যে খাইচে কালা গাই।
কালা গাইয়ের দুধের-সর

খানা খানা না লো
যে যতো পারোস তোরা
প্যাট ভইরা খা-লো।

১৮৫

ইজুলী--বিজুলী
বাজে কতা কস খালি,
ইটু বৈসা থাইকপার দে
গাও পাও ঘাইমা গ্যাছে
ইটু বাতাস কৈর‍্যা দে
বাতাস অইলো গরোম
কৈবারও পারি না
নাকে বাজে শরোম।

১৮৬

বাইলা জুড়ীর
বাইলা মাছ
পাইতলায়[২৭১] ভৈরা থাকে
চামুচ দিয়া না চাইচলো ত্যাও[২৭২]
সহোজে না উটে।
বাইলা মাছের ভুজুড়ি[২৭৩]
খাইতে বড়ো স্বাদ
চাইকা চুইকা দেইকলাম না
গবোর-না-নাদ[২৭৪]।

১৮৭

খৈলশা মাছের চরচোরি
রাইন্দা থ্ইচে বড়ো ভাবী
বড়ো ভাবী না লো
বড়ো রান্দ্নী।
দোনার মৈদ্যে
পোনা মাছ
ভাই নাগাইচে
খাইজোর গাছ
খাইজারের ঝোঁকা
পারম্ না লো, হাতে নৈয়া কুটা[২৭৫]।

১৮৮

তুইতা মাগী
মুইতা থুইচে
পাঁচ খান খ্যাতা ভৈরা
সে খ্যাতা ধুমু কেমন কৈরা।
তুইতা মাগীর
মোরগের ছাঁও
কুক-কুরে, কুক ডাকে—
তুইতা মাগীর খবোর কেবা রাখে
খবোর আলী খবোরদার
আর যাইও না গাঙের পার।

১৮৯

বরকোত আলী ব্যাহায়া
ভাত খায় ছ্যাপ ফালাইয়া
নুন খায় চাইকা

নোগের আগায় রাইখ্যা
নোগ-না-নুকতা
বরকোত আলীর কোনো কামে নাই
যুকতা।
যুকতা ছাড়া কাম কৈর্যা
হে ব্যাটায় মরে গাইল হুইনা।

১৯০

টপ-কৈরা খাও পোনা
শুকাইয়া গ্যালো কোনা
কোন বাড়ীর বট গাছ
তার যে বড়ো ডাল
সোনার বাপের কেরা
থাপোড় দিয়া ফুলাইচে
গাল।
গাল ফুলছে না
ফুলচে হিয়া
সোনারে কোরাম্
সক্কালে বিয়া।

১৯১

জাকের মোল্লার
পাটের জাগ
কতো না লো
ঢং এঁর—
জাকের মোল্লার
পাটের আঁটি

কতো না লো
রং-এর
রঙ নাগাইয়া চোখে-মুখে
জাকের মোল্লাই কয়
পাটের জাগে পাবি না
স্যাও পাট না জাগ
আসে লো।

১৯২

ধুম-ধুম
পোড়চে ধুম
কাইড়া নিল
চোখের ঘুম
চোখের ঘুম অল্প
আনোরা বুর গপ্প।
ধুম পোড়চে ভান্দোরে
কেরাই য়্যাতো[২৭৬] পাদোরে
পাদের যে বয়
নাক ধৈইরা তোর
ওই মুহে[২৭৭] ঘুইরা বয়।

১৯৩

কি কন মিঞারা
গ্যাদা ম্যায়ার বিয়াডা
মিয়ারাও বুঝমান
ম্যায়া আমার নোগের সমান
নোগ-না নোয়া

মারে শালাগেরে গোয়া
গোয়ার মইদ্যে কাইশা ছোপ
হাইসা ওঠে ছেড়ী
ও ম্যায়া না, বিয়া দিমু
আর কয় বছর পরে।

১৯৪

দোড়ি কাইটা
বাইনলাম আইটা
কি বায় অইলো ঢিল
ও মাগীর চাপার মৈদ্যে
মারচে কেরাই খিল
খিল-খিল শক্তো
খিল খসাইবার যাইয়া না লো
চোখ-দ্যা বাইড়ায় রক্তো
রক্তো পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
দুই সীমানার মৈদ্যে গাইড়লাম[১৭৮]
কদম গাছের খোঁটা
দেহি কয়দিন থাকে।

১৯৫

শিমুল গাছে
শিমুল ফুল
ছোটো ভাবীর কানের দুল
ভাবী তোমারে ভালা দ্যাহা[১৭৯] যায়
তোমার লাইগ্যা উইটলাম[১৮০] ভাঙ্গা নায়

ভাঙ্গা নার হৈয়ারে[২৮১]
কি কোরম্ আর কৈয়ারে
বিষ্টি না অইতেই
ঝর ঝরাইয়া পানি পড়ে।

১৯৬

খালি আতে বাড়ী আইলি
যাওয়া নাইগবো ফিরা
দুলা ভাইরে দিলাম না লো
বন্ধুর মাথার কিরা
বন্ধু-আমার জোন[২৮২]
কেমন কৈরা ভুইলাইয়া রাখে
পরের ব্যাটার মোন।

১৯৭

সাদা মুহে
দাদা কয়
কহানে[২৮৩] গেলি বুড়ী
গোয়া দিয়া দোম বাড়াইয়া যায়
তুই ধোরলি না য়্যাবুওরি[২৮৪]
দাদা তুমি
দাদীরে চিনলা না
দেইক্কা শুইনা
কালা গাইয়ে দুধফুটি
ওলান বাইয়াই পড়ে
কেমনে কইরা তা
কোম্ না তোমারে

১৯৮

পান্তা ভাতের পানি খাইয়া
নানী আমার কান্দে
আইলানা[২৮৫] চুল
সিঁথি কইরা বাঁন্দে।
বাঁন্দে নালো কৈতুরী
কতায় কতায় জব-কোরি
জবের ওনা কী কোই
আইল্য মুহে ভাজলো
ঢ্যাপের খই
ঝুরা-ঝুরা
ঝুর ঝুরাইয়া পড়ে
গলায় না লো ভাত ঠেইকা
বুইড়া নানী মরে।

১৯৯

চাচী আমার হাঁচি পান বানায়
হে পান চাচা না লো খায়
চাচার মুহে আইষ্টা
কেঐর কাছে কৈসনা
চাচী আমার চাচারে
দেইক পার পারে না।
চাচা তুমি
থাইকো হুশিয়ার
পাইলে চাচী গুষ্টি মাইরবো তোমার
গুষ্টির যে কুষ্টি-নামা
লেইখা থুইচে ছোট মামা।

২০০

সোবরি ক্যালা দুধভাত
খাইয়া দাইয়া মাইল্লো জাত
ময়মোনার মায়
জুইয়ান ভাৰ্তার থাইকতে নালো
নাঙ্গের[২৮৬] হাতে বাড়াইয়া যায়
স্যাও নাং
আদু মিঞা
ময়মোনার মায়রে নিয়া গ্যালো
আঁদা পাড়া দিয়া।
আঁদা-আদি খাইস না
ও বাঁড়ী আর যাইস না।

২০১

যারে ব্যাটা কালাচান
জুইয়ান মাগীক ধৈরা আন
যে মাগীর চুটি[২৮৭] নাই
খুঁটি নাই কী, বুনি নাই
সেই মাগী পোরচিমা
আনেগ গা ধৈরা।
ধৈরা যদি আনিস
তয় দিমু,
য়্যাক শো য়্যাক ট্যাহা
ট্যাহা নাই হাতে
পারে কেরা,
হে মাগীগারে সাথে।

২০২

দ্যাখলো-দ্যাখ
রৈমুইচা
তোর বোনাই ভাত খায়
তোর বুইনের গোয়ায় হাত পুইছা[২৮৮]
আতে অইচে পাইনা ঘাও
পানি থুইয়া ডাঙ্গায় চাও
ডাঙ্গায় বুনচি ডাটা
আমসত্ব-খাটা

২০৩

আম খাইলাম আলি-আলি
জাম খাইলাম জালি-জালি
জোলিমোন যে কয়
ও ভাতারের ঘর কোরমু-না,
ও ভাতারের ঘর না লো ভাঙ্গা চুইড়া
যাওয়া-আসা-না করা লাগে
নাকে হেচুর[২৮৯] পাইড়া
নাকের উপরে নোম ফোঁটি
ছোট বড়ো, নানান গোঁটি।

২০৪

কি কোরবি
কর-তাড়াতাড়ি
ছেইড়া গুতে দিলাম বাড়ি
গু-না লো উটে ছিটা
কোন শালায়, হাগচে[২৯০] য়ান

সে শালারে পিটা।
পিটাম্ কি দিয়া
ব্যাঁহা নাঠির
গোড়ানী দিয়া।

২০৫

আঁইকুট
বাঁইকুট
কুট কুইটানী[১১] খ্যাড়ের
খোলিল মোল্লার
চৌদ্দ ছটাইকা সারের
নাইকুট
ছাইকুট
কুট কুইটানী-কোচুর
কোরিমোনের
গলা হর্কাইনা ভাসুর।

২০৬

নাইয়ারে-নাইয়া
নাওহান বাইয়া
কুনঘাটে নাগাবি যাইয়া
নাও নাগাবি নয়ার হাট
নাও ভরা গজারী কাঠ
স্যাও না দ্যাশে বড়ো
সোতীন মাগীগোরে ঠাঁট
ঠাঁট দেইকা মোরি
স্যাও ঠাঁট স্যাটায় নিয়া

সিরাজগোঞ্জে ঘুরি
সিরাজগঞ্জের সিরাজ মিয়া
স্যাও ঠাঁট কিনে-লো
নগদা নগদ দিয়া।

২০৭

রাজার ব্যাটা শা জাদা
তারে যুদি কৈলা হারামজাদা
তালি পরে খুশী
যুদি কৈলা বাবাজান
তাইলে কোন চ্যাটের[২১২] বাল
চ্যাটের বাল চৈরা[২১৩]
ঘরে থাইক্যা বাইর কৈর্য্যা দিবা
কানের নোতিই ধৈরা।
কানের নোতি কাঁন সাড়া
ধৈল্লেবাে, কামসারা[২১৪]।

২০৮

আহার মাটি[২১৫]
পাঁহায় য়্যাকবার[২১৬]
মোনে কর
মোনে কল্লে অইবো কী
আঁই-আঁই
ছি-ছি
ছি-ছি-ছিলিমপুর
য়্যাহান থাইক্যা[২১৭]
পোড়াবাড়ী কতদুর।

২০৯

দুরু-দুরু করোস-ক্যা
বিলাই-না, কুইত্যা
কুইত্যার, কুদুনা[২৯৮]
বিলাইর নাচুনী
নাচে-না লো ময়মোনা
দুই চোখে লাগাইয়া টোনা
টোনায় রইলো ফাঁক
আন্দার ঘর
পশোর কৈরা
কুইত্যায় দিল ডাক।
কুইত্যার ডাক বুঝি না
বিলাইর ডাক বুঝি না
বুঝি না লো ভ্যাড়াব ভ্যারানী।[২৯৯]

২১০

অরোন মিঞার
বারুণ[৩০০] না লো
দারুণ নড়া নড়ে
অরোন মিঞার বোউ
চিককুর পাইরলে অইবো কী
অরোন মিঞা খাইবো কী
দুইপারকালে মাগী
ভাত রান্দে নাই
মাগীর বড়ো-শান
খুটিতে নাইকা যে পান।

২১১

তয় খালুজান
ভাত খায়া যান
ভাতের মৈদ্যে
আলু সেন্দু তার যে বাখান[৩০১]
আলু সেন্দুর আলু না যে
খালু খালু করে
স্যাওনা লো, আলুর নিগা
খালা নাড়াই করে।
খালুর বাপে
খোরুইল্যা মুনশী
ভাত থুইয়া আলু খায় হুনচি
হুনচি না লো খালুর বাপ
গুইদার[৩০২] নাও বায়।

২১২

আলী ভাইর
গপ্পো খালি
গপ্পোই না করে
ওনা লো গপ্পোতে
উই না[৩০৩] প্যাট ভরে
উইনা প্যাট
গুইনা ভাত
তাতে কি দিন যায়
জোড়া তালির গামছা না লো
আলী ভাইর গোয়ায়
আলী ভাইর গোয়া নারে
হুইকা মাছের নাগান
তার মৈদ্যে আবার য়্যাতো প্যাগাশ[৩০৪]

২১৩

জগোদদালে[৩০৫] থাকে না লো
জয়গোনের জামাই
মাসে করে তিন পয়সা কামাই
তিন পয়সার কামাই দিয়া
সোংসার করে তিন মাগী নিয়া
মাগীরা য়্যাকজন ছাগোল
মাগীরা য়্যাকজন পাগোল
আর য়্যাকজন মাতা-খারাপ
জয়গোনের দিয়া না লো
য়্যাক গোন্ডা।

২১৪

কার মা
কার মা
কোরিস না
কৈরবার য্যায়া
মোরিস না
মৈল্লে বাদে পারমু না, আর
তোরে খাওয়াইবার।
খাওয়াম্-কী
ছাতু
আ-তু ধর্ ধর্।

২১৫

গোলাপ চাচা
দিলো কাছা

দেইকা লাগে ভয়
চাচী তুমি কাইন্দো না
আসমানে ম্যাঘ নাই
গোপাল চাচা
দিলো কাছা
দেইকা সন্দো হয়
চাচী তুমি ভাত বাড়ো
চাচার নাগচে ক্ষিদা।

২১৬

ভাই করে
আঁই কাঁই
ভাবী কয়
উইয়াই চাই
অইলো তালিকী
বুঝিলো, ভাবী চালাকী।
ভাবী তুমি আইসো না
কতায় কতায় উইটো না
ঘাইমা
তোমার লাইগা আনমুনি
মাইটা কুয়ার পানি

২১৭

গ্যাদার মায়
খ্যাতা সিলায়
ফোঁড় উঠে না
গ্যাদার মার হাতে নাকি

জোকতা[৩০৭] না লো নাই
গ্যাদার মায়
ভাত খায়
চপ-চপ কৈরা
পাড়া পড়শীরা আইসা না লো
তামসা দ্যাখে চাইয়া
তামসা দ্যাখে আন্ডা
গ্যাদার মার-কান্দা।

২১৮

ভজার বৌও
বড়া ভাজে
তিলে ত্যাল দিয়া
স্যাও বড়ার গোন্দ যায়
উইজান পাড়া দিয়া
উইজান পাড়ার উইজানী তার
জিবলা বাইয়া পড়ে পানি।

২১৯

ওতা[৩০৮] গাছের মোতানা রে
জিকা গাছের কস
ষোলো বছরাই মাগী অইলো
বুইড়া মর্দার বিশ
বশের বাড়ী বরিশাল
খুইটা খাও ভ্যাড়ার বাল।

২২০

নাই নামের খোড়ারে
পাছায় তার ট্যারারে
ট্যারার মৈদ্যে নাতা[৩০৯]
স্যাও ঘোড়ার জাতা[৩১০]।
জাতা খাইয়া
আতা ভাই
কৈরতাচে হাই-পাই।

২২১

নাগুর পুরের নোটিরা
চোক নাটাইয়া[৩১১] চায়
ওনালো, চোখ দেইকা
গোস্বায় পরান যায়
নাগুর পুরের লোটি মাগী
ম্যায়া দিয়া চকে
রাহে[৩১২] ছাগী।

২২২

ঠাপ-ঠাপ-ঠাপানী
উটছে নালো হাঁপানী
হাপানীর হাপে-রে
কান্দে ময়নার বাপেরে
ময়নার যে মায়
ঘুমটা দিয়া পাছ দুইয়ারে যায়।

২২৩

আন্দী বাড়ীর আয়নাল হক
ফান দিয়া মারে বক
ফানের নাই সুইতা
চিৎ কৈরা ফালাইয়া মারে
কানা-বগে গুইতা
গুইতা খায়া আয়নাল হক
করে খালি বক বক।

২২৪

মামু তুমি
হুইনা যাও
বাইস্যা মাসে
ভাইসলে নাও
নাইওর নিবার আইসো
মা, যাইবো
আমিও যামু
না, কী কও ?
মামু তোমার
মাতার কীড়া
মামানীরে সাথে কইরা আইসো
বাইস্যা আইসলে কিরা।

২২৫

জোত পাড়ার
জোলারা
জো-পাইলে ছাড়ে না

ঘ্যাগা মনুনশীর
ঠ্যাক্কা কাম
বাও হাতে ল্যাখে নাম
নামের ব্যাখ্যা আছে
কামের কতা কৈলে বাদে
নুরাইয়া[৩১৩] উঠে গাছে
ওরে শালার জোলা রে
তোগারে জন্ম দিচে
কোন মাগীর পোলারে।

২২৬

কল্লার নাগাল দলাডা
জয়গোন বনুর পোলাডা
উটচে মনুইচা[৩১৪] দাঁতি
পানি দিয়া মাহাইয়া[৩১৫] খায়
খিচুড়ি আর ভাত।
খিচুড়ি ভাত চাইলা
হে পোলারে তোমরা কী পাইলা
ন্যাক্রেই[৩১৬] ধরো-কাঁছা-টাইনা

২২৭

হেনচি-ক্ষ্যাতে
বুনচিলাম হনুলা
ঘর বান্দোম কৈরা
কি কৈল্লো লো
মাগীর ছাওয়াল
হে হনুলা ফালাইল তুইল্যা।
হনুলা নারে তুলচিলো

ক্যাত কত্যাইয়া[৩১৭] গিলচিলো
আমান জেলাপী
গয়টার গাঙ্গে কেরা
ফালাইল গেরাপী[৩১৮] নোঙ্গর।

২২৮

বিশার বউ
ফাল দিয়া উঠে
খুইলা যায় কাপোড়
বিশা-না
ফুংচকি[৩১৯] দিয়া দ্যাখে।
ফুংচকি দিয়া দেইকলো কি
পাককা দুইডা ডালিম।

২২৯

জবেইদার বুইনে
রাহাল ভাতারি
চকে যাইয়া রাখে গরু
বুকের নোনা ফল দুইডা
না লো কাঁপে দূর দূর
বুকের কাপোড়
প্যাচাইয়া ধৈরা রাখে
জোঙ্গলে থিকা কেরাই চায়া দ্যাহে
দ্যাহে নারে দবিরের ব্যাটা
চোক নাকি তার
নাই ম্যাকটা।

২৩০

মাগীর প্যাটে
কাসোর[৩২১] হান্দাইচে
ও নালো, কাসোর
উইজাল পাইর তাচে[৩২২]
দ্যাখ লো তোরা আসিয়া
ছাইনচা তলায় বসিয়া
স্যাওনা মাগীর ঠাঁট
লাইত্যায়া ভাঙ্গে চৌকির কাঠ
চৌকির তলে মাহোসসা[৩২৩]
ভাল কৈরা দ্যাহোসনা

২৩১

ইলা-মারি
চিলা-মারি
চিলার বড় তাও[৩২৪]
য়্যাক নোকমা ভাত খাইয়া
চক বৈলা[৩২৫] যাও
চকে মৈদ্যে দুইবেলা খাস
আতাইয়া তোলো বারোমাস।

২৩২

গাবতলা
গাবের হাড়ি
গাব নিয়া যাম, ফুলছুড়ি
ফুলছুড়ি কতোদূর

চোখ মেইলে যায় যতদূর।
গাবতলা
গাবের হাড়ি
গাব নিয়া যামু মামুগোরে বাড়ী
মামুগোরে বাড়ী পদ্যা পার
গাবের গোটা যোগাড় কর
গাব-গোঁটা
কয় কাটা
কাঁচা না পাহা।[৩২৬]

২৩৩

বাড়ীর কাছে
ধর্ম্মো তলা
কি করি ফয়সালা
কী কোরি ক চট্ট কইর‍্যা
নয় দিমু মাতা ভৈরা
ছেইড়া গুর হাড়ি ভাইঙ্গা
ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া নাইগবো না
ধর্ম্মোতলা বেশী যাইও না
ধর্ম্মোতলার কুকর্ম
ধর্ম্মো হ্যাহানে[৩২৭] নাই আর
ছোন ক্ষ্যাতে[৩২৮] পলাইচে।

২৩৪

গরোমে-না
ঘাইমা মইলাম রে
কলার পাতায়

পাংকা বানাইয়া দে।
কলা পাতায়
বড়ো কতা
খল-খলাইয়া হাসে
ও না লো, ফালগ্‌নুইনা বাতাসে।
কলার পাতা
নড়ো-বড়ো
কোরিম তুমি কি কর
কলাগাছ তুইলা
তয় যায়া খোড়াম্‌ কহানে
ছ্যাঁহ পাম্‌ বৈলা।

২৩৫

হাড়ে-জাঙ্গাল[৩২৯]
দিম্‌ কৈরা
হাড়ে দিলাম বাতি
কুইনা ব্যাঙে হ্‌নুইনা দিলো নাতি
নাতি খায়া
আতি দেহি
কালা-না-ধলা
ইটা ক্ষ্যাতে পৈল্লাম যায়া
ম্‌নুখ ঠাসা[৩৩০] দিয়া
ম্‌নুখের পার[৩৩১] তুর্‌নুখ-কর্তা
যে পারো-যতো
কে কও।

২৩৬

পিটা ভাজে
পরী-বু
পিটার ছিরি নাই
হে পিটা না
খাইবো, দুলা ভাই।
দুলা ভাইর
দুইখান কতা
দাঁতের গোড়া বেদনা
তোরা ক্যানে
সে কতা কস না
তাড়াতাড়ি কৈরা
বাইড়া দে না অয়
আমরাই খাই।

২৩৭

আহ্লাদীর মার
ঘরে না লো
মরার, মানুষ যায়া মরে
আহ্লাদির মায়
বায়েল[৩৩২] পাড়ে যে।
বায়েল পাড়ে
চুল আইলাইয়া
ও চুলে বাড়ী[৩৩৩] হলায়
গু-মাহাইয়া[৩৩৪]
দেখিসনে ভূত ছাইড়া যাইবোনে।

২৩৮

মা-লো মা
তোরে না কৈচিলাম
হলা হাচুন বানচিলাম
হে শালার হলা নিলো চোরে
কুক্কুরে কুক
মোরগ ডাক পারে।
হ্যাও[৩৩৫] মোরগ ডাকচিলো
ছোট গেদীও কানচিলো[৩৩৬]
দুধ মুহে দিয়া
কোন চোরেই গ্যালো লো
হলা খান নিয়া।
চোরের বাপের বিয়া
দিমু না লো পুলিশে ধরাইয়া।

২৩৯

আহারে রে
কি বাহারে
কালা মুরগী আণ্ডা পাড়ে।
কালা মুরগীর
কালা ঠ্যাং
তুইলা নাচায় ক্যানে
বিষ না, বাতে ধোরচে
মোরগ ডাক দেয়
মোরগ শোরোগ
আমলা
মোরগে দেয় কামলা[৩৩৭]
দ্যাশে আইলো
দেশী রোগ
চ্যাংড়া প্যাংড়া [৩৩৮] হামলা[৩৩৯]।

১৪০

পাচোন নড়ে
নাচোন বাড়ে
নয়ান শ্যাকের হাতে
যশ আছে না
কষ আছে
বুঝি কিসে তাতে।
খোঁচান বাড়ে
দোচাং বাড়ে
ঝারৈ বাড়ে গাছ
হে না লো ঝাড়ের মইদ্যে
বড়ো উঁষি[৩৪০] গাছ
উঁষি গাছের কুশি না লো
ফালাইচি ছিঁড়া
নয়ান শ্যাকের
বাইড়লো মাতার কিড়া।

২৪১

আইলা কেশী
বাইলা কেশী
জয়গোনের দাঁতে মেশী
দাঁত-দাঁত
মাড়িয়া দাঁত
চাবাইয়া খাও চাইলা ভাত
চাইলা ভাতের চাইল না
খাইছিলাম কি কাইল না
মোনে নাই।

২৪২

ভুইতা গায়ের মাগীরা
ছুইতা পাইলো নাদিরা
নাদিরার নাঙ্গে
নাদিরারে নৈয়া না যে
হাতার[৩৪১] দিল গাঙ্গে।
গাঙ্গের পানি ঘোলা
তাই দিয়া না রান্দে-বাড়ে
ভুইতা গেরামের জোলা।

২৪৩

আইবুড়ি
থুরিবুড়ি
গাই কাইটলাম
য়্যাক কুড়ি
ডাল কাইটলাম ঘোনো
তয় তোমরা হোনো
হুনাইর মায় হুনে
মোটা আর চিকনে।

২৪৪

আছিয়া খায়
কাটা বাছিয়া
ভাত।
আছিয়া না লো
মারচে গুষ্টিরে জাত্
গুষ্টিরও কোষ্টি
হবায়[৩৪১] মাস জ্যৈষ্টি

জাইতা মাগীর
জাইতের দোষ
টাইনা ধরে বুইড়া ভাতারের
অণ্ডোকোষ।
বুইড়া ভাতার
বড়া খায়
জাইতা মাগী আত[৩৪৩] বাড়ায়।

২৪৬

চর পাড়ার চ্যাংড়া
রাইত পোহাইলে হয় ন্যাংড়া
দিন বাদে হয় মানুষ
কারোণ ডা জানোস ?
জাইনা শুইনা জয়গোন
সেই না লো চ্যাংড়া গোড়ে
দিয়া বৈসলো মোন
মোন দিয়া মোন ক্যালা খায়
চ্যাট কুইটাইয়া[৩৪৪] শোশ্বর বাড়ী যায়।

২৪৭

চর কৈজুরীর চোড়কি
চোরে নিছে তোর কি
তোর শ্যাটার নাম
নিকাইলে য়্যাক পয়সার দাম
য়্যাক পয়সার ঘ্যাগা বাগুন

তার মৈদ্যে তুষের আগুন
তুষের আগুন জুলে ধিকি ধিকি
মিছা না ঠিক ঠিকই।

২৪৮

জুলু ব্যাপারীর
জুলমুতে
বোউগুইনা তার
খাড়াইয়া মুতে
বাড়াইয়া যুদি কোই
তয় জেনি[৩৪৫] শালার
গাঙ দিয়া যায় মোই।

২৪৯

আছি আছি
ভালই আছি
আছিয়া গ্যাছে
গাবগাছি
গাবগাছির গাবগাছ তলা
বসে না লো
ব্যাঙের পাঠশালা
ব্যাঙে করে ঘ্যাঙোর ঘ্যাং
আছিয়া না লো
পিছলা পৈড়া ভাঙ্গে ঠ্যাং।

২৫০

তোতা ভাই
বাড়ী নাই
বাড়ী না যে খালি
তোরা সে বাড়ীতে
কি পাইলি ?
তোতা ভাইর
খ্যাতা, নিলো চোরে
ব্যাবাক দোষ পৈড়াবো যাইয়া
য়্যাহুন তোগারই[৩৪৬] ঘাড়ে।

২৫১

সাজু গ্যাদা
ফ্যাদা[৩৪৭] পাড়ে
মুখে উঠে ছ্যাপ[৩৪৮]
বুইদার বৌউ হুইকনা চকে
য়্যাকলা কুইড়ায় চ্যাঁপ
চ্যাঁপের মোয়া আঁটা আঁটা
চ্যাঁপ কুইড়ালো কয় কানা
সাজু গ্যাদার পুটকি
চ্যাঁপ অইলো শুটকি।

২৫২

ছদোরুদ্দি
আইজ অবদি
ভুইলা না খায় ভাত
ছদোরুদ্দি কোন ঘরের জাত।

ছদোরুদ্দির চাছা-ছোলা[349] কতা
গোয়ায় তার ছেড়া ত্যানার[350] নাতা।
তয় ব্যপার কি
বুঝো না ক্যান
ওড়া অইলো ইয়ার কি।

২৫৩

জুইড়ান মোল্লার
জোমা-জোমি
কোমতি অইলো কিসে
জুইড়ান মোল্লার
বয়েস য়্যাকশো বিশে
য়্যাতো বয়েসে বিয়া কৈরা
কান্দে মাইয়ার গলা ধৈরা।

২৫৪

নালে খাঁর
খালে না লো
ঝাপপুরি খ্যালাইবার যায়া
মোরছিলো গ্যাদার বাপ
চোখ ফটকাইয়া।
চোখের পানি ফোটা-ফোটা
ঔইড়া অইছিলো তার
কালের খোঁটা[351]।

২৫৫

নুইরার বৌউ
ঘর-হুইড়া
মৈদ্যে অয়[৩৫২] বাদ
নুইরার গোয়া পাদে না লো
ডাববুর ডুববুর পাদ
হে পাদের যে বয়
বৌউ তার আতোর বৈলা[৩৫৩] কয়।

২৫৬

হাদে কী কয়
মুন্সীর বৌউ
পাদে ল্যাজ তুইল্যা
মুন্সীর বৌউ পাড়া ব্যাড়ায়
ঘর-বাড়ী তুইলা
মুন্সী খায় বাড়ী বাড়ী বিয়া
মুন্সীর বৌউ চাটাম করে
ঠোঁটে আলতা লাগাইয়া।

২৫৭

অলদি বরন কন্যারে
রুপের সাগরে বন্যারে
কইন্যায় ডুবলো নাও
বোছির ভাইর কি অইলো
তোমরা দ্যাখা যাও
দেইক পারও না গেছিলাম
গলায় কোলসি বাইন্দা
মোরছিলাম।

২৫৮

আইসপো কৈরা না আইচিলো
আমাবস্যার রাইতে
যাইবার কালে না গেচিলো
ঠিক দুই পারের কালে
মর্দা মৈল্লোও না
আমারে ছাইল্লোনা
তয় দোষ দিমু কারে
তুষের আগুন বুকে লইয়া
কান্দি জারে জারে।

২৫৯

হাসুর বোউ
শানু বাজাইচে
শোনা মোল্লা
হাত দ্যাহাইচে
হাত না লো ভুইটা[৩৫৪]
পাও দ্যাহো খুইটা[৩৫৫]।

২৬০

আয়রে ঘুঘু পিতাইলা
তোতে লিয়া যামু চিতাইলা
চিতাইলার চিতোল মাছ
চিক চিক করে
ধোরি নাই-মারি নাই
হে তোর ডরে
চুপচাপ বৈসা থাকি,
দরজা দিয়া ঘরে।

২৬১

য়্যাতার মা-র
খ্যাতা নারে
ত্যানার নাগাল নাগে[৩৫৬]
ও খ্যাতা কী আর গায় দিতাম
জাইনতাম যদ্দি আগে।

২৬২

হারাইলাম বোউ
আরায়া গ্যাছে
কাইল নাকি পোশ্
কহানে যায়া পাম্-নে।
চোখে দিচি টোনা।
টোনার বড় ফাঁসা
হারাইনার বোউ
মাগী না যে
আদতে জাত্তিনাস।

২৬৩

কৈয়া বৈলা কোরম্ কী
পান্তা ভাতে মাখাইচি ঘি
ভাত অইচে আমদুইনা[৩৫৭]
ও ভাত আর খামদুইনা
খায়না ওয়ালা খায়
না খাউনি নয়া বউ
গোস্বা কৈরা বাপের বাড়ী যায়।

২৬৪

ছ্যাড়ার মায়
ছড়রা পায়
খনুটা নুরে[৩৫৮] আটে
দ্যাকলো ছ্যাড়িরা
ক্যামন বাহারের।
ছ্যাড়ার বাপে
টোপলা মাতায়
যায় গঞ্জের হাঠে।

২৬৫

কার কপালে
খাওরে বান্দা
নোছিব গোনো না
য়্যাকটা ভাত
উইনা খাইকলে
বাসোন ছাড়ো না
স্যাও ব্যাসোন ভাঙ্গা
শিয়ালে পাইচে ডাঙ্গা

২৬৬

কলার পাতা কুইলা
তার মৈদ্যে ভাত নৈলি[৩৫৯]
মাগী তুই কী বনুইলা
স্যাও ভাত নৈচিলি
ডাইল দিয়াই মাহাইচিলি

ডাইল হৈচে পাইনা
স্যাও ডাইল না খাইলি লো।
য়্যাক্কাবারে[৩৬০] আইল্লা জাইলা[৩৬১]।

২৬৭

শিমুল তুইলার বালিশ না রে
দাদীর নামে নালিশ না রে
দাদার কাছে কই
শালা দিল ভরা ক্ষ্যাতে মোই
ভরা ক্ষ্যাতের ভরতু কি
তোরা দিবার পারবি কি
দিবার যদি পাল্লি
তয় না হবুনি গিন্নী।

২৬৮

শকুইরার বোউর পিঠা
মৈদ্যে খানে মিঠা।
চাইর মোরা পোড়া
তয় বোনে কৈরা কৈবো
নাকাইলা গোরে ঘোড়া
ঘোড়া খায় ছোলা বুট
চিতাই পিঠার মৈদ্যে ভুক।

২৬৯

কাইল গ্যালো বুধবার
বুইদা বুইদা কৈরা
বুইদায় মার নাচে কিবা কৈরা।
বুইদার মাতায় ধানের ছালা
বুইদা আমার বাপের শালা।
বুইদা আমার মামুরে
কোনে যায়া পামুরে
মামুর পালে দুধ গাই
নিত্যি দোয়াই[৩৬২]
নিত্যি খাই।

২৭০

তাজুর মায়
ত্যাজে কতা কয়
তাজুর বোউর পরানে না সয়।
তাজু গ্যাছে ঘাসের হাটে
তাজুর বোউ মরিচ বাটে
হেলিয়া ঢুলিয়া
কি বাহারের দ্যাহোস না লো
মাতায় ঘোমটা দিয়া
ঘোমটার তলে চেহারা
য়্যাকবার দেইকলে
আরেকবার দেইকবার
মনে লয় না।

২৭১

রাইত কালে তিতির মায়
বানছে ধানের বাড়া
তিতির বাপ হুইনা যাও
ঢেঁকির কাম সারা
ঢেঁকি করে ঢ্যাক্ ঢ্যাক্
দ্যাখলো তোরা দ্যাখ দ্যাখ
তিতির মার কাম
তিতি বাপের ঠ্যাং দা
বানাইচে
ঘোষির মাচার ঘাম।

২৭২

হাছেনের বউর
পাছে নাগছে ভূত
চাইয়া দ্যাহো
খোনকারের পুত
চোখ নাই বৈলা চাইলা না
মোদুর আড়ি পাইলা না।
মোদুর আড়ি ছিকায়
হাছেইনা তারে
নগোদ পয়সায় বিকায়।

২৭৩

টুনী বুজির টোনা লো
গাঙের বড়ো ঘোনা লো
গাঙের কাটালে[৬৬৩] ইলসা মাছ নড়ে

টুনী বু শুইয়া থাকে ঘরে।
আচান আচান[৬৪] কতা লো
কওার নিগাই মোরি
ভাঙ্গা কোলসী পানি দিয়াই ভরি।

২৭৪

বেংতুইল বোনে বোরা সাপ
কুইতা কুইতা মারে ঠাপ[৬৫]
মামী ডাহে মামুরে বাপ
শুইনা যা লো তোরা
শুইনলো না পোকাকি রাজ
ঘোড়া
বেংতুইল বোনে যামু না
কাঁচা বেতুইল খামু না
মামুরে তোর পায় ধোরাচি
মামী আমাগোরে খাইবো না।

২৭৫

সাইজা মিয়ার
সাজুইনা বোউ
বাজু বান্দা হাতে
ছোটো মিয়া কতা কয়
হে করে সাথে
ছোট বোউর, ছোট মোন
মুন-মুনি খায়
য়্যাকটা মুনি চাইলেন না লো

ছ্যাপ ফালাইয়া যায়
স্যাও ছ্যাপ দেইকলাম না
নাম তাও কৈল্যাম না।

২৭৬

দারোগা বাড়ীর ছিন্নি
কেরা অইচে গিন্নী
গিন্নী অইচে গাদ্দুলী
আতে অইচে মাদুলী
মাদুলী না, আংটি
কয় ট্যাকার ভাংটি
দারোগা বাড়ীর ছিন্নী
পাইনা গুড়ের ফিন্নি
ব্যাক্কে খাইব কেরা।

২৭৭

নাইড়া মাগী
নাড়াইয়া তুলচে
আমার বাড়ী ঘর
য়্যাহনে তোরা কী কোরবি কব
নাইড়া মাগী কাইড়া খায়
ভরা থালের ভাত
মাগী পোড়া কপালীর হাত

২৭৮

ডাহের[৩৬৭] ব্যাটা
ঢাকা গ্যাছে
হে দিন কী আর আছে
যায় দিন ভাল
আসে দিন মোন্দ
ডাহের ব্যাটায় কামিলগর
ঘর থুইয়া যায়
ঢাকার শহোর।

২৭৯

খাঁর বেংটি
ভারে যাও
দুইখান পাও
ভারে ফালাও
ভারে না ফালাইলাম
ভাঙ্গা নাও[৩৬৮] চালাইলাম
চালাইয়া কাঁন্দি হাসে
আইস্যা মোরি বিদ্যাশে
বিদ্যাশের ও বাড়ী
ঘরে অবলা নারী।

২৮০

মৈদ্যে রাইতে কৈচিলাম
ঘরের জামাই অইচিলাম
ঘরের নিগাই-মোরি

হ্যাসকালে[৩৬৯] অইলাম জানের বৈরী।
জানের বৈরী অইচিলাম
কী কতাই কৈচিলাম
কতার নাই সীমা
পান্তা ভাতে কাশোন্দ পৈলো[৩৭০]
পরমেশ্বরের মীথা।

২৮১

বুইদার বোউ
শুইদা ভাত খায়
বুইদা কান্দে ওল পাপড়ির দায়
ওল পাপড়িরও না পাপড়ি লো
ভাঙ্গা কলসির খাপড়ি-লো
খচমচ করে
বুইদার বেডি না হুইবার যাইয়া
হোয়, বুইদার উপ্পোরে।

২৮২

তিলু বুর তিলা-খাজা
ব্যাককেই খায়া কয় মজা
তিলু বুর জামাই কয়
ও খাজা না মোনের মতন হয়।
মোন-মোন মুনি
কি কৈরা আর হুনি
সোনার কতা কও যুদি
তয় শুনি।

২৮৩.

জাতীতি নাশা মাগী
উইদামা[৩৭১] রাহে ছাগী
ছাগীর নাই দোড়ি
হায়রে আল্লা কি করি
কোরম্ কি আর
কোনই সমাচার
নাইরে পাইরে
উয়াই ক্যানে চাইয়ে
মাগী লো ব্যাকা
হৈচ[৩৭২] কৈররার আমার ঠ্যাকা।

২৮৪.

গাঙ পাতাইলা
সাঁতার পাইরা
মোদ্ যায় বাড়ী
মোদ্দুর ঘরে সেয়ানা নারী
সেয়াইনা[৩৭৩] নারী বট গাছ
দেইক পা ক্যারে ভুতের নাচ
ভুতের মাথায় খোলা
থ্দুইচে কুন জোলা।

২৮৫.

আয়লো যাইগা জগোদল
ভাবী অইচে জানের কাল
জান আমার হগোল

এ জানের কেরাইনা চায়
আহ্বান—
আয়লো যাই কৈলাকতা
আতে নইচি মেন্দির পাতা
মেন্দির আবার রোঙ
মৈদ্যে দুইয়ারে খাড়ায়া রোইচে
য়্যাতো বোনা সোঙ !

২৮৫

জাইতের মরা
মোরছে যাইয়া
ব্যাজাইতের বাড়ী
ঘরে নালো
ছাই কপাইলা মাগী।
হ্যাও মাগীর শান
দেইকলে কুত্তায় নুরায়[৩৭৪]
কুইত্যা কুইত্যায় মারামারি
দ্যাখলো আইস্যা তাড়াতাড়ি।

২৮৬

রাইত নামছে আন্দোইসা[৩৭৫]
মাগী বইসে ঘেইষা ঘেইষা
মাগীর বড়ো সখ
পান্তা ভাতে ঢাইলা নয় ধক[৩৭৬]
ধক ধক ধাককা
ঘোড়া গাড়ীর চাককা
চাককা গ্যাছে খুইলা
মাগী কান্দে কী বুইলা
জাহিরা প্যাটের বিষে।

২৪৭.

রসের নাগোর বিলাতী
পয়সা বাইড় তো কিলাতে
ট্যাকা বাইড়তো আইগতে
ভাত বাইড় তো পাইদতে
রসের নাগোর খিলাই
পাইলে ধৈরা কিলাই
কিলের চোটে[৩৭৭]
হুড়ুম ফোটে
বিলাই খাইয়া গাছে উটে।

২৮৮

রোহিজ মোল্লার
ভোল্লা বাঁশ
কাইটতে কুইটতে ছয়মাস
বাইর কৈরতে কয়দিন
বাইর কৈরতে চারদিন
চাইরের চার মুখ
রোহিজ মোল্লা বোউর না লো দেহি
য়্যাতবানা বুক।
হ্যাও বোকের কাপোড় থাকে না
রোহিজ মোল্লারে সাথে নৈয়া কেঐ
নোমাজ পড়ে না।

২৮৯

মুইরাদ আলী
মুইরাদ বড়ো

ঠ্যাং খৈরা খাড়া
ঠ্যাং যদি ফাইড়া
মৈদ্যে খানে দ্যাও ভৈরা
ভয় খাড়া অইবো

২৯০

চেনি-খার চালে নাই ছোন
চেনি-খার কতা কওয়ার জোম
চেনি খার ফুইটানি
আগা নায় বৈইসা হ্যাচে পানি
হ্যাও নাই[৩৭৮]
বাঙ্গ নাই
চেনি খার ঘর জামাই
ঘর জামাইর কাম
ঘরের মৈদ্যে লাগাইচে
ব্যাহা একখান খাম।

২৯১

নদুইরা মিঞা
কৈল্লো বিয়া
হে কিবাই মাগী
নদুইরা মিঞা
কৈল্লো বিয়া
হে কিবাই ছাগী
চপ চপাইয়া কতা কয়
কতার নাগাল কতা নয়
কতা হ্যাকবার শদুর কৈল্লে হয়।

২৯২

আছান প্যায়দা
পহোর দ্যায়
পরগোনা জুইড়া
নিশি রাইতে
কেরাই না লো উইড়া[৩৭৯]
উইড়া[৩৮০] বাঁছি[৩৮১]
উইড়া বাহি
বাপে ব্যাটায় মিলা
দেকপি নাকি লো
আছান প্যায়দার নীলা।

২৯৩

হুরমুজ আলী
তোরমুজ কিনচে
তিন পয়সা দিয়া
হ্যাও তোরমুজ না, খাম্‌ না লো
হোয়াজ নুন দিয়া
হোয়াজের মৈদ্যে বজভরা[৩৮২]
বজ বজ করে
হুরমুজ আলীর বোউ নাই ঘরে।

২৯৪

হামেদ আলী রে
হামাইয়া[৩৮৩] দিচে
দেইকপার যুদি চাও
এ পাড়া ছাইড়া তয়

ওই পাড়া যাও।
হামেদ আলীর শিক্ষা অইচে
জন্মোমের মোতো
হে কতা কোমু, আর কতো।

২৯৫

ডাইল দিয়া ভাত খাই
সোজা পতে হাইটা যাই
বুঝি না কোনো আলাই বালাই
বুইঝলাম না শাকের মাইর
মাইরবো ঢেঁকি
তার মৈদ্যে
মারছে নাইল[৩৮৪]
হুদাই[৩৮৫] পাড়ি গাইল।

২৯৬

দুইখার বোউর
সোঙ্গ দেইহা মোরি
ছেনি কাচির নাই আছাড়ি
আছাড়ি ছাড়া রাম দাও
দুইখার বোউ কহানে যাও
খাড়াও ইটু, হুইনা যাও
না যুদি হুইনলা
তয় ক্যানে দ্যাখাইলা।

২৯৭

ডুগ ডুগ ডুইগানী
বড়ো পাইলা ফুইটানী
ফুইটানী মার ফটকা
বাজাইয়া দিল খটকা
খটকা না হয় খেড়ি
ছেড়িডার ফুইটানী দেইখা মরি।

২৯৮

তেতুইল তলা
গু-ফালা
কলাগাছ তলা ছাই
গু-র দলাডা নিয়া
আইসলো দুলা ভাই।
ও-দলা চিমনা
দুইগা ভাইর কতা শুনমু-না।

২৯৯

য়্যালোন জানীর
য়্যালানী[৩৮৬]
বড়ো গবোর ফ্যালানী
স্যাও গবোর ফালাইলো
বড় জামাইর মাতায় লো
জামাইর মাতা নাইড়া
য়্যালানী গু-ফালায় বাইড়া

৩০০

আইকুম
বাইকুম
গেদীর[৩৮৭] চোখে নাই ঘুম
গেদীর চোখের পাতা
ছুর মাইনার বোউর খ্যাতা
আইকুম
বাইকুম
গেদী নালো আইছে
ঘুম।

৩০১

বিশার মায়
খিড়শা[৩৮৮] রানছে
খাবি তো কেবা কৈরা
কিবা কৈরাই খাইলো-লো
ও পাড়ার ছ্যাড়া[৩৮৯]।
ও পাড়ার ছ্যাড়া নাকে
এ পাড়ার ছেঁড়ি
বিশার মার
রান্দার তারিফ কোরি।

৩০২

নুইরার খোউ
কহানে হোও
চোকি না[৩৯০] দেখি ভাঙ্গা
নুইরা না, করে লো
বুইড়া মাগীরে হাঙ্গা

বুইড়া মাগীর কুইর-কুইরানী
থামানি বড় দায়
নুইরার বোনে কি হইলো
বাী ছাইা যায়।

৩০৩

সাত সমুন্দুর ত্যারো নোদী
চৌদ্দ নোদীর পার
দুইলা ভাই না গ্যাছে লো
চাকরি করিবার
কি ছাতার চাকরী করে
বোউ মরে তার
ভাত ব্যাগবে[৩৯১]
স্যাও ভাত খাইবার চাইয়া
বোউ মৈল তার
গলায় কলসি নিয়া
কোলসীর মৈদ্যে বল্লার বাসা
কামুড় দিলে সব্বো নাশ।

৩০৪

রাজা ভাই
বাড়ী নাই
হোদাই[৩৯২] ক্যানে
ক্যাচ ক্যাচাই
ক্যাচ ক্যাচানীর গুষ্টিমারী
আসমুনা আর রাজার বাড়ী
রাজা তেমু বাইচা থাইক
আমাগো সকোলের দুঃখ যাইক

৩০৫

আটকষা আঁটাশ
খায় শাসের পিটাল,
আট কষা ভোরতি
করো কিসের ফুরতি
ফুরতি গ্যাছে ফুইরাইয়া
কুনতুরি গ্যাছেবান
দ্যাহো গা নুরইয়া[৩১৩]।

৩০৬

কালাচান কালা
খায় বীচা ক্যালা
বীচা ক্যালার বীচি মাঝে
পানিতে ভরা
কালাচানের প্যাট যেমন তেমন
গোয়া-না দেখি মরা
স্যাও মরা গোয়া
মশা মাছি খোচায়।

৩০৭

মাগী নালো ছাগীর নাগাল
চপ-চপাইয়া কয় কতা
মাগী নালো, ভেড়ীর নাগাল
গুতাইয়া গাইয়া[৩১৪] ভ্যাঙ্গে ব্যাড়া
ভাঙ্গা ব্যাড়া ভাঙ্গা ঘর
মাগীরে তোরা জাত কর।

৩০৮

ইষ্টি কুটুম আইসলো বাড়ী
রান্দ্ মন্নালো ডাইল খিচ্নুড়ি
ডাইল খিচ্নুড়ি জাইয়া জাইয়া
খাইবো ইষ্টি হাত্-ডুবাইয়া
হাতের মৈদ্যে ভোরছে মাটি
হায়, আল্লাহ মাথায় বাড়ি।

৩০৯

মারগ্ ফাটে মাহাই মার
জাত বাড়ি বানাইবার
জাত বাড়ি জুত সোই
কানম্ না হাসম্ কোই
হাসম্ না রে মাহাইয়া
তোরে বিয়ার নাহোন নাহাইয়া।

৩১০

থুব্রি, বুর্ড়ি
নুর পরি
আনচি কানচি দিয়া
ক্যালো গেদি কি হৈছে
কান্দোস কিসের নাগিয়া
বল্লায়-না কামোড় দিছে
হেডা নি খেয়াল আছে।

৩১১

ধৈরা তুলি উটে না
মুখে কতা ফুটে না
মুখের কতায় মুনিস্যি
কাম করে না।
কি করে শুনিচ
জাইতা বৈল্লে হাসে
ছ্যাড়া না লো
বিবা কইরাই বাসে
ওই কৈরাই কাশে
গলার মৈদ্যে খোসকায় পা
দে ঘৈসা।

৩১২

ঘরে কান্দে
বড়ো বোউ
দুইয়ারে কাঁন্দে কেরা
ভ্যা-ভ্যা—কৈরা ভ্যাবায় না লো।
ওই বাড়ীর ছ্যাড়া
ছ্যাড়ার বাপে করে কি
শুলার আঁটি বান্দে কি
দেখুইক না, ইটু দাঁড়াইয়া
আইসা।

৩১৩

আইড়া বোনের বল্লা রে
শালায় বড়ো কল্লা রে
গোয়ায় দিলো কামোড় রে

স্যাও কামুড়ের ঠ্যালা খাইয়া
সোহিমুদ্দি থাকে চাইয়া
চাইয়া থাইকা কৈরবা কি
সোধু মাইরা তাড়াতাড়ি।

৩১৪

বাজান আমার
বাজনা বাজায় বাহারে
দুই হাতের তাইলারে
তাইলার মৈদ্যে
তালি বাজায় 'শ'
বাজানের হাতের বাজনাডা ছেঁড়ি
কিবা দেখলি 'ক'
দেইখলাম না বাহারে
উইবা বাজনা আছে কি
আর কুনোহানে রে ?

৩১৫

হুনচাস নাকি
থুনকারের পো
ঘর থুইয়া বারিন্দা হো
হুবি, তয় বালিশ কহানে
ঠ্যাকার কাম পৈল্লো য্যাহানে।
বারিন্দা না ইন্দুরের গাঁতা
বুঝলি না তুই ছাই মাতা
ছাই-ছাতার ছাউনী
দেশী কোদুর বাউনী।

৩১৬

আজগুবি ঠাটা পোড়চে
জাইরার মাতার পার
ও জাইরা না ত্যাজাইরা[৩১৫]
চেনে কেরা তার
আজগুবি ঠাটা পোড়চে
শালার বাড়ীর পার
ও শালা যে পাজি
কৈসনারে আর
কৈবার গ্যালি মাইর খাই
না কৈলে ওযে উপায় নাই
তয়. য়্যাহুন কী কোরি
চাচা. কওছে হুনি।

৩১৭

গ্যাছে গ্যাছে
ব্যাবাক গ্যাছে
আছে খালি নাম
মৈদ্যেখানে ঘাটুহু বাসতি খাম।
বাসতি খামের কানতা[৩১৬]
খাড়ারা পড়ে নামতা
ছ্যাড়াগারে নামতা পড়ার ঢোং
কলার পাতায় নাগাইচে বাহারের রোং।

৩১৮

খাম্-না
ছুম্ না যার
তার কতা হুনমু না আর।
হুনচিলাম হুনাইর কাছে

ভূত নাগচে তার পাছে।
দেকমু-না
হুনমু না যার
তার কতা মানমু না আর
যা যাবো কপালে
তাই অইবো।

৩১৯

মেহের মুনশী
আগে হোনচি
করচা ক্ষ্যাতের মৈদ্যে
দুইরার ছাও নুর পারে লো
কাট কাটা রোদে।
মেহের মুনশী
হুচে হুনচি
ঘোলা পানি দিয়া
সুমকের বদনা গ্যালো বাতাস অইলা।

পাদটীকা

১। এক ধরনের মাছ ২। শুকিয়ে ৩। গিয়েছে ৪। দেখ না ৫। ক্রোধের উদ্রেক ৬। মত ৭। আদরের নয় ৮। আদর করে ৯। মামা ১০। বাইরের ঘর। ১১। করলে ১২। বিড়াল। ১৩। স্তুপে। ১৪। কে ১৫। পাছ ১৬। জিহবা ১৭। সমস্ত ১৮। সবাইব ১৯। শুনছি ২০। ভিজা ২১। গুড়া-গুড়া ২২। দৈত্য বিশেষ ২৩। এমন ২৪। ছেঁড়া কাঁথা ২৫। এক প্রকার শস্য বিশেষ ২৬। তৃষ্ণা ২৭। সেটা ২৮। কুৎসিত ২৯। খারাপ কপাল ৩০। চন্দ্রম ৩১। করবো ৩২। একপ্রকার পথ্য ৩৩। ভাত নাড়বার একপ্রকার লাঠি ৩৪। রূপসী ৩৫। স্বামী ৩৬। জঙ্গল ৩৭। মূলা ৩৮। রোপণ ৩৯। মুড়ি ভাজার পাতিল ৪০। বসার আসন ৪১। কতটা ৪২। এতটা ৪৩ বেখে দাও ৪৪। নড়ে চড়ে ৪৫। তাড়াতাড়ি ৪৬। শূন্যচবে ৪৭। বেড়ে রেখেছি ৪৮। কোথায় ৪৯। লাফালাফি করা ৫০। নিয়েছে ৫১। হাতে ৫২। অনাবাদ জমি ৫৩। মাথায় টোপা ৫৪। স্থানের নাম ৫৫। একপ্রকার ব্যাধি ৫৬। খুটবা কারা ৫৭। কোথায় ৫৮। কাল্পনিক ভূতপ্রেত ৫৯। এমনিতে ৬০। আন্তরিতা ৬১। কিছু না বলা ৬২। আঁকাবাঁকা কথা বলা ৬৩। টাকা ৬৪। স্রষ্টার অভিশাপ বিশেষ। ৬৫। শুনেছ নাকি ৬৬। তোমার জন্যে ৬৭। হেঁসেল বা চুলো ৬৮। যা দিয়ে রান্না করবার সময় আঘাত করা হয়। ৬৯। মুখে ৭০। নাম বিশেষ ৭১। ক্ষতি করে ৭২। শোনা ৭৩। অভিমান ৭৪। বাঁশের লম্বালম্বি খণ্ড ৭৫। হলো ৭৬। ঘোঁটা ৭৭। টাকি মাছ ৭৮। নাস্তকে ধরতে পারলে ৭৯। এত ৮০। এক ৮১। নেব ৮২। দেব ৮৩। গরম ৮৪। নায়রে যে আসে ৮৫। দিকে ৮৬। গরু বাঁধার বশি ৮৭। যে পেটে বেশী খাবার লাগে ৮৮। হয়েছিল ৮৯। ডেলা ৯০। বানালাম ৯১। পাট গাছের শোলা ৯২। ভগ্নি ৯৩। ছাঁদে ৯৪। বদ চাপী ৯৫। বিক্রয় করে ৯৬। মেয়েরা ৯৭। কায়দা পড়ে ৯৮। খাম খেয়ালী ৯৯। হাড়ি ১০০। শপথ ১০১। পড়লো। ১০২। কোথায় ১০৩। গিয়েছিলে ১০৪। শরম নাই ১০৫। ঝড় ১০৬। এখন ১০৭। বলবার। ১০৮। বললাম ১০৯। বোন ১১০। হয়েছে ১১১। মরে যাওয়া ১১২। গর্তে ১১৩। যন্ত্রণা দেয়া ১১৪। বলেছিল ১১৫। বলেছিল। ১১৬। পেছনে ফিরে তাকানো ১১৭। ময়লা ১১৮। থুথু ১১৯। পেঁয়াজ ১২০। ব্যবসা ১২১। এখানে প্রয়োজন অর্থে ব্যবহৃত। ১২২। মাটিতে পুঁতে রাখা। ১২৩। জন্য ১২৪। আশা-প্রত্যাশা করা ১২৫। সাধে ১২৬। একপ্রকার ডাউল ১২৭। নিয়েছিল ১২৮। দুষ্ট প্রকৃতির লোক ১২৯। বাজে কথা ১৩০। বিশৃংখলা সৃষ্টি ১৩১। ঘ্রাণ ১৩২। শব্দহীন ১৩৩। খাম্বোধন ১৩৪। পুরোপুরি ১৩৫। গরু বাছুরের দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত করা ১৩৬। বাড়ীর নিকটে সব্জের ক্ষেত ১৩৭। নাম বিশেষ ১৩৮। এখানে পায়খানা করা ১৩৯। স্থানের নাম ১৪০। গালি বিশেষ ১৪১। একলা ১৪২। বিপদে

[illegible]। মানুষদের ১৪৪। নেকড়া ১৪৫। স্ত্রীলোকদের এ কথা বলে [illegible]
[illegible]। বেশী দুষ্ট ১৪৭। নাইওরীর সংগে দেখাশোনা করার জন্য যারা [illegible]
১৪৮। আক্ষেপ করে। ১৪৯। প্রস্তুত ১৫০। সন্দেহ। ১৫১। না দেখে। [illegible]
[illegible]ছিলাম ১৫৩। মন্দকথা ১৫৪। বন্ধন ১৫৫। উশৃংখলতা ১৫৬। [illegible]
১৫৭। সে নাগদ ১৫৮। নতুন ১৫৯। স্থির লক্ষ্য ১৬০। পুত্র ১৬১। [illegible]
১৬২। কোথায় ১৬৩। ওখানে ১৬৪। যৌন উত্তেজনা ১৬৫। [illegible]
বিশেষ ১৬৬। (এখানে) অত্যধিক চাপে। ১৬৭। শামুক ১৬৮। নিয়েছি ১৬৯।
[illegible] পরিমাণ ১৭০। সমস্তটাই ১৭১। রাখাল ১৭২। সব ফসল খেয়ে ফেলছে
১৭৩। জমি ১৭৪। চৈতন্য ১৭৫। আসছে ১৭৬। যা খড়মকে পায়ের সংগে
[illegible] রাখে। ১৭৭। ছায়া ১৭৮। করলো ১৭৯। টাকা ১৮০। কোমরে ১৮১।
যৌন উত্তেজনায় উত্তেজিত ১৮২। বহুদূর ১৮৩। লেগেছে ১৮৪। ক্ষুধা ১৮৫।
[illegible]পান ১৮৬। ছেলে ১৮৭। শুনেছি ১৮৮। চুলা ১৮৯। বিপদগ্রস্ত হওয়া
১৯০। সামান্য কথা পেয়ে ১৯১। কে ১৯২। মত ১৯৩। প্রথমে যে পিঠা
খেয়ে ভাল বলে ১৯৪। যে পিঠা বেশী খেতে পারে ১৯৫। একপ্রকার গাছের
[illegible] যা কাপড়ে লেগে যায়। ১৯৬। ঘরের পিছনে ১৯৭। জিহবা ১৯৮।
[illegible] করে মাগুনা কামনা নেয়া। ১৯৯। শুধু শুধু ২০০। রাখে ২০১। সবচেয়ে
২০২। যৌন উত্তেজনায় উত্তেজিত ২০৩। তামসা ২০৪। রেখেছি ২০৫। ঘরের
[illegible]খানের খুঁটি। ২০৬। রাখে ২০৭। এক গাদা। ২০৮। শোভা পায় ২০৯।
অপবাদ ২১০। শুনে ২১১। এতদিন ২১২। ডাকে ২১৩। শব্দকরা। ২১৪।
ঔষধ ২১৫। চিকন ২১৬। শুনেছি ২১৭। আস্তে আস্তে কথা বলে ২১৮।
শব্দ করে পড়ে ২১৯। বলব ২২০। যেখানে ২২১। মুখে ২২২। রেখেছি
২২৩। থেকে ২২৪। শোবার ঘরে ২২৫। শুইবার ২২৬। অতিশয় ২২৭।
মাথা কঠিন ২২৮। আকারে-প্রকারে ২২৯। নব প্রসূতির সূতিকাগৃহ ত্যাগ ২৩০।
রোগ বা দোষ বিশেষ ২৩১। কথাবার্তায় ২৩২। লাফ দিয়ে ওঠে ২৩৩। একদিন
২৩৪। বলছে ২৩৫। সবাই ২৩৬। বলতে ২৩৭। এখানে ২৩৮। রেখে
২৩৯। শুনছি না লো ২৪০। রাক্ষস জাতীয় ২৪১। থাম্পর ২৪২। পড়ছে
২৪৩। এখানে মানের জোর ২৪৪। বিশৃংখলা ২৪৫। আদব-কায়দা ২৪৬।
[illegible] ২৪৭। সে-বা ২৪৮। হঠাৎ গাড়ে ব্যাথা উঠা ২৪৯। ঝুঁকি পাড়া ২৫০।
[illegible] না ২৫১। কচ্ছপের বাচ্চা ২৫২। ভাইয়ের ছেলে ২৫৩। নিয়ে ২৫৪।
[illegible]কা ২৫৫। নেংটি ইঁদুর ২৫৬। মাথার টিকি ২৫৭। এখানে রাগের মাত্রা
বেশী বুঝানো হয়েছে। ২৫৮। থেকেও ২৫৯। যার বিবাহ হয় নি ২৬০। সবেমাত্র
২৬১। শব্দবিশেষ ২৬২। খারাপ ২৬৩। দেখিস ২৬৪। ঘরের পিছনে ২৬৫।
অতিশয় দুষ্ট ২৬৬। ঠেকনা ২৬৭। সন্ধাকালে ২৬৮। শব্দবিশেষ ২৬৯। পুঁটি
২৭০। টাকা ২৭১। পাতিল ২৭২। সে-ও ২৭৩। নাড়িবুড়ি ২৭৪। [illegible]
২৭৫। মাটির তৈরী বাসন ২৭৬। এত ২৭৭। ঐ দিকে ২৭৮। পুঁতে রাখা
২৭৯। দেখা যায় ২৮০। উঠলাম ২৮১। ছই ২৮২। ব্যক্তি বিশেষ ২৮৩
[illegible]থায় ২৮৪। এ যাব্য ২৮৫। এলোমেলো চুল ২৮৬ অবৈধ প্রেমের পুরুষ
২৮৭। এখানে যোগ্যতা ২৮৮। পরিষ্কার করে ২৮৯। নাকে খত দিয়ে ২৯০
[illegible]খানা করছে ২৯১। যন্ত্রনা ২৯২। অবজ্ঞাকরা ২৯৩। চর এলাকা [illegible]
২৯৪। চুলার মাটি ২৯৫। একবার ২৯৬। এখান ২৯৭। থেকে ২৯৮। [illegible]
[illegible] ২৯৯। চীৎকার ৩০০। ঝাড়ু ৩০১। সৌন্দর্য ৩০২। [illegible]

৩০৩। শূন্য ৩০৪। এখানে জেদ ৩০৫। একটি চটকলের নাম ৩০৬। ছিদ্র ৩০৭। যোগ্যতা ৩০৮। আগাছা ৩০৯। ছিপি ৩১০। চাপ প্রয়োগ ৩১১। চোখ টান করে দেখা ৩১২। রাখে ৩১৩। দৌড়িয়ে ৩১৪। কচি-দাঁত ৩১৫। মেখে ৩১৬। সকলেই ৩১৭। গো-গ্রাসে ৩১৮। নোঙ্গর ৩১৯। উঁকি দিয়ে ৩২০। একটা ৩২১। অতিরিক্ত খাওয়ার বদনাম ৩২২। লাফালাফি করছে ৩২৩। ময়লা-আবর্জনা বিশেষ ৩২৪। তেজ বা জেদ ৩২৫। মাঠের দিকে ৩২৬। পাকা ৩২৭। সেখানে ৩২৮। ভূমি ৩২৯। সর্বনাশ ৩৩০। উপুড় হয়ে পড়া ৩৩১। মুখের উপর তরিৎ জবাব ৩৩২। ভূতের আছরে যে অবস্থা হয়, ৩৩৩ ঝাড়ু ৩৩৪। মেখে ৩৩৫। সেও ৩৩৬। ঘরের পিছনে ৩৩৭। শ্রমিক ৩৩৮ ছেলে-মেয়ে ৩৩৯। সরিয়ে ফেলা ৩৪০। এক প্রকার তরিতরকারী ৩৪১। সাঁতার ৩৪২। সবায় ৩৪৩। হাত ৩৪৪। এখানে অভিমানে ৩৪৫। তবে যেন ৩৪৬ তোমাদের ৩৪৭। ঘণ ঘণ কথা বলা ৩৪৮। থুতু ৩৪৯। রসকসহীন ৩৫০ নেকড়া ৩৫১। কালান্তক কথা ৩৫২। হয় ৩৫৩। বলে ৩৫৪। অপেক্ষা-কৃত ৩৫৫। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ৩৫৬। অনুভব করা ৩৫৭। লবণহীন ৩৫৮। দ্রুত পদে ৩৫৯। গ্রহণ করা ৩৬০। একবারে ৩৬১। এলোমেলো ৩৬২। দোহণ করা ৩৬৩। যেখানে স্রোত বেশী ৩৬৪। আশ্চর্য্য ৩৬৫। অতিরিক্ত কষ্ট ৩৬৬। এখন ৩৬৭। সেয়ানা ৩৬৮। আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া ৩৬৯। শেষ কালে ৩৭০। আম খাওয়ার জন্য সরিষা দিয়ে এক প্রকারের খাবারের জিনিস তৈয়ার তার নাম বিশেষ। ৩৭১। বন্ধাহীন ৩৭২। জিজ্ঞাসা ৩৭৩। বেশী বয়সের মেয়ে ৩৭৪। দৌড়িয়া ৩৭৫। অপ্রত্যাশিত ৩৭৬। লবণ ৩৭৭। বেশী কিল পড়ার দরুণ ৩৭৮। চৈতন্য ৩৭৯। গোলমাল ৩৮০। জঙ্গল ৩৮১। পৃথক করা ২৮২। পথ্য জাতীয় ৩৮৩। অপেক্ষাকৃত বেশী ৩৮৪। তাঁতীদের সূতার নলি বিশেষ ৩৮৫। অযথা ৩৮৬। যে কাজ করে ৩৮৭। ছোট মেয়ে ৩৮৮। নাস্তা ৩৮৯। ছেলে ৩৯০। খাট ৩৯১। অভাবে ৩৯২। অযথা ৩৯৩। দৌড়িয়ে ৩৯৪। গুঁতিয়ে ৩৯৫। অতিরিক্ত পাঁজি।

পাবনা

পাবনা থেকে 'মেয়েলী ছড়া' বিবিধ ছড়া, খেলার ছড়া ও শক্তি বিষয়ক
ছড়গ্‌ুলো সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক
জনাব এহসানুল হক।

ঠিকানা:
গ্রাম : চরনবীপুর
ডাকঘর: চরনবীপুর
জেলা : পাবনা

মেয়েলী ছড়া

১

বেলুনী লো বেলুনী
রাত দিন খেলুনী
তোব ভাতাব[1] আসলো
বাইব বাড়ী কাশলো
আসুগ গা
থানকায় বসুগ গা।

২

মাজু ভাই সাজু ভাই
বড় ভাই কউ
তিন দিন খোঁজ নাই
কাঁদে তার বউ।

৩

তিন কোশ দুব[2]
হয়দর পুর
বিয়া অইলো
ম্যাজান বুর[3]।

৪

সুতা কাটে চাঁদের বুড়ি
পাগল হলো মাসীর খুড়ী।

৫

ছোট ছেংড়ী[৪] ছোট ঠোঁট
ছোট শাড়ী ছোট খোঁট।

৬

বলি শোন জনে জন
একে একে দিবু দোম
ঐ ছ্যাঁড়া[৫] ক্যান ঢ্যাডা
বস্যা বস্যা পাড়ে ঘোম।

৭

হ্যালা ভাই জাল্যা ভাই
কম্পকার[৬] ও কুমার
এক ভাষে কতা কয়
দুধ খায় মার।

৮

কোটো পুঁটি কই মাছ
ছাই ডল্যা হাতে
থাক বউ মহাসুখে
দুধ মাছ ভাতে।

৯

বুব মনে নাই সুখ
সতীনের জ্বালা
রাতদিন পেটে ধর‍্যা
মিয়া ভাই শালা।

১০

ভাত নাদো[৭] এ্যাক হাড়ি
ব্যালা[৮] গ্যালো তাড়াতাড়ি।

১১

সোম সোম আলো ঝড়
তাড়াতাড়ি পাক কর।

১২

তিন ছেঁড়ী[৯] ছৈল খ্যালে
বউ দিল ডাল[১০] ত্যালে।

১৩

বস্যা এই ভাবে
কত আর ভাবব,
আয় আয় খেলি গুটি
ঐ দ্যাক গারুব,[১১]।

১৪

কাঁপে বন শন শন
　　আলো ঝড় আশ্বিন্যা
মীনা তোলে পায়জামা
　　গরু ঘরে আনে বীণা।

১৫

ছয় পায় পিপ্‌ড়্যা চলে
খাদ্য খোঁজে দলে দলে।

১৬

ঘুগু বস্যা আম গাচে[১২]
বাওই চ্যাচায় ঘরের পাচে[১৩]

১৭

পেঁজ খ্যাক্যা গরম মাতা[১৪]
যাক তাক বলে যা তা

১৮

খোঁপা বাঁদা ধোপানী
তন[১৫] তোনে[১৬] ছোপানী
মানজায় তারাহার
আহা মরি কি বাহার।

১৯

ঘরের মদ্দি নওশা
গীত গপ্প কওশা[১৭]।

২০

হাতে ডালী
ফুল মালী
ছেঁড়া জামা
জোড়া তালী।

২১

আমি গ্যালাম মদু খোলা
প্যাচে[১৮] গ্যালো কাল্যা ভোলা
ছ্যাড়ানা কয় তু তু
ভোলা কবে কু খু।

২২

মাচ[১৯] কেন বাঁশ পাতাড়ী[২০]
জাংলায় আচে সিন কাটাবী।

২৩

কোন বধু ঘাটে যায়
বুনা হাঁস খাবি খায়।

২৪

ফুলমতি ঘাটে যায় কলসী কাঁকে
হাত ছানি দিয়া তাক শাপলা ডাকে।

২৫

গাও ঠ্যাকে কাঁটা তারে
পাগলায় বউ মাবে।

২৬

ছ্যাড়া কবে চ্যাচ্যা[২১] মেচী
আয় ক্ষ্যাতে[২২] পানি হেংচি[২৩]।

২৭

মচ[২৪] অলদী চাল নন্‌ন
খিচুবী নাদ[২৫] ছোট বন্‌ন।

২৮

চেকন সূতোয় ঘন ফোঁড়
মাজ্যান[২৬] বউ থ্যাতা[২৭] জোড়।

২৯

আছিরণ বচিবণ
ত্যাল লয় কচিরণ॥

৩০

হলদ্‌দিয়া পাখী তোব
হলদ্‌য়া দিয়া ঠোঁট
পতে[২৮] ঘাটে সারা দিন
পোকা চোকা খোঁট।

৩১

বাদুরানী কাটে মাটি
জেবনেব[২৯] পলো ভাটি।

৩২

বুড়ী বস্যা[৩০] চাঁদে
সুতা কাটা ফাঁদে।

৩৩

আয়লো সই
কথা কই
তোর যে সয়াব
পানস্যা দই

৩৪

দূর দূর গাঁও
শোন শোন বাও
ডুবল ব্যালা
জলদি যাও।

৩৫

ও দুলা ভাই
গুড় মুড়ি খাই
ম্যালার পয়বী[৩১]
পয়সা চাই।

৩৬

সোনা রঙ ঝিল মিল
তিল তিল মুহে[৩২] তিল
ত্যাল ত্যালা গাওরে[৩৩]
কোথা বউ যাওরে।

৩৭

গাঙের[৩৪] পাড়ে ধাপুর ধুপুর
ধোপার বউ ধোয় কাপুড়
কাপুড় ধোয় এক গাধা
ভাত খায় তিন খাদা।

৩৮

বুনাগারে[৩৫] বউ
কাঁস্ত্যা[৩৬] পাচুন[৩৭] কউ।

কাঁস্ত্যা গ্যাচে আম বাড়্যা
পাচুন গ্যাচে শ্যাম বাড়্যা।

৩৯

আয় লো ছ্যাড়িরা
লাদ[৩৮] কুড়াইবার যাই
লাদ কুড়াইনা যমন তমন
বেতুর পাইড়্যা খায়।

৪০

ও বাদ্যানী দে চুড়ি
দেবনে তোক খৈ মুড়ি,
আর দিমু এক খিলি পান
তবেই পাবু চুড়ি দান।

৪১

খানা দিঘী পানা দিঘী
ঘাট বাঁদা শানে
কোন সুন্দরী কলসি ভরে
ঠ্যালে আবার টানে।

৪২

নানীর হাতে টোপলা[৩৯]
নাতীন জামাই ঢোকলা[৪০]।

৪৩

মামু গ্যালো বাজারে
ত্যার টাকা হাজারে
কিন্যা আনলো ছোনের আঁটি।

৪৪

বাঁধি ভিট্যা তোল মাটি
আলো ম্যাগ তোল পাটি।

৪৫

আয়লো সখি পুত্তুর[৪১] ঘাটে
মিনস্যা[৪২] গ্যাচে উল্যার হাটে
মিনস্যা আমার ঘলঘইল্যা
আনলো চুড়ি ঢলৈ ঢইল্যা।

৪৬

বুড়া দাদার পাও চাবায়
রস খসানী আসল গাঁয়
কাট্যা কুট্যা রক্ত ঝারায়
ছয় গোনডা পয়সা চায়।

৪৭

আয়লো সখি গাঙের ঘাটে
মাতার[৪৩] উপুর ঠিক দুপুর
লাল বৌ ডোর মাটির কলস
ভ্যাসাই[৪৪] গ্যাল অনেক দুর।
কাণ্ডা হলুদ অঙ্গ বরণ
হলদী ঘষে আনমনে
রোঙের নেশায় জলের মধ্যে
দক্ষিণ হাওয়ায় শনশনে।
রাঙা হাতের রেশমী চুরি
রুম ঝুমাঝুম বাজ পরে
মাতার ঘন লোম্বা ক্যাশ
কাল বৈশাখী সাজলরে।
রোংগা রসে ঢলঢল
নও যোয়ানীর নও বাহার
সর্ব অঙ্গে প্রেমের জোয়ার
ভাসায় য্যান নদীর পাড়।

ফিরতি বাটে ভাংল চমক
জলকে কলস ভরবি কি
ঢেউয়ের দোলায় মাঝ দরিয়ায়
দুলছে কলস করবি কি।
মাজায় বাঁদ্যা শাড়ীর আঁচল
হাত বারায়া দ্যায় সাঁতার
সেই না ক্ষণে দেখল যে তাক
ভিন দেশী এক সওদাগর।
ময়ূর পঙ্খী বজরা লয়ে
তুলল ট্যানা রূপ মাতাল
তার পর ঐ দ্যাক লো সখি
উজান বায়ে উড়ল পাল।

৪৮

হয়দর জয়ধর ছোট বড় দুই ভাই
রাতে বস্যা জোছনায়
খ্যালে শুধু তাই তাই।

৪৯

ক্যালা গাই, ধলা ছাও
চরে পাশা পাশি
আঁধারের বুকে আলো
করে হাসাহাসি।

৫০

ক্যালা[৪৫] ধান ক্যালা চাষী
ক্যাল্যা গাই চষে
ক্যালা ছাই হল সার
ক্যালা ছ্যামা[৪৬] পশে।

৫১

ব্যালা হলো দুই পোর
ছোট গাঙে লাওয়া
তাড়াতাড়ি উট্যা পড়
প্যাটে চায় খাওয়া

৫২

বাও ভরে পাতা ওড়ে
ক্যাড় কেঁড়ি বাঁশ ঝোড়ে।

৫৩

ঝিম ঝিম হিম সিম
বড় পাট কস্তা
কাঁদে[৪৭] তোল ছোলা বুট
তিন মুন্যা বস্তা।

৫৪

দুর গাঁয় দুর বায়
আককাশে[৪৮] ওড়ে ধুনা
ফাঁস লাগে বলদের
গলাসীর[৪৯] ষোল কুমা।

৫৫

এক ঝাঁক বাল্যা হাঁস
উড়্যা যায় বাসাতে
ছাও[৫০]সনে হবি[৫১]দ্যাখা
এই মনো আশাতে।

৫৬

খাওয়া শ্যাষ পাতা তোল
খোব[৫২] দিয়া পড়ে ঝোল।

৫৭

আম গাচ[৫৩] ঢোরাঢুরি
এ'দ্দুবের[৫৪] লোড়ালুড়ি[৫৫]।

৫৮

এই ঠাট শিকলি
কপপালে টিকলি
টিকলির মূল্য
গাব[৫৬] চাম[৫৭] তুল্য।

৫৯

বিল, ঝিল, গাঙ, খাল
রাত দিন টানো জাল
মাচ পাল্যা কয়ডো
নয় কুরী নয় ডো।

৬০

কাজী বাড়ী মাঝি বাড়ী
এক তালে সোর
খাই দাই আসো যাই
আ'লো[৫৮] রাত ঘোর।

৬১

দশ দশে এক শও
কত হয তুমি কও
কওযা বোলা পড্যা থা'ক
ঝোড়ে ঝোড়ে ডাহে[৫৯] ডাগ

৬২

সদ্‌, মধ্‌. ষদ্‌ তাবা
বাস করে এক পাডা
সবে মেলে এক ঠাঁই
বাব্‌ কুন্‌ কেন্যা নাই।

৬৩

প্‌ষ মাস্যা ভাগা পিট্যা
ঘ্‌গ্‌ ডাহা উজ্জাড ভিট্যা।

৬৪

নাঙ্‌ল[৬০] জোযাল
কাঁন্দে[৬১] বয় বাঙাল
খাটে দিন বাত
বচ্ছব নাই খালি
সোনতান[৬২] তিন হালী
প্যাটে নাই ভাত।

৬৫

আষাঢ় মাস
বাও হাঁস ফাঁস
ঝুম ঝুম বিষ্টি
ক্ষ্যাত ভর ঘাস।

৬৬

আক্কাশ নীল
উড়ল চিল
মাট ঘাট কাটফাটা
শুকনা বিল।

৬৭

সাদা ম্যাগ ভাস্যা যায়
কোন দূর গাঁয়
এক টানা ওবিরাম[৬৩] নাই
দক্ষিণ বায়।

৬৮

জল ধর সড়্যা পড়
মাচ মাঙে গদাধর।

৬৯

তিড়িং, বিড়িং চড়ুই লাফায়
গাও[৬৪] ঘামেরে দারুণ ধাপায়[৬৫]।

৭০

অলি গাঁও বলি গাঁও
জলী ধান চষে
করে গুড় পাটারী
খাজুরের রসে।

৭১

আলো ম্যাগ[৬৬] গ্যাল[৬৭] ভাস্যা[৬৮]
ধুলা ওড়ে চোত[৬৯] মাস্যা[৭০]
চোত মাসে পানি নাই
পরান করে আসি যাই।

৭২

ঝোড়ে ঝাড়ে কানা কুয়া[৭১]
পুত পুত টানে ধুয়া
টানে ধুয়া সারা ব্যালা[৭২]
বাচ্চারা করে খ্যালা[৭৩]।

৭৩

চিন্যার বোজা মাতার[৭৪] পুর[৭৫]
বাড়ী আচে মধুপুরে
হাটে বাপ্ ছিট্যা লোড়ে।

৭৪

গাচ তালা মরা ডাল
টিনের ঘরে পোড়া চাল।

৭৫

টোপলায়[৭৬] বাঁদা[৭৭] চিন্যা
কাল ভরা খায় কিন্যা
কিন্যা খায় গবীবালী
গামচায় জোড়াতালি।

৭৬ (ক)

পাচুন ম্যাবা তোল ঝড়া
চোত মাসে কবে খণা
খরা লাগ্যা ধান পোড়ে
ক্ষ্যাতের মদ্দি ধুলা ওড়ে।

৭৬ (খ)

খ্যাওয়াব[৭৮] লায়[৭৯] মাজী[৮০]
ডাক পাড়ে কাজী
লাও[৮১] গ্যাচে[৮২] মধ্যে
ডাক পাড়ে বৈদ্যে।

৭৭

এই ত্যানা[৮৩] গোন্দ[৮৪]
আচে কিছু সোন্দ[৮৫]
সোন্দের কাম নাই
ছেঁড়া ত্যানার দাম নাই।

৭৮

লাল ফুল গুঞ্জি তিল
আকাশে ওড়ে চিল

চিল ওরে বিল পাড়ে
নানা মিয়া পলো।[৮৬] সাবে।

৭৯

শুকনা ঘাটা মাটি ফাটা
ঘোষের ডাহে[৮৭] ক্ষীর‍্যা মাট।
চুকা[৮৮] মাটা মেসিন টানা
চ্যাংড়া বুড়ার আচে জানা।

৮০

বলোর[৮৯] ক্ষ্যাতে[৯০] বগল্যা[৯১] ঘুরে
ঢেল মারবু জোরে সোবে
ঢেল গ্যাল ফসকা
ধায়া গ্যাল রসক্যা।

৮১

ঢ্যানা চোরের চিরবিড়ানী
ঝাড়া বাবুর মোতের পানি
মোতের পানি গোন্দ
আগুন[৯২] ঘ্যাসা খোন্দ।[৯৩]

৮২

ভাড়ুং ভুড়ুৎ সুইচোরা
চখা চোখী জোড়া জোড়া
জোড়ায় জোড়ায় উড়্যা যায়
কানা বগী মাচ খায়।

৮৩

ভ্যাবায়[১৪] কে-রে, ভ্যাড়া
ম্যামায় কেরে, ম্যাড়া
ম্যাড়ার কান কাটা
বাদ্যা[১৫] ফালা ঝাঁটা ।।

৮৪

হাটে যাব তরুই হাটা
ট্যানা লেব ছাগল পাঁটা
টানলি কবে ব্যাজায় খঁুটি
ভ্যাবানে তার নাইরে জুটি ।

৮৫

পায় ধরল মশ্যা জোক
রক্ত খায়া লাগায় শোক
কুশ্চি চাচ্যা খিল বানা
দেব শালাক লই টানা ।

৮৬

গরু নাই গোয়াল ঘরে
ধূলা ওড়ে উজান চরে।

৮৭

কাল্যা গাই টানে গাড়ী
বকরীর মুখে দাড়ি

৮৮

মন মাঝি লাও[১৬] বয়
ঝড় ওঠে, জাগে ভয়।

৮৯

সোঁত[১৭] কয় কল কল
ছোট গাঙ[১৮] টালা[১৯] জল।

৯০

ধীরে চলে টাট্টু ঘোড়া
ঘোড়ার পিটে বসল খোঁড়া।

৯১

পলু বাবু খায় সন্দেশ
শয়তানে মারে গুদ।

৯২

খেদ ঝরে বীণাতে
ব্যথা ভরা ছিন্যাতে।

৯৩

পূর্ব দ্যাশের[১০০] কামলা[১০১]
পান্তা[১০২] ভরা গামলা[১০৩]।

৯৪

ওরে ওরে পশশী
টোপ দিয়া ফালা বশশী।

৯৫

ন্যাংটা সাধু চ্যাংটা জার
হাড়ে কাপায় থর থর।

৯৬

ক্যাড় ক্যাড়ানি থুলুর ঘানি
ধুলা উড়ায় বাও কুড়ানি।

৯৭

জল বাওসায় গাচের পাতা
ভাঙ্গ্যা পড়ো পালকর মাতো॥

৯৮

মিয়া জানের গরুর গাড়ী
ঠমক ঠমক চলল বাড়ী।।

৯৯

আঁদাব বাড়ীব বাদাবে
গাই হারালো দাদাবে।

১০০

দাদাব বাড়ী দাদপুব
আঁটে ব্যাচে মাদগুড।

১০১

হারে দাদা যাদুরে
গাঞ্জা টানা সাদুরে।

১০২

হাতা ধর, পাতা দে
দই কাট্যা[১০৪] মাতা[১০৫] দে।

১০৩

গায় ধুলা, চুলে বাল্
ঘাটা দিয়া যায় ঝাল্।

১০৪

আড়ি গুড়ি কামে ভাবী
ভাত খায় চাড়ি চাড়ি।

১০৫

বাও ছোটে পাতা লড়ে
টপর টপর ফুল পড়ে।

১০৬

ঝিল মিল জোছনা
মিল মিল মন
ছুঁই ছুঁই বার বার
করলাম পণ।

১০৭

মান গাছে গোড়ে ছাই
ধান বুনে বড় ভাই।

১০৮

দলা দলা ইট্যার[১০৬] দলা
দলা পুঁটি চলাচল।

১০৯

ঝাঁকার মুদি কাপুড় চুপুড়
পানিত নাম্যা ঘাপুড় ঘুপুড়।

১১০

ভাত খায় কর্তা
পাতে আলু ভর্তা[১০৭]।

১১১

হাত ভরা মুড়কি
চুনকাম সুড়কী।

১১২

গাছে আম কম্লালী
শুকনা কাল ঘড়ালী।

১১৩

ওই রে আল্লা বল হাঁইও।
সাবাশ জোয়ান হাঁইও।
জোড়ে টান হাঁইও।
নাইমবো তরী হাঁইও।
খিলাইবো মুড়ি হাঁইও।
ভাদ্দুর মাসে হাঁইও।
তালের পিঠা হাঁইও।
হশুর বাড়ীর হাঁইও।
নাস্তা মিঠা হাঁইও।
ওই বোল রে বোল হাঁইও।
হাঁইও হাঁইও হাঁইও।

১১৪

জোড় আছে ? আছে
তালি জোড় কররে জোড় কর।
জোড় কর হুজুগ দিয়া।
এই জোড় যে না কইররো
তার নানীরে সাতে আমার বিযা-রে-রে-এ-এ-এ।

১১৫

হাঁইও রে হাঁইও।
হশবর বাড়ী যাইয়ো।
হাঁইওরে হাঁইও।

ইশবর বাড়ী যাইয়ো।
হাঁইও রে হাঁইও।
নদীর ঘাটে নাইয়ার নাও।
হাঁইওরে হাঁইও।
উইঠা বইছে দুবার ছাও।
হাঁইওরে হাঁইও।
নায়েব আলী কানা
হাঁইওরে হাঁইও।
জোড় যেনা কইববো
হাঁইওরে হাঁইও।
আমি তাব নানা।
হাঁইওবে হাঁইও

১১৬

ওরে চন্দ্রাবতী হাঁইও।
ওরে প্রাণপতি হাঁইও।
ওরে দোলন পক্ষী হাঁইও।
ওরে ঘরের পক্ষী হাঁইও।
ওরে সোনার টুনি হাঁইও।
ওরে আমার বুনি হাঁইও।
ওরে হাঁইও হাঁইও হাঁইও।

১১৭

ইড়িং বিড়িং কাঠের নাও হাঁইও।
কাঠ ভাঙ্গাইতে হুগলী যাও হাঁইও।
হুগলীর পাহাড়ে হাঁইও।
কাঠ কাটানী ঘোরে হাঁইও।
কাঠ কাটানী কাঠ কাটে হাঁইও।
হেঁইও কইলে জোড় খাটে হাঁইও।

১১৮

ওরে সাবাশ জোয়ান হাঁইও।
জোড় কইবা মাব টান হাঁইও।
জোড়ের নাম হিয়া হাঁইও।
করাইয়া দিম্ বিয়া হাঁইও।
মণ্ডল বাড়ী গেছিলাম হাঁইও।
কন্যা এ্যাকটো দেখছিলাম হাঁইও।
কন্যা একটু কালা হাঁইও।
আব সবখানি ভালা হাঁইও।

১১৯

জোড় কররে জোড় কব হাঁইও।
হিংইও বইল টান মাবো হাঁইও।
ওই জোড় কররে জোড়েব রাজা হাঁইও।
পিটা খাইবা ত্যালে ভাজাও হাঁইও।
ওই টান মাবোবে জোড়ে টান হাঁইও।
চ্যাকার চ্যাকাব খাইবা পান হাঁইও।

১২০

আরে আল্লা হাঁইও।
মাঝি মাল্লা হাঁইও।
হাইও রে হাঁইও হাঁইও।
জোড়ে টানো হাঁইও।
জোড়ের নাম হিয়া হাঁইও।
কাঠ ভাঙ্গাইবো হুগল গিয়া হাঁইও।
হুগলী রাজার সাবোদ নাম হাঁইও।
এই লাইগাদের এবার জোড়ের কাম হাঁইও।

১২১

ওরে নামে বীব	হাঁইও।
কামে বীব	হাঁইও।
জোড় কব ঘেমটি দিয়া	হাঁইও।
নাত যাইবো বন্দর দিয়া	হাঁইও।
বন্দবে পাটের ফুল	হাঁইও।
জোড় কইরতে অয়না ভুল	হাঁইও।
জোড় কবিলে ইনাম পাবে	হাঁইও।
তিন সন্ধ্যা খাওন পাবে	হাঁইও।

পাদটীকা

১। স্বামী ২। ক্রোশ ৩। বুবু বা বোন ৪। মেয়ে ৫। ছেলে ৬। কান্না ৭। রান্না ৮। সময় ৯। মেয়ে ১০। ডাউল ১১। গুটি ১২। গাছে ১৩। পিছনে ১৪। মাথা ১৫। স্তন ১৬। শরীরে ১৭। বল ১৮। পিছনে ১৯। মাছ ২০। মাছ বিশেষ ২১। চীৎকার ২২। জমিতে ২৩। পানি পথে অন্যত্র দেয়া ২৪। মরিচ ২৫। রান্না ২৬। মেজো ২৭। কাঁথা ২৮। পথে ২৯। যৌবনের ৩০। বসে ৩১। পর্ব উপলক্ষে উপহার ৩২। মুখে ৩৩। শরীর ৩৪। নদী ৩৫। সাঁওতালদের ৩৬। কাস্তে ৩৭। নিড়ানি ৩৮। গরুর গোবর ৩৯। পুঁটলী ৪০। ভবঘুরে ৪১। পুকুর ৪২। স্বামী ৪৩। মাথা ৪৪। ভেসে ৪৫। কালো ৪৬। ছায়া ৪৭। স্কন্ধে ৪৮। আকাশ ৪৯। গরুর গলবন্ধ রশি ৫০। বাচ্চা ৫১। হবে ৫২। ফাঁক ৫৩। গাছ ৫৪। ইঁদুর ৫৫। দৌড়াদৌড়ি ৫৬। গায়ের ৫৭। চামড়া ৫৮। আসল ৫৯। ডাকে ৬০। লাঙল ৬১। স্কন্ধে ৬২। সন্তান ৬৩। অবিরাম ৬৪। শরীর ৬৫। গরম ৬৬। মেঘ ৬৭। গেল ৬৮। ভেসে ৬৯। চৈত্র ৭০। মাস ৭১। এক প্রকার পাখি ৭২। সময় ৭৩। খেলে ৭৪। মাথার ৭৫। ওপর ৭৬। পুঁটলি ৭৭। বেঁধে ৭৮। পারাপারের ৭৯। নৌকা ৮০। মাঝি ৮১। নৌকা ৮২। গিয়েছে ৮৩। নেকড়া ৮৪। গন্ধ ৮৫। সন্দেহ ৮৬। মাছ ধরার যন্ত্র ৮৭। ডাকে ৮৮। টক ৮৯। কলাই অর্থাৎ মাসকলাইয়ের ডাল ৯০। জমি ৯১। বক ৯২। অগ্রহায়ণ মাস ৯৩। ধান পাট কাটার সময় ৯৪। চীৎকার ৯৫। বেঁধে ফেলা ৯৬। নৌকা ৯৭। স্রোত ৯৮। নদী ৯৯। যে জলের মধ্যে সব কিছু দেখা যায় ১০০। দেশের ১০১। ক্ষেত মজুর করে যে ১০২। পানি ভাত ১০৩। পাত্র বিশেষ ১০৪। হাট বাজার ১০৫। কেটে ১০৬। মাথা ১০৭। ঢেলা ১০৮। হানা।

বরিশাল

বরিশাল থেকে মেয়েলী ছড়া, খেলার ছড়া ও শিশু বিষয়ক ছড়াগুলো সংগ্রহ বরেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান।

ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ গঙ্গাপুর
ডাকঘর ঃ বদরটুলী
জেলা ঃ বরিশাল।

মেয়েলী ছড়া

১

মাগো মা বড়ৈ পাড়তে গেছিলাম
কাঁড়ার গইদ্যে পড়্‌ছিলাম।
কাঁড়ায় লইল শলুানী
বুইড়ায় লইল দৌড়ানী
বুইড়ায় গ্যাছে আডে
মাছ আইন্যা কোডে।

২

হনুবুজান হনুবুজান
থালেতে কইর‍্যা পিডা দেন
খাইয়া যান খাইয়া যান।
মান্দার[১] গাছে কদু পাতা
বাবরা গেছে কলিকাতা
কেরে[২]ডে কমু দুকখের কতা
যায় চই চই।

৩

মাগো মা—আইচা দেন খেলাতে
বাঁশী দেন বাজাইতে
বাঁশীর মইদ্যে কদুর দানা
টিপ দিলে যায় ডাকতারখানা।

ডাক্তার খানায় মিঞাজী
একখান আছে জিলাফী
জিলাফী খাইতে মিসট্,
পয়সা দিতে কসট্।

৪

উত্তরেতে গেছিলাম
কই মাছ খাইছিলাম
কই মাছের ত্যেল
পুরবো জলে
পুরবো পাটী
ফুডাইলারে কাট্টি।

৫

আম গাছেতে শুইন্য লতা
ক্যেরডে কহম দুঃখের কতা,
মায় মরছে শিশুকালে
বাপে করছে নিহা
হতীত মায় জ্বালা দেয়
তুষের আগুন দিয়া।

৬

আইটা গাছের খাইট্যা শুপারী
বাদল গাছের পান

চৌরাশীতে কাড়ে গদুয়া
দাসী জোগায় পান।
দাসী ফারাগ যায়া কয়
সবাই মিইল্লা[৪] খায়া গেলাম
সোনার বাড়ার পান।

৭

উত্তরেতে দেইকখ্যা আইছি
বড় বড় ধনী
পান কেনে না পয়সার ডরে
চাড়া চাড়ারে সনী[৫]।
আয়রে দাদা হারামজাদা
ভদদর লোকে খায় পান
বান্দীর প্যেডের মাইয়া অইয়া
ক্যেমনে মারলি বিষে।

৮

ঐ দ্যাহা যায় তালগাছ
ঐ আমাদের মায়গো দ্যাশ,
ঐ তালও পাকিবো
আমার মায় ও কান্দিব,
কমল কমল দুধের সর
কেইমনে করবো পরের ঘর,
পরের পুতে মারিব
সাইছে[৬] বসে কাঁন্দিব।

৯

আমেনা গাবগাছটা তোর নামে না,
ভাতার বাড়ী যাবে না।
ভাত দিলি তা খাবে না
দেইলো মাগি চাল কোট।
ভাংগা নোটে কি কোট ?
যা দে পারিস তাই দে কোট।
তাল তলা দে সাপ যায়,
পুটি মাছ গান গায়।

১০

আয়সার বিটা দারোগা
ডিম পারছে বারোডা,
আয়সার সাথে রাগ করে
ডিম নিচে ভাগ কইর‍্যা।

১১

হাড়ি ভরা পানতা ভাত
সরা ভরা ঘি,
আমার সাথে কথা কও না
ভাবডা হয়ছে কি।

১২

আগডুম বাগডুম
বিয়েতে মহাদুম
বন হতে এল টিয়া
লাল টুপি মাথায় দিয়া

১৩

ছোট বৌ লো
বড় বৌ লো
ঘাটে যাবি লো
পানির তলে শামুক ভাসে
শুনতি যাবি লো।
বাঁশ বায়ে পানি পড়ে
চাটে খালি লো।

১৪

বিয়ের আগে উপার্জন
গরু পুষ্টি সম্পাদন
নারীর যৌবন বিলক্ষণ
সময় নিষ্ঠা অলক্ষণ।
জঙ্গল পানা নির্বাসন
শ্রমের মর্যাদা বর্জন।

১৫

এ ছ্যামড়া
প্যাট কামড়া
প্যাটে বোলে ছাই।
প্যাটের ভিতর অসুখ হলে
কোন পথ দে যাই।

১৬

ফুলি উঠে ডুলিতি
ফুলির বিটা কাহার
এই তো ফুলির বাহার।

১৭

আতা গাছে পাতা নাই
টেঁডি মাগির ভাতার নাই
ঝাল পিঁয়াজ তরকারী
টেঁডি মাগি সরকারী।

১৮

আয় তি তি তি, মুরগী পুশিচি
মুরগীর জ্বালায় যাব কনে ছুড়ান ঝুলয়চি।
ছুড়ান গেল ফসকে
দুদুর মাসি দেশকে।

শাক কুটলাম কুচি কুচি, বাগুন থুলাম ঝালি
শিশু ম্যায়া বিয়ে দিয়ে ঘর করলাম খালি।
আজ ও মায়্যা দেব না
কাল ও ম্যায়া দেব না।
মায়্যা দেব সাজাইয়া
টাকা নেব বাজাইয়া।

১৯

সাপান দিচি গায়
আলতা দিচি পায়
এ ছ্যামড়া ক্যামন দ্যাহা যায়।

২০

আতা গাছে তুতা পাখি
ডালিম গাছে ভেউ
আবুবকর কয়ে গ্যাছে
সুকজান আমার বউ।

২১

আমরা যাচ্ছি মামুর বাড়ী
চড়ে দুই কান চাকার গাড়ী।
তোরা সামনে থেকে সর
নাই চাকাই কাটে মর।

২২

এট্যা কথা
ব্যাংয়ের মাথা।
কি ব্যাং ?
সরু ব্যাং।
কি সরু ?
গাই গরু।
কি গাই ?
নীল গাই
কি নীলে ?
বাট বিলে।
কি বাট ?
গুয়ো চাট।
কি গুয়া ?
চারু গুয়া।
কি চাও ?
গু খাও।

২৩

একটা তারা, দুইটা তারা
ঐ তারাটা পুটি মারা।
পুটি মাছের চড়চড়ি
বোয়াল মাছের দাড়ি
কেমন করে যাবি তোরা
আমার শ্বশুর বাড়ী।

২৪

মা গো মা জামাই আয়েছে
হাত নেই বসে দাঁড়ায় পড়ে মুতি রয়েছে।
এক বদনা পানি দিলাম মাথায় বান্দেছে।
এক থাল ভাত দিলাম খায়ও না
মুড়ো ঝাটা দে বাড়ী দিলাম
যায়ও তো না।

২৫

পোদ্যের[৮] পাতা চাকা চাকা
বড় ভাই গ্যাছে কলকাতা।
আনতি কইছি ঢাকাই শাড়ী
আনে বসছে বোম্বায় শাড়ী।
ও বোম্বায় নিব না
ঘরে শুতি দেব না।

২৬

মা গো মা আমার ক্ষিদা লাগেছে
পানথা ভাতের মণ্টু আমার মিঠে লাগছে।
মা গো মা বাবা আমায় বিয়ে দেবে পালকি থুইচে।
ম্যা, ভাই আমার সংগে যাবে কাপড় গুচায়ছে।
মা লো কেন্দেলি[৯] কেনতেছে
ভাই বৌ হল ঠেলনি ঠেলতেছে।
দাদি হোল পান পাটনি পান কাটিতেছে।

২৭

চিল মরেছে চিল মরেছে
সেচের পানি খায়ে
চিলির মরণ দেইখতি যাব শনক শাড়ী পইড়ে,
মা দিল ত্যাল সাবান বাপে দিল বিয়া
কোন শালারা নিয়া গ্যালো ঢাক বাড়ী দিয়া।
ঢাক গ্যালো গড়াগড়ি
মিয়া ভাইরি বিয়ে দিল
কলকাতায় বসি।

২৮

কত কত নিলে খেলা
মারে দিলাম ফুলের ডালা
সেই ফুল ফোটপে,
মার পরাণ কাটপে।

২৯

বরই গাছে তোরই ফুল
মামুর বাড়ী বহুদূর।
মা তুমি কান্দে না
শামেনারে বান্দে না।
শামেনারে আগে দাও
মাঝে ভাইরি পাছে দাও।
দক্ষিণ ঘরে বিচেন দাও
খবর খবরা মিঠেই দাও।
শামেহার নাম কি?
শাহাদতের পালকি।

পালকি যাবে কোহান দি
তুতা মিয়ার খলা দে
তোতা বলে ক্যাধে
মোমের বাতি জ্বলে।

৩০

ইলিশ মাছের ৩০ কাটা
বোয়াল মাছের ধাড়ি
দুই শতিনি ঝগড়া বাদায়চে
আহম্মদের বাড়ী।

৩১

আলে ছালে দো পাতা
আলের বিয়ে কলকাতা।
আলের সাথে যাবে কে ?
দুড়ো ঘুঘু সাজাইছে।
এট্যা ঘুঘু যাবে না
আলের বিয়ে হবে না।

৩২

ময়না মতি স্বরসতী
কাল ময়নার বিয়া
ময়নারে নিয়া যাবে
কদম তলা দিয়া।

কদম তলার পাখীগুলি
ঝিকির মিকির করে
তাই দেইখ্যা ময়নার মা
কদু চুরি করে।
বদু কুটলাগ চাক চাক
জামাই আসল ঝাঁক ঝাঁক।
ও জামাই নেব না
মায়ে বিয়া দিব না
মায়ের পরে দধির সর
ক্যামনে করবে পরের ঘর।
পরে যদি বোলবে
মায়ে বসে ফোলবে।

৬৩

ছোট কালে খেলা করলাম
মালা ঠুলি দিয়া
ভাই বৌতি গালাগালি দিল
থুবড়ী থুবড়ী কয়া।
আজ থুবড়ীর কাজল কাজলা
কাল থুবড়ীর বিয়া।
থুবড়ীরে নিয়া যাবে
কদমতলা দিয়া।
কদমতলার পথ ঘিরেছে
হিরের কাটা দিয়া
তাই দেহে কাহার দল
আসল জুতো থুয়া।

৩৪

ও কায়ো[১০]
ডায়ো[১১] ক্যান ?
বলের[১২] আটা খায়ে
জরিনার মা পাগল হয়ছে
পচা ডিম খায়ে।

৩৫

ঐ পাড়ার এ্যাক বেবী ছেমড়ী
যাঁও রান্দেচে।
আগে যদি যানতাম
শিকল ধরে টানতাম।
শিকল গ্যালো ব্যাকাইয়া
বোড়া মলো ক্যাকাইয়া।

৩৬

আয়সা নটি
জলের ঘটি
জল ডুগডুগ করে।
হলদে কাপড় নাড়ে দিলি
জলদি ভাতার ধরে।

৩৭

মাইজ্যা ভাই সাইজ্যা ভাই
ঢুলী আন বাড়ীত যাই।
গায যদি থাকতো গো
ঢুলীত ধইবা কাইনতো গো।
বাপে এমন ডাকাইত গো
ঢুলীত ভইব্যা দ্যায গো।
ও রসের ভাইর বো গো
আমাব মাবে বুঝাইও।
আমবা অইলাম পরের ঝি
আমাগো কতা লইবোনি।

৩৮

আধখান কৈ মাছ তালগাছ বায়
সোনার কৈতব উইড়া যায়
বকুলেরে নিতে চায়।
আইনতে কইছি রেশমী চুড়ি
আইন্যা থুইছে মাইট্যা চুড়ি
যাইস না তোমাব বাড়ী।

৩৯

হাঁডিব মধ্যে বাদ্যবাজে
বেয়াইন ভাল না
রসনারে বিয়া দিলাম
রস খাইলাম না।

৪০

পান খাওয়নি চুন খাওয়নি
কবিরাজের বউ
কবিরাজ মৈইর‍্যা গ্যালে
পান পাইবা কৈ ?

৪১

বাসকুম বাসকুম
রাতে দিনে তেইশকুম
চুলটানা বিবিযানা
লতিফ মামুর বৈঠকখানা।
পান শুপাবী খেতে
পানেব মইদ্যে মিন্দিপারা
আমার নাম রেনুবালা
আমি অইলাম দেশের জ্বালা।

খেলার ছড়া

৪২

একটা ঘুঘু রান্ধে বাড়ে
আরেকটা ঘুঘু খায়
আরেকটা ঘুঘু নাচতে নাচতে
তালই বাড়ী যায়।
তালই দিল ধান দূর্বা
মাঐ দিল ফুল
জয়গুনেরে বিয়া দিলাম
শ্রী গাঙ্গের পুর।
থাক বউন থাক বউন
পতের দিকে চায়া
ছয়মাস পরে নিব আইয়া
হাইট্যা ধান দ্যাহাইয়া।
হাইট্যা ধান গিচি গিচি
বালিয়ায় আঁধার খায়
এমন সুন্দার জোড়ের বইন
পরে লইয়া যায়।

৪৩

ডাক ডাক বেলী
আমরা দু'জন খেলি
কে নিবে আমগাছ,
কে নিবে জামগাছ ?
আমি নেব আমগাছ
আমি নেব জামগাছ।

১৪

গোয়ালরে ভাই গোয়াল
কিরে ভাই গোয়াল ?
তোর ছাগলে ধান খায়
ধান না খাইয়া পাতা খায়
একটি ছাগল বান্ধা যায ।
কাব বিয়া ?
বকুলের বিয়া ।
কি বাজাইয়া ?
ঢোল বাজাইয়া
ঢমাঢম ঢমাঢম ।।

৪৫

ছি ছি কানাইয়া
নৌকা দিমু বানাইয়া
নৌকা যদি উড়ে
বিয়া দিমু তোবে ।

শিশু বিষয়ক ছড়া

৪৬

কুট কুট বাবা
বিসকুট খাবা
চাবি ছোড়ানী
নাইকল কোড়ানী

৪৭

আকাশ কি জোছনা
ফুলের কি বাসনা
কেঁদ না কেঁদ না।

৪৮

আয় চাঁদ লইড়া
বেলা গেছে পইড়া
উগেব তলে বইয়া বইয়া
মনুরে লইয়া খেলা।

৪৯

ও মন, কাইনো না
গোগায় দইর‍্যা নিব

তোমার মামায় সদাগর
চান কইর‍্যা দিব।

৫০

ও মনু কনু গো
চাউল দুইতে গ্যাছে
পোঁটকা মাছে ভ্যোটকা দিছে
লোলট পইড়া গ্যাছে।

১। এক প্রকার গাছ ২। কার নিকটে ৩। সতাই মা ৪। মিলে ৫। অভ্যাস্ত ৬। সন্ধ্যায় ৭। লালন-পালন করা ৮। পদ্ম ফুলের পাতা ৯। সৌখিন সামগ্রী ১০। কাক ১১। ডাকো ১২। এক প্রকার ফল।

রাজশাহী

রাজশাহী থেকে 'খেলার ছড়া' ও 'শিশু বিষয়ক ছড়া'গুলো সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব শাহাদত হোসেন।

ঠিকানা :
হাসির কুৎসা উচ্চ বিদ্যালয়
ডাকঘর : গোয়ালকান্দি
জেলা : রাজশাহী

খেলার ছড়া

১

গুড় গুড় হেণ্ডেল
পায়ে দিব সেণ্ডেল
হাতে দিব ঘড়ি
যাব শ্বশুর বাড়ি।

২

কিট কিটানী তালে ফুটানা
তালে ধরে ছাতি
কাঙ্গা গরীবের নেমতা
ভান্দরলুকের লাটি।

৩

অমনি[১] মায়ের ধুর্মানি
ফররের[২] গাছের ভুতনি।
ফরর[৩] খাযে খাযে মকমকায[৪],
কুচা[৫] মুরগী ফক ফকায[৬]।
কারটে আছে কারটে নাই
বুলে দেয়ার কাউয়াটি[৭] নাই।

৪

ছিরে[৮] গুড়ু[৯] হাঁস, তল্লার বাঁশ
তল্লা[১০] লড়ি[১১] ছৈ দড়ি
ছৈ এর আগা ব্যাগুন ফাটা
তাক ডুম্‌ডুম্‌ বলাব আটা।

৫

ছি গুড়াগুড় কেমন খ্যালা
দশ বারোডাক প্যারে ফ্যালা।
দশের আগ বনের বাগ[১২]
ফিস্কা উড়ায় মাথাব পা চ
পাক, পাক, পাক।

৬

ছিরের ছাতুনেব ডাল
বিছি মারে পাল পাল।

৭

আমি ভাই একলা
খেজুর গাছের বাকলা।
খেজুর গাছ নড়ে চড়ে
তীব ধনুকে বাড়ি পড়ে।

শিশু বিষয়ক ছড়া

৮

নিন্দো নিন্দো বাদুড়ের ছাও
একটা কালায় গুয়েত পেলে ধুইয়া ধুইয়া খাও
তা খাব না খাব না বলসি কিনা দ্যাও।
কলসির ভিতর গুমা সাপ
ফুলা উটলো
বরের বাপ।
একটা খাবে পবন ঠাকুর
একটি খাবে টিয়া।
টিয়ার বিটির বিয়া
লাল শাড়ীখান দিয়া
কাল অন্তর লিয়া যাবে
ঢাকত বাড়ী দিয়া।

৯

আয় নিন্দ বায় নিন্দ
ত্যাত ভারী শাগ
ল্যাজকোটা শিয়াল এ্যালো
চোখ বুজাই থাক।
হাটের নিন্দ ঘাটের নিন্দ
ঘাটাত বোসা কান্দে
সেই নিন্দ এ্যাসা
ছাওয়ালের চোক বান্দে।

১০

ছমচাব[১৬] পাচে ছিটকীর গাচ
ঘদ্দন ঘদ্দন গিরা
লাপ দিয়া পাব হোতে
শাড়ী গ্যালো চিবা
বনে দিল সাত্তশ টাকা
মায়ে দিল শাড়ী
ভায়ে এ্যাসা কিল ধদ্দমাধদ্দম
চল ভাতারেব বাড়ী।

১। অকারণ ২। এক প্রকার গাছ ৩। দুধের স্বর ৪। গর্বমিশ্রিত আনন্দ ৫। ডিমে তা দিচ্ছে ৬। চীৎকার ৭। কেহই নাই ৮। একটি ধবনাত্মক শব্দ ৯। হাডুডু খেলার আঞ্চলিক নাম ১০। তল্লা বাঁশ ১১। বাঁশ কেটে যে ছড়ি তৈয়ার করা হয় ১২। বাঘ ১৩। ঘরের পিছনে

সিলেট

সিলেট থেকে 'মেয়েলী ছড়া,' খেলার ছড়া, ও 'বিবিধ ছড়া'গুলো সংগ্রহ করেছেন নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর।

ঠিকানা :
গ্রাম : দরগাহপুর
ডাকঘর : বৃন্দাবনপুর
জেলা : সিলেট।

মেয়েলী ছড়া

১

ও তালাই কুবাই[১] যাও
এখান কথা হুনি[২] যাও।
আমি আইলাম তোমার বাড়ী
তুমি যাওগি বাড়ী ছাড়ি।
আইছো পুনা খাইতায় কিতা[৩]
বরুয়ার[৪] ভাত করোলা তিতা।
বরুয়ার ভাত যেমন রাব[৫]
আনা ছালনে[৬] পারি তিন কাব[৭]।

২

প্র ঃ ও তালই নরম[৮] দু ?
উ ঃ তোমার মাঐ নু নাই।
প্র ঃ নয়া একজন আনো নানে[৯] ?
উ ঃ তোমরা চাইয়া দেও নানে[১০]।
প্র ঃ আমারার চাওয়ায় অইবে কি ?
উ ঃ না অইলে চলবোনি।
ঘর দুয়ার থইয়া বারেতামনা[১১] পারি
মাঐ যে আস্তায়[১২] আন্তাজ করি।
ভাত রান্ধা যেমন তেমন
তামাউক মলতো অইবো ভালা
মাই বাপ তুলি গাইল[১৩] দিলা
মুখ করতো পারতো[১৪] নায় কালা।

৩

মুগীঁয়ে ডিম পাবে
মুগয়ি ঘগায়[১৫]
আই বেটি আইম[১৬] ছাড়ি
ঠুটজোড় মেলায।

৪

পুটুত গো ছাবালোবে মা
পৈঠা[১৭] বানলে[১৮] বান্না হিজে[১৯] না।
সাইবা[২০] খরো সাইব গ..
খবর কোনাত কদ..[২১] ব..।

৫

বিটালীর ঘব বিটালী[২২]
মাটি দি করে পিটালী[২৩]
ভাত খায গবম
ছালন[২৪] খায গাঞ্জা।
আলৈ[২৫] যায
বাজারে যায
খালি[২৬] ধাঞ্জামঙ্গা[২৭]।

৬

ছত্তারিযারে ছত্তাবিয়া
কেমনে গেল দাঁত ভাংগিয়া।

বুড়ির গুয়া খাইছেলোনি ?
আছাড় খাইয়া পড়ছলে নি ?
দাঁত ভাংগা কাউয়ার ডিম
বইলা[২৮] গাছোব গাছিড়ত,[২৯]
পাতি কাউয়ায় বিটি[৩০] দিলো
তান ভাংগা দাতোর গুড়িত।

৭

মনুর পারি বেটি গু
যেমন লোয়ার খাড়ি গু
এক গোষ্টীয়ে চৌদ্দ গুরো[৩১]
এরই লাগি তুখুম[৩২] বড়।

৮

আম পাতালো উলসী
জাম পাতালো তুলসী।
মামুয়ে পাড়েন চিরল[৩৩] পাতা
মামীয়ে রান্ধেন ভাত
কান্দিও না গো সোনামামী
মামু তোমার বাপ।

৯

পয়াপুড়ী আজলে
মামুর বাড়ী যাইরে।

মামুয়ে আনছেন নয়া মামী
ভাত রানতে উঠেন ঘামি
এক আঘা[৩৪] তিসমুতা[৩৫]
বেইল গেলগী[৩৬] পুরোর পুতা[৩৭]
পুবোর পুতাত টংগীঘর[৩৮]
বারে থাকি ছালাম কর।

১০

মেংটাপুড়ি[৩৯] রাতিয়ানা[৪০]
তাইবেনু[৪১] ভাড়া[৪২] যায় না
দুয়ারব[৪৩] গুড়িত[৪৪] বই[৪৫] থাকে
টলা[৪৬] চউখদি চাই থাকে।

১১

ডুবাইল নাও বাইতো পারে
তারে কয় নাইয়া[৪৭]
আংখিঠারে কথা কয়
তাবে কয় মাইয়া[৪৮]।

১২

মাঘ মাইয়া[৪৯] বাঘজাড়ে
বাঘে ঘুংগইর[৫০] ছাড়ে।
টপ টপাইয়া টেপরা পড়ে
বাঘ মামু পরবত ছাড়ে।

বস্তিত গিয়া মারে গরু
থাকে না কেউরর[৫১] ছুরদুভুরু [৫২] ।
আরি পরি হকলে মিলি
বাঘই শিন্নী করে,
বাঘ মামু চলি যায়
বাঘাই পীবর ডরে ।

১৩

কুবাইতনে[৫৩] আইলো তুফান
উড়াই নিলো গরু
বাপোর গদুত চিন নাই
হাত[৫৪] নাও[৫৫] পানি ।

১৪

অরম বিবির খরম পাও-ও
লাট সায়বর ছেন্টেল[৫৬] পাও-ও ।
লাটের বৌর ডিমাক[৫৭] বেশ
তান[৫৮] বাপর বাড়ী পশ্চিম দেশ ।

১৫

পেচা নাকো লারাঝারা[৫৯]
কদুটা নাকো হদুয়াগর[৬০] ভারা ।
নাক নাক করিছ নারে
নাকে অইতো কি ?

পলাও কুর্মা খইয়া বেটিয়ে
হাগো[৬১] দিছে ঘি।

১৬

সাগ্নির ঘরোর সাইর[৬২]
ভাংগি লাইগ্গু দাঁত পাইর[৬৩]।
তোর মানু[৬৪] বড় কামলী
তে খাট্টা[৬৫] খইয়া
ছালনো[৬৬] দিলে আমলী[৬৭]।
ভংতা ভাতে নুন দেহু
পানি ভাতো ঘি,
তোর জ্বালায় বাচিনা গো
সাইর নার ঝি[৬৮]।

১৭

প্রশ্ন ঃ অ নানী কিতা করো
উঃ আ-রে ভইন[৬৯]
বাইংগন দরো।
প্রশ্ন ঃ নানা কুয়াই[৭০] দেখি না
উঃ চউখে কানে হুনি না।
প্রশ্ন ঃ চউখ দি হুনৈন কিলা[৭১] ?
উঃ খদায় রাখছে জি-লা[৭২]।
প্রশ্ন ঃ তুমি অমন নরম[৭৩]কেনে ?
উঃ তোমার নানা আইলে
জিকাই[৭৪]বায়নে।

১৮

বিলাইয়ে[৭৫] ডাকে মেঁও মেঁও
ফকির বেটারে
ভিখ[৭৬] দেও।
ফকির বেটা অবায়[৭৭]চা[৭৮]
চাউল কড়ি লইয়া যা।
আথো[৭৯] লাঠি
কান্দো ছাত্তি।
কইকরর[৮০] পুত
কইকরর নাত্তি।
পারখানা[৮১] বোয়ালজুর
তাত্তো[৮২]খুড়া[৮৩]নুব
রেংগা জলাপুর :

১৯

উরিটা[৮৪] রামাইটা[৮৫]
বারমাইয়া[৮৬] বাইগনটা[৮৭]।
কিছু নাইরে ভাই তাড়ে
কুটায় বাইগন পাড়ে

২০

হুনছনি[৮৮]নো হুনছনি
নয়া বউর কাউছালী[৮৯]।
আইছলাম[৯০] পুড়ি[৯১]
আইলাম[৯২] বুড়ি।
কতোর[৯৩] জনম আথো[৯৪] পাথো
কতো মানু[৯৫] গোলাগাতো[৯৬]।

বউ বিনি কতো আইলা[97]
আর না দেখছি এমন ঝেলা[98]।
হাই[99] মানে
না ভাই মানে।
তাইর কথা
তাই অউ জানে।
চেরা চুরায়[100] দেখা যায়
ভাল মানষর[101] বেটি।
পনুয়ারে কইছি ছাড়ি দে
খড়মর[102] খঃটির

২১

কুরীর জাংগাল দেখছো নি
কিয়াস্তো[103] কিয়ানো[104] জান না ?
আগোর তলা হাগর[105] গাউ
কাউয়া দিঘির পইছমো[106] গাউ।

২২

নানী গো নানী
পাদো কেনে[107] ?
ও নাতিন
চুলোয় টানে।

২৩

বাও[১০৮] বাইত্যার[১০৯] লেশ নাই
পাতা নাইসে লড়ে
চধরী বাড়ীর গাছ[১১০] তো তালে
ধপ ধপাইয়া পড়ে।
তালের গুদা[১১১] লইয়া
রাবকলা মাখাইয়া
চাউলর গুড়িদি[১১২] আর
কলা পাতা বেরাইয়া[১১৩]।
ভাদো মাসো[১১৪] খাও যদি
খোলা ভাজা করি
হলোল[১১৫] কথা থইয়া[১১৬] মনো থাকবো
হারি[১১৭] বছর ধরি।

২৪

বাপে দেপ্তা[১১৮] বানায়[১১৯]
বেটা তার উল্টা যায়।
মাটি দেপ্তা খুদা[১২০] নায়
যে কয় তার আকল[১২১] নাই।
বাপ বেটা আর কেউ নাই
'আজর' 'ইব্রাহিম' বুঝা যায়।
ইব্রাহিমের বেটা ইছমাইল
দিও জনর[১২২] এক দিল।
দিও জন পেগাম্বর
বানাইলা বয়তুল্লার ঘর।

২৫

ধেপ পইয়ারে ধেপপইয়া[১২৩]
মাইয়ে নাচে উবাইয়া[১২৪]।
মাই আমার সুন্দরী
তোমা লগি কি করি।
চুড়ি গড়াই কাকন গড়াই
আর গড়াই নথ
সোনা মাইয়া বিয়া দিমু
আড়াই দিনোর পথ।

২৬

বাপের[১২৫] গুতে আলি নাই
ঘনো করি রুইছ চাই।
বাপে বেচতা কচুমচু
বেটায় হিঘসা ইলিম কিচু।
খানে দামান্দী দিয়া কইল।
অই গেলা চাইর পুলা।
হকোল অইলা গেলাগি জেণ্টুল মাইন
তারা অখোন 'চধরী' খসাইন।

২৭

আল্লাতালা যেনিয়াত[১২৬]
মেহের[১২৭] করিয়া
বানাইছইন[১২৮] এ দুনিয়া
আদমোর লাগিয়া।
খাইতে পিনতে[১২৯] চলতে ফিরতে
লাগে যতো তা[১৩০]

এক এক করিয়া রাখছেন[১৩১]
ভরিয়া দুনিয়া।
কোন চিজর[১৩২] না অয় যেমনে
টান কি তিরুট[১৩৩]
হকলর্তা হাজাইয়া[১৩৪] থইছন
করি সই সাবুদ[১৩৫]।

২৮

কর্ কর্ কর্
ঘর্ ঘর্ ঘর্
বুড়িয়ে হুতা[১৩৬] কাটে
তাইর জামাই[১৩৭] গেছে আটে[১৩৮]।
হুতা বেচি খরচ আনতো
ঘরগোষ্ঠী লইয়া খাইতো।

২৯

ছইকা গো ছইকা
তোর জামাই দিমু চাইয়া।
কোন গাউর জ্যমাই
ভাল মানষর বেটা।
গাউর[১৩৯] নাম কদম আটা
তাইন[১৪০] বুলে[১৪১] ছইদার[১৪২] বেটা
ছইদ আইলা[১৪৩] কুবাইতো[১৪৪]
শা জালালের লগেই[১৪৫]তো।
তে তো ভালা জামাই দেখি
জেঝা[১৪৬] দিমু এমডর ঢেকি।

৩০

আমার বাড়ীর তাঁ বড় নেকজাত
পিঠা বানায় অনেক জাত।
এন পিঠা
নেন পিটা
ভিতরে মধুর[১৪৭] দিয়া
গাইয়া মরচর[১৪৮] বীচ দিয়।
খাইতে পচ্চারী[১৪৯] উঠে
নাকে তালুয়ে জ্বলি উঠে।

৩১

লয় দেখি ভয় দেখি
ভিতরে আইংগুল[১৫০] যায় দেখি।
ধরিরা উপইত[১৫১]
করিয়া চিৎ
ভেতরে গেলে মন পিরিত।
গিরি ঘরর[১৫২] বউ
না ভাবিও লাজ[১৫৩]
যত ভিতরে যাইবো
আতাউ কাজ।
পাচ ভাই মাকুঝুক
বাওশ[১৫৪] ভাইর ঘাড়ো[১৫৫]
চেপ্টা খানদি[১৫৬] লাড়ি চাড়ি[১৫৭]
হারাই[১৫৮] দিলা ঘরো।
আলঘরাত[১৫৯] জুয়াল গরা[১৬০]
জুয়াল ঘরাতো তলঘরা[১৬১]
তলঘরাতো মলঘরা[১৬২]
মলঘয়াতো বিটঘর।

৩২

এক বেটির হাটানাটা[১৬৩]
দুই বেটির পান বাটা
তিন বেটির পেচি[১৬৪] আটা
চাইর বেটির পুরাবাজার[১৬৫]।

৩৩

মেঘারে মেঘা
তোর বাপোর নি গেছে[১৬৬] আঘা[১৬৭]
কিছু গেছে কিছু না
পুন্দে[১৬৮] পাইছে হুরো[১৬৯]
আগে আঘতা[১৭০] কলার তলে
অমন আঘৈন[১৭১] ঘরো।

৩৪

আমার নাম উমাই
ধান ফলাইছিলাম[১৭২] দুমাই[১৭৩]
অখন ফলাইছি বিরইন
ছাগলে গরুয়ে খাইন্না
আইলে আইলে ফিরৈন।
দাওয়াউল[১৭৪] হুল্লজন[১৭৫]
ধান অইলো দেড়মুইঠ[১৭৬]।
আমিও খাইলাম
তারারেও দিলাম।
বেচিয়া[১৭৭] আমার বউর আতোর
বাংড়ি গড়াইলাম।

৩৫

মনাইয়ে কিনিলা দামা[১৭৮]
আল বাইবার কাজে
এমন দামা কিনি আনলা
পুন্দে[১৭৯] শিংগাবাজে[১৮০]
কিছু আনলা[১৮১] ঠেলাই ঠেলাই[১৮২]
কিছু আনলা বইয়া[১৮৩]
এক দিনর পথ আইতে[১৮৪]
তিন দিন গেল গাইয়া[১৮৫]।

৩৬

বাবু কালী পসাদ রায়
তোমাব মণ্ডলে[১৮৬]
বিনা অপরাধ মাইর খায়।
উছতা উছতি[১৮৭]
কুছতি কুছতি[১৮৮]
কলার তলোর[১৮৯] খালো।
গৌরব মায়
চড় মাইলো[১৯০]
কিষ্ণু নাথোর গালো।

৩৭

কুবারীর[১৯১] বেটা যমদূত
হে[১৯২] আইয়া[১৯৩] বয় ভইনপুত[১৯৪]।
ও বেটা অবায়[১৯৫] চা
তোর মার নাম কইয়া[১৯৬] যা।

৩৮

মামী গো মামী
কান্দো কেন ?
ও ভাগনী
চন্দ্রলোর টানে ?
তোমার মামু
বাড়ীত নায়
কে আনত তেল ?
পথোর ভায়
চাইতে চাইতে
তিন মাস যায়।
বাড়ৎতনে[১৯৭] বারৈয়া গেলা
আইতা পনরো দিনে,
তিন মাস যায় গইয়া[১৯৮]
এবো খোঁজ নাই কেন ?
কিত্তর বাজার
কিত্তর আট
কিত্তর তেঁল পানি,
তোমার মামুর
চিন্তায় আমার
থির নায় পরাণী।

৩৯

ভইনারী গো ভইনারী
মাথা চাইয়া দিবায়নি।
মাথার মাঝে উকইনে[১৯৯] ভরা
যেমনে মনে চায় আরা যারা।
তেলনায় পানি নায়
কেমনে ছাড়তা উকৈন
হুন্দর হড়ি[২০০] থাকলে নি
বৌর দুখ না বুঝাইন।

৪০

হা টিম টিম
হা টিম টিম
টেকইয়ে কাড়ে রাও
আমার মামু
বাড়ীত নায়
আর বাড়ী যাও।
অ[২০১]বাড়ী উড়উড়ি
হ বাড়ী বিয়া
বদুবাইর বিয়ার
মাত[২০২] আইজে
পান সন্দেশ লইয়া।
গাও মরব
আরি পরি
হকোল দানা বিনা
একখানো বই
ছল্লা করেন
দিতা কিবা না।
কেউ কয়
দিয়া লাও
ধন জামানোর ঘরো
কেউ কয় দিও না
ধনো হদুরেন[২০৩] মারো।
ধন আইলে
কি অ অইবো
নাড়ো রইজে দোষ
এক ফজর
হিদলা[২০৪] আনে
হদুলো জনের পোষ।
ফকির বাদশা অইলে
নজর না ফিরে।
ধন দেখি
কেমনে দিবায়
নিজের মাইঝিরে।

তে যদি
ধন দেখি দেও
হেষে পাইবার দুখ
আর এগলা
খেশ ফুটমার গেছে
থাকতো নায় মুখ।

খেলার ছড়া

৪১

পুলির মাঝে গড়াই[২০৫] পিইড়াই
গা করছে ধলা
গোছল করি তেল দে
জানোর[২০৬] চাছতে ভালা।

৪২

দুল দুল দুলনি
কানো কিতা ফুলনি
খুয়াপে[২০৭] দেখছি আত্তি[২০৮]
গুয়া[২০৯] গাছোর মাত্তি[২১০]।

৪৩

হারী[২১১] গো হারী
হারো[২১২] কই ?
বিলো।
বিল কই ?
আওরো[২১৩]।
আওর কই ?
দূরৈ।
কত দূরৈ ?
আগরতলা হাগোর গাউ
কতিয়া দিঘীর পইছগো গাউ।
হারো বেটা মরছে

ঘেরদি ঘনুরি থইছে
গন্ধে বাড়ি লইছে
হারিয়ে মাথা কুটছে।

৪৪

এরে চাও
গাতোর[২১৪] মাঝে বাট্টইর[২১৫] ছাও[২১৬]।
বাট্টইর ছাওয়ে লড়ে চড়ে
টেপ টেপাইয়া[২১৭] মেঘ পড়ে।

৪৫

এমদি[২১৮] হেমদি[২১৯]
যাইতাম আমি কেমদি[২২০]।
মাইর ডাক বাবার ডাক
মিয়াছাবোর[২২১] ডাক বড়
তিন ডাক একলগে[২২২]
জান[২২৩] না হড়ো[২২৪]।

৪৬

আল্লা নবী আল্লা আল্লা
সে কয় না তার ঘরো
গরুর কল্লা[২২৫]।
গরুর কল্লাত[২২৬] দুই শিং
ফড়িংগে নাচে টিং টিং

ও ফড়িং উবা[২২৭] রে
আমি তোরে ধরিরে।
ফড়িং বেটাব কানো তালা[২২৮]
পেঁচা বেটা ভালা ?
হারি দিনাত বই থাকে[২২৯]
খ্‌রোলোর[২৩০] মাঝে
রাইত[২৩১] বারোয়[২৩২] খাইবার কাজে।

৪৭

প্রশ্ন : কে—রে
উঃ আমি রে
প্রঃ কুয়াই[২৩৩] যাছ[২৩৪] ?
উঃ মইর বাড়ী
প্রঃ কিতা লাগি[২৩৫] ?
কছ[২৩৬]নানে।
উঃ কইতাম[২৩৭]নায়।
প্রঃ আমি জানি।
উঃ ভাগ্যের ছাগি[২৩৮]
জানোছতে ক চাই[২৩৯]
প্রঃ কইবার কাম নাই।
উঃ ভাগ অয় না রে ভাগি
ছাগীর কম্বল খাগি।

৪৮

আতু আতু[২৪০] লে লে[২৪১]
ছাগিয়ে[২৪২] মরিচ খায় রে।
কোন হালার ছাগী রে
ধরি আনি বানরে।

কপাল পুড়া ধপাল[২৪৩]পুড়া
অলক্ষ্মীর চিন
ঘোড়ামাড়া ডাকাইদেনি[২৪৪]
হাওনাই[২৪৫] পুজার দিন।

৪৯

এক দুই তিন চাইর
ভাংগি লাইমু দাঁত পাইর[২৪৬]
পাচোর বাদে ছয় রে
কারে দিয়া ভয় রে।
হাতোর[২৪৭] বাদে আট
বরি[২৪৮] লইয়া গাংগোর ঘাট।
নয় কইয়া পালাইলাম[২৪৯] বরি।
দশো মাইলো ঘুমটা
এগারোত টান দিলাম
বারোত উঠলো মাছটা।
তেরোত বরি বানলাম
চৌদ্দত বাড়ী
মাছ দেখি লাগিল উড়াউড়ি[২৫০]।

৫০

গাবোর নি গো গাবোর নি
গাবোর চাত্নী[২৫১] খাইতায় নি
খাইমু খাইমু বিয়ালে[২৫২]
পুয়াপুড়ি[২৫৩] ঘুমাইলে।

৫১

মুরগীয়ে ডাকে কক্ কক্
ছাওয়ে[২৫৪] চি চি
বাবা গছেন না বাজারো
খাইতাম আইজ কি।

৫২

এই বেটা ঘুচ কর
ও পুয়ারে ছলাত ভর।
ছলাত ভরি লইয়া যা
পুনোর ছুমো দিয়া যা
ও পুয়া যাইজে না
আনা তেলে মরিছ না।
বেটা অছতে পাকাদ বা
ছলার ভিতর দেখি যা।

৫৩

মিয়ার বাড়ীর ছিয়া আনো
গুলাম আনো ডাকি
পাঁচ হের[২৫৫] ডাইল ভাংগো
বুকুত[২৫৬] বয়াই[২৫৭] চাক্কি।

৫৪

ভাগ[258] থাকতে যায় না।
হাও[259] দি ভাত খায় না।
কিগনুব[260] ঘরোব
কিগনুরে[261]
নাতিবে মোব
মাইলো[262] ো।
পাপ নাই কুন্ কালো
হনুর ইন[263] বাড়ি[264] তার
বাপোর গালো।
ওবে সোনা অবায়[265] আ[266]
খলই তনে বলা খা।

বিবিধ ছড়া

৫৫

প্রশ্ন ঃ কমরো দিছো বাটিয়া
ধইলাম[২৬৭] আটিয়া
বাটিয়ার বয়ান
যাইবায় কইয়া[২৬৮]
না অইলে যাইবায়
লাথ খাইয়া।

উত্তর ঃ বাটিয়ারে বাটিয়া
মাইয়ে[২৬৯] দিলা গুঞ্জিয়া
হাত ভাই উস্তাদ অইয়া
কমরো দিলা তুলিয়া।

৫৬

ধর ধর বড়টা ধর
পাঙাগ বরী, মাছের ঘর।
হউলে ধর[২৭০] মাগুরে ধর
কাংগলায় ধর পুটিয়ে ধর
হউলে চেংগে বরাবর।
আয় গজার দৌড়িয়া
বরিত[২৭১] ধর ফাল দিয়া।
আমার বরিত খাইবে ভালা
আমার বরিত চাম্পাকলা।

৫৭

শা সিকন্দর গাজী
বরি যাইতাম যাইম আজি
টেটুয়ার কুয়া[২৭২]
ভাণ্ডুলর[২৭৩] হুত,
বরি বাইন
চৈধরীর পুত।
চৈধরী পুতে বরি যাইন
শান ঘাটো বইরা,
রুই চিতল লাগলে
তুলুইন টানিয়া।
কাটি দেইন
বাটি দেইন
আর এগলা চাইয়া
রাঢ়ি ভুরি (গরীব বিধবা)
চাই আচ্চেন
আফেরতা অইয়া।।

৫৮

বরি[২৭৪] বাও
বরি বাও
লোয়ার টেপটল
এ বরিত
মাচে ধরলে
কাটুয়ার কম্বল[২৭৫]

৫৯

ভাই আমার সদাগর
বাণিজ্য যাইন বরাবর
ভাই আমার বাণিজ্য যায়
কমলা জমির[২৭৬] লইয়া
ঘাটো নাও লাগাই গিয়া
বড় মানুষ চাইয়া।
ভারুয়া[২৭৭] লইয়া কমলা লেইন
শ' ইসাবে গনিয়া।।

৬০

মামুর বাড়ীর বরুয়া বাঁশ
ফলতে লাগে ছত্রিশ মাস।
অমো চুল
হমো চুল
কইলা ভরি
কোমরো তুল।
ও মামু অবায় চাও
তামাউক চিলিম খাইয়া যাও।
কাইরে করা
রৈইআ[২৭৮] যাও
ঘি ভাত খাইয়া যাও।

৬১

বও আইয়া সিলিদার
চকি দিলাম আইতনার ধার[২৭৯]
ও বেটা অবায় চা

খাজনার কড়ি দিয়া যা
খাজনা খাইতো সরকারে
দেও আনি যা পারো।
না দিলে ঠেকবে রে
হিংগির গাতো পড়বে রে।
ও বেটা[২৮০] হলে আয়
মিটা আইয়া খাজনার দায়।
খাজনা খাজনা
করিছ না।
খাজনার নাই কড়ি
দুই কড়ার তেলের লাগি
উবাই রইলাম জ' ঘড়ি।
বানিয়া বেটা
তেল বানজে
রাও কাড়ে না।
আমি কই
দামান[২৮১] আইছুইন
এরে বুঝে না।

৬২

লাল বুয়াইর
ঘরোর ধারো
কটায় কাঁঠল খায়।
আরিয়ে দেখৈন
পরিয়ে দেখৈন
কেউ না তাকায়।
এগু কাঁঠল
ধরছি লো
চাম্পা কলি গাছে।
মুল্লা মুনশীয়ে
না খাইলা
কটায় খায়লো পাছে।

৬৩

ফাইল পরু[২৮২] মংগলবার
ঘুংগি আইলা মজুমদার
মজুমদারের জালদড়ি
তারে দি বাঘ শিকার করি।
জাল দড়ি লড়বড়
ও মজুমদার চোর ধর।
চোর ধরতে দুলায় লড়ে
টন টনাইয়া টেকা পড়ে।
আমি পাইলাম এক টেকা
ঘুচিয়া গেল আমার ঠেকা।
টেকা নিলাম সাজিবাড়ী
তারা চাইলো টুনকী মারি।
টুনকি দি নাটা[২৮৩] কয়
আর দেখায় চধরীর ভয়।
চধরী বাড়ী ধবি নিলে
পিঠ ভাংবো উবা কিলে।
কামানাইরে সাজি থাউকদে
পরাণ আমাব বাঁচউকদে।

৬৪

আল ঝন ঝন
আল ঝন ঝন
আলোর মাঝে কি ?
হ বাড় তো
খিচুড়ি দিছেন
তাতে দিছে ঘি।
আল আলো
দেখি চাই
মুখো দিয়া মজা চাই।

৬৫

আরে র অন্ত
আরে দুনা বাটানী
একসের দুধের মাঝে
তিন সের পানি
তার নাম 'দুনা বাটানী'
মুরগার পুন্দে[২৮৪] ঠাস ঠাস
মুরগীর পুন্দে সব্বনাশ[২৮৫]।

৬৬

দিন বন্ধু অ-রি[২৮৬]
তামাউকর চুংগা[২৮৭]
তুকাইয়া[২৮৮] মরি।
দীনবন্ধু দীননাথ
তামাউকর চুংগা আইতনাত[২৮৯]।

৬৭

দিন যাইতো কিলা[২৯০]
হেলিম বাবাজীয়ে
এক ছ ও তিছ রুপিয়া[২৯১]
মারি দিলা।

৬৮

উতিনালো দুতি ভাই
ভইষ[২৯২] হিংগো[২৯৩] পলোবাই

ভইষ মরে লাথে
তরোয়াল[২৯৪] গাস্তে
তরোয়াল ঝিলি মিলি
গাওইয়া[২৯৫] এ নাচে।

৬৯

ধনীলান[২৯৬] লাগি
ধনীলায় কান্দে
নিধনীর কান্দে মা
পুরুষ নিধনী অইলো
ভিনিয়ে[২৯৭] খাট দেখ পায়।

৭০

হাজার আছদের[২৯৮] কথা
আঝি[২৯৯] লোকে কইন[৩০০]
পাল[৩০১] বান্ধি গিয়া তারা
হকলে[৩০২] চুমইন[৩০৩]
চুমা দিলে গোনা ঘেমা[৩০৪]
আলিম উল মায় কয়
এর লাগি হাজার আছদ
কালা অইয়া রয়।

বয়তুল মকছুদ আগে
আছিল কিবলা[৩০৫]
হজরত ছুলেমান নবী আছলা[৩০৬] যিবলা[৩০৭]
জিনপরী দেওয়াত[৩০৮]
তাবে[৩০৯] আহলা তান[৩১০]
বয়ারে[৩১১] তক্ত বইতো[৩১২]
মান তো তান ফরমান।

পাদটীকা

১। কোথায় ২। শুনে যাও ৩। কি ৪। বুরোধান ৫। গুড় ৬। ব্যঞ্জন ৭। থালা ৮। জীর্ণশীর্ণ ৯। না-কেন ১০। দেওনা কেন ১১। বের হতে ১২। আনবার ১৩। গালি ১৪। পারব না ১৫। কক কক করে ডাকে ১৬। মুখ মেলে শ্বাস ছাড়া ১৭। চিচিংগা ১৮। রান্না করা ১৯। সিদ্ধ হয় না ২০। কমীর ২১। লাউ ২২। দুষ্ট ২৩। পেষিয়া গুলি করা ২৪। ব্যঞ্জন ২৫। হাট ২৬। শুধু ২৭। ধড়িবাজী ২৮। বসলেন ২৯। গোড়ায় ৩০। পায়খানা করল ৩১। দল ৩২। অহংকার ৩৩। দীর্ঘ পাতা ৩৪। একবার পায়খানা করা ৩৬। পূর্বের ৩৭। ভিটিতে ৩৮। বাংলা ঘর ৩৯। ছোট মেয়ে ৪০। অবোধ ৪১। তাকে ৪২। মিথ্যা প্রবোধ দেয়া ৪৩। দরজার ৪৪। গোড়ায় ৪৫। বসে ৪৬। বড় বড় ৪৭। নৌকা চালক বা মাঝি ৪৮। মেয়ে লোক ৪৯। মাস ৫০। ডাক ৫১। কাহারও ৫২। দিশেহারা ৫৩। কোথা হতে ৫৪। সাত ৫৫। নৌকা ৫৬। সেগুেল ৫৭। অহংকার ৫৮। তার ৫৯। বিদ্রুপাত্মক অংগভংগী ৬০। আদরের ৬১। শাক ৬২। কমী ৬৩। দাঁতের পাটী ৬৪। মা নাকি ৬৫ টক। ৬৬। ঝাল ৬৭। তেঁতুল ৬৮। কন্যা ৬৯। ঝোল ৭০। কোথায় ৭১। কিরূপে ৭২। যেরূপ ৭৩। জীর্ণশীর্ণ কেন ৭৪। জিজ্ঞাসা করা ৭৫। বিড়াল ৭৬। ভিক্ষা ৭৭। এদিকে ৭৮। দেখ ৭৯। হাতে ৮০। ফকিরের ৮১। স্থানের নাম ৮২। তা থেকে ৮৩। সামান্য ৮৪। শিম ৮৫। রামাইশ ৮৬। বার-মাসে ৮৭। বেগুন। ৮৮। শুনেছ কি ৮৯। যন্ত্রণা ৯০। এসেছিলাম ৯১। মেয়েবয়সী ৯২। এসেছিলাম ৯৩। কতজনের ৯৪। হাতে ৯৫। মানষে ৯৬। কবরে ৯৭। আসিলা ৯৮। মেয়েমানুষ ৯৯। স্বামী ১০০। চেহারা নমুনায় ১০১। ভদ্রলোকের ১০২। খড়মের ১০৩। কোথা হতে ১০৪। কোথায় ১০৫। আকাশের ১০৬। পশ্চিমের ১০৭। কেন ১০৮। বাতাস ১০৯। বাতাসের ১১০। গাছ হতে ১১১। তালের শাস ১১২। চূর্ণ ১১৩। আবৃত করে ১১৪। মাসে ১১৫। সকল ১১৬। রেখে ১১৭। সারা ১১৮। দেবতা ১১৯। তৈরী করে ১২০। নহেন ১২১। বুদ্ধি ১২২। দুজনের। ১২৩। ধপ ধপিয়ে ১২৪। দাঁড়ানো ১২৫। পিতা ১২৬। অসীম শক্তিশালী ১২৭। অনুগ্রহ ১২৮। পয়দা করেছেন ১২৯। পরিধান করতে ১৩০। যত কিছু ১৩১। রেখেছেন ১৩২। দ্রব্য ১৩৩। ত্রুটি ১৩৪। সাজিয়ে ১৩৫। ঠিক ১৩৬। সুতা ১৩৭। স্বামী ১৩৮। হাট-বাজার ১৩৯। গ্রামের ১৪০। তিনি ১৪১। না কি ১৪২। সৈয়দবংশের ১৪৩। আসলেন ১৪৪। কোথা হতে ১৪৫। সংগে ১৪৬। যৌতুক ১৪৭। গুড় ১৪৮। মরিচ ১৪৯। শব্দ ১৫০। আংগুল ১৫১। উপুড় ১৫২। গৃহস্থ ঘরের স্ত্রী ১৫৩। লজ্জা ১৫৪। বত্রিশ ১৫৫। ঘাড়ের উপর ১৫৬। জিহবা দ্বারা ১৫৭। নাড়া-চাড়া ১৫৮। ঢুকিয়ে দেয়া ১৫৯। আলজিহবা ১৬০। চোয়ালের নীচে ১৬১। পাকস্থলী ১৬২। মলদ্বার ১৬৩। অনাবশ্যক হাত নাড়া ১৬৪। অহেতুক কথা বলা ১৬৫। তর্ক বিতর্কপূর্ণ আলাপ ১৬৬। গিয়েছে ১৬৭। পেটের অসুখ

১৬৮। গোয়া ১৬৯। সুবিধা ১৭০। পায়খানা ১৭১। পায়খানা করা ১৭২। উৎপন্ন করেছিল ১৭৩। দু' মাস ১৭৪। কতনকারী ১৭৫। ষোলজন ১৭৬। দেড় আঁটি ১৭৭। বিক্রী করা ১৭৮। বলদ ১৭৯। মলদ্বার ১৮০। শব্দ করে ১৮১। আনলেন ১৮২। ধাককা দেয়া ১৮৩। বহন করে ১৮৪। আসতে ১৮৫। গত হয়ে ১৮৬। বাড়ী বাড়ী খাজনা আদায়ের জন্য তাগদা দেয়া। ১৮৭। ধস্তা ধস্তি ১৮৮। জড়িয়ে ধরা ১৮৯। কলা গাছের নীচে ১৯০। চপেটাঘাত করা ১৯১। কোথাকার ১৯২। সে ১৯৩। এসে ১৯৪। বোনের ছেলে ১৯৫। এদিকে ১৯৬। বলে ১৯৭। বাড়ী হইতে ১৮৯। গত হইয়া ১৯৯। উকুনে ২০০। আপন শাশুরী ২০১। এইবাড়ী ২০২। মা ২০৩। ঝাটা ২০৪। কঁাচা শুটকি ২০৫। গড়াগড়ি দিয়ে ২০৬। প্রাণের ২০৭। স্বপ্নে ২০৮। হাতী ২০৯। সুপারী ২১০। মাথা ২১১। শাড়ী ২১২। শূক ২১৩। হাওরে ২১৪। গর্তের ২১৫। এক প্রকার ছোট পাখী ২১৬। ছানা ২১৭। টপ টপ করে ২১৮। এদিকে ২১৯। সেদিকে ২২০। কোনদিকে ২২১। উস্তাদের ২২২। একসংগে ২২৩। প্রাণ ২২৪। দেহের মধ্যে। ২২৫। মাথা ২২৬। মাথায় ২২৭। দাঁড়া ২২৮। বধির ২২৯। বসে থাকে ২৩০। গাছের মধ্যের গর্তে ২৩১। রাত্রি হল ২৩২। বের হয় ২৩৩। কোথায় ২৩৪। যাস ২৩৫। জন্য ২৩৬। বলিস না কেন ২৩৭। বলব না ২৩৮। গালি বিশেষ ২৩৯। বল দেখি ২৪০। মুরগীর ডাক ২৪১। কুকুরকে নির্দেশ দেয়া ২৪২। স্ত্রী ছাগল ২৪৩। শালার ২৪৪। গালি বিশেষ ২৪৫। দিয়ে আস ২৪৬। দাঁতের পাটী ২৪৭। হাতে ২৪৮। বংশী ২৪৯। ফেললাম ২৫০। হলুস্থূলু ২৫১। চাটনী ২৫২। বিকালে ২৫৩। ছেলেমেয়ে ২৫৪। বাচ্চা ২৫৫। সের ২৫৬। বুকের উপর ২৫৭। বসিয়ে ২৫৮। সামর্থ ২৫৯। শাক ২৬০। কাহার ২৬১। কে ২৬২। মারিল ২৬৩। ঝাড়ু ২৬৪। আঘাত ২৬৫। এদিকে ২৬৬। আস ২৬৭। ধরলাম ২৬৮। বলে ২৬৯। মায়ে ২৭০। শইলমাছ ২৭১। বড়শী ২৭২। হাতল ২৭৩। বান্ডিল ২৭৪। বড়শী ২৭৫। কচ্ছপের মলদ্বার ২৭৬। লেবু ২৭৭। মুটে। ২৭৮। থেকে যাওয়া। ২৭৯। বারান্দায় ২৮০। ত্বরা করে ২৮১। জামাতা ২৮২। কাল পরশু ২৮৩। খারাপ ২৮৪। মলদ্বার ২৮৫। সর্বনাশ। ২৮৬। হরি ২৮৭। বাঁশের খণ্ড দ্বারা তৈরী পট ২৮৮। অনুসন্ধান করা ২৮৯। বারান্দায় ২৯০। কি রূপে ২৯১। একশত ত্রিশ টাকা ২৯২। মহিষ ২৯৩। শিং ২৯৪। তরবারি ২৯৫। গায়ক ২৯৬। ধনী ২৯৭। স্ত্রী ২৯৮। হিজরুল আহদ ২৯৯। হাজী ৩০০। বলেন ৩০১। দলবেঁধে ৩০২। সকলে ৩০৩। চুমা দেয়া ৩০৪। মাফ ৩০৫। নামাজে সিজদার দিক ৩০৬। ছিলেন ৩০৭। যে সময় ৩০৮। দৈত্যবংশ ৩০৯। অধীনে ৩১০। তার ৩১১। বাতাস ৩১২। বহন করত।

ফরিদপুর

ফরিদপুর থেকে 'মেয়েলী ছড়া' ও শিশু বিষয়ক ছড়াগুলো সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক শ্রী মুকুন্দ বিহারী দাস।

ঠিকানা :

গ্রাম : বাশুড়িয়া
ডাকঘর : মাঝিগাতী
জেলা : ফরিদপুর।

এবং

খেলার ছড়া ও বিবিধ ছড়াগুলো সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন মণ্ডল।

ঠিকানা :

গ্রাম : বিষ্ণুপুর
ডাকঘর : পাচুলিয়া
জেলা : ফরিদপুর।

মেয়েলী ছড়া

১

ছোট আলে খ্যালাইছেলাম
ছোট কুলো নইয়া।
বড় আলে খ্যালাইছেলাম
বড় কুলো নইয়া।
তাই বৌতি খাবরাইছিল[১]
থুবড়ি থুবড়ি কইয়া।
আজ থুবড়ির অধিবাস
কাল থুবড়ির বিয়া।
থুবড়িরে নিয়া যাবে
ঢাক্কে বাড়ী দিয়া।

২

খোপার মদ্যি দোড়া সাপ
ফালদে[২] ওঠে বৌর বাপ।
বৌর বাপ তামাক খায়
চার মুড়ো দে ধুমো যায়।
ধুমো হোল কালা
বৌর বাপ আমার শালা।
গাঙ কুলির ধুতরো
বৌর বাপ আমার পুতরো।

৩

আমতলা ঝামুর ঝুমুর
কাঠাল তলা বিয়া।
অ্যাসত্যাছে নৌসা মিয়া
পিঠ্যার থালা নিয়া।
ও পিঠা খাবনা
ম্যায়া বিয়্যা দিব না।
ম্যায়ার মাথায় লম্বা চুল
কোথায় পাব কুসুম ফুল।
কুসুম ফুলের গন্ধে
খোপা নাচায় নন্দে।
ম্যায়া দিলাম সাজায়্যা
টাকা দিলাম বাজায়্যা।

৪

থাকগ্যা থাকগ্যা চ্যাটের ঝাল
ঘরে আছে কাসার থাল।
কাসার থাল বেচ্যাঁ
বউ আনব বাছ্যাঁ।
বউর নাম দুধুনি
লাল সুতার গাথুনি।
আল্লা যদি বাচায়
বউ থোবঁ মাচায়
দেখবি আস্যা চাচা।

৫

চালে ধরে চাল কুমড়া
বেড়ায় থরে ঝিঙা
মিয়্যা ভাইর বিয়া
ব্যাঙে বাজায় সিঙ্গা।

৬

আধা টুনি পাদা টুনি
দুগ্যা টুনির ছাও
যে টুনি পাদ্যা থাহ
আগে কথা কও।
আমি তো কথা কইত্যাছি
দুধ ভাত খাইত্যাছি
হাসালিও দোষ নাই
কাশলেও দোষ নাই।
কথা কলি দোষ
মাচার তলে হাড়িড
ফুট্যা উঠে গাড়িড।

৭

মিয়া ভাই গেল হাটে
বেল পরলে মাঠে
উস্ত্যার ফুল ফোটে
ফালদ্যা উঠলাম চুলিতে।
চুলির মধ্যে পচা পান
পান বানালো চাচীজান
চাচীজানের নাম কি
আতর আলী গোলাপী।

আপনার ম্যায়া ঘাটে যায়
লোকের সাথে কথা কয়।

৮।

মাচান তলে বসিয়া
মনে বুড়ি হাসিনা
মাটির তলে সাপ
আমি তোমার বাপ।

৯

মাগরব আলী
গোয়ায় তালী
ডিম পাড়ে আলি* আলি।

১০

আস্তা বাস্তা দুধের সর
কাল যাব মা পরের ঘর
পরে ছেলি মারে চড়
কান্তে কান্তে নানির ঘর
ও নানী তোর পায়ে পড়ি
থুই আয়গো বাপের বাড়ি।
বাপে দিল সোল টাকা
মায়ে দিল চুরি
টপ করি বিদি কর মা

যাব শ্বশুর বাড়ি
শ্বশুর বাড়ি মাগো
ক্যাচে কাটা চুল
তার মধ্যে বসে আছে
জগ ডুমুরির ফুল।

১১

আগু বিনা বসু বিন
পান পাতাড়া খাওবিন
তোমার মেয়ি ঘাটে যায়
পবের সাথে কথা কয়।
সেই ক-তাতে জাআত যায়
কলা গাচতে বাদুড় যায়
মামা তুমি ধামা বাদু
ময়না পাকি কিনা দেব
শাঁশুড়ী না চাহ
ফিঙ্গী রাজা বগল বাজা।

১২

নোটা আন ফোটা দেই
কন্যা আন বিয়া দেই
শিশু হলো ম্যায়া
ব্যাতের আগা খায়্যা।
জামাই আল্যো চুলতি চুলতি
সিদুর পয়লো বায়্যা।
আল্যো জামাই ঘামায়্যা
ছাতি ধর নামায়্যা।

ছাতির উপর ভেসনুরা
জোড় খোড়া কোমেলা।
আমতলা জামতলা
জোড় পনুতুলির বিয়্যা
কোমন[৭] দিয়া নিললো
চিলি ছোবল[৮] দিয়্য।

১৩

এক তারা বাননন
দনুই তারা বাননন
তারারা সাত ভাই
বাধ্যা ফেলালাম বড় ভাই।
গরনু মরে ঘাসে
নাহাল[৯] মলো ভাতে
ক্যালকার[১০] নোদি[১১] পোন্দম ফাটে।

১৪

উত্তরে গনুমগনুম
পশিচমে বাণ
পনুটি মাছে ডিম পাড়ে
পাহাড়ের সমান।

১৫

বোষটোমী[১২] লো দিদি
খোই বাজি তোর গন্দি[১৩]
খোই আলো আলো।
কাচ কলাডা[১৪] খাগা
কলার বেতার আটি।
তালা তামুক গাটি।

১৬

বোষটোমী লো মাসী
কেদার তলে ঠাসি।
কেদা য্যানো নড়ে না
বোষটোমী য্যানো[১৫] নরে না

১৭

নাপত্যা, নাপত্যা[১৬] নাপত্যা
নাপত্যা খায় নাগদ্যা[১৭]
নাপত্যার মাতায় উহুন।
নাপত্যা খায় বাগুন
নাপত্যার আতে ত্যালের বাটি।
নাপত্যা বেড়ায় গেরাম চাটি
নাপত্যার আতে মোন্দ্।
নাপত্যা খায় কোদ্।

১৮

আমার মন্‌হি[১৮] পাহাদাঁড়ি[১৯]
আসও নাপত্যা আমার বাড়ী।

১৯

গিনগিন শোগন্‌গা
কানে বাগন্‌ন
বাঁশতলা তোর ঘর
তুই কোনচি কাটিয়া মর।
কোনচির আগায় দোড়া সাপ
বাপরে বাফ
দোড়া সাপের কোড়া বিষ
বাদয়া আলি কোইয়া[২০] দিস।

২০

বেড়াবাড়ী[২১] বেড়ী
পাহালাম[২২] দোড়ি।
দোড়ি গ্যালো বাইয়া
ফতে দন্‌ডয়া মাইয়া।
মাইয়ার নাক মালোম চো
শাড়ী কিনয়া আনচো।
কি শাড়ী ?
ঢাহাই[২৩] শাড়ী।

২১

চোলয়া[২৪] যাও বুনিবাড়ী[২৫]
বুনি খায় পিঠা
খাজোর গুড় মিঠা
তেতোল অলোচুয়া[২৬]
আমরা থাহি[২৭] শুইয়া।

২২

গুগগু[২৮] সোই
তালপুৎ[২৯] কোই
গর বানচে[৩০] বোলে
নোদয়ার[৩১] মাতায় দোই।
কাচি চোরার বাড়ী যাতি
পৎ গ্যাচ[৩২] কোই
ফতে এ্যাটট্যা মোরা গরু
গাংগে দেলাম জাপ।
টেপামাচে কাটয়া নেলো
সোংকের[৩৩] দুডয়া দাৎ।

২৩

উৎতরেত্যা[৩৪] আলো বউ
জোড় গোনট্যা[৩৫] দেয়া।
এ্যাককুলা[৩৬] পিটা খালাম
বাচুর বানদ্যা থুয়া
বাচুর বলে শালি
মাচ মারতি গ্যালি
দোড়া সাপে কামোড় দিলি

চিৎত্যার[৩৭] ওইয়া পোলি
শোনি মোঙ্গোল বারে
এ্যাটট্যা তাবিজ বোরয়া দিস।

২৪

দাসের ডাঙ্গা বুনোইদান[৩৮]
খালো[৩৯] আসয়া[৪০] টিয়া
বাটপাড়া গাযে দেলাম
আললাদিরি বিযা
আললাদির নোনদে
খালি আসয়া কোনদে
তার গলায মালা
পাচে[৪১] বানদ্যা ছালা
মানুষ গরু দ্যাকালী সে
গুদ[৪২] ফিরাইয়া বসে।

২৫

এ্যাটটা কাউয়া[৪৩] দুডয়া কাওয়া
ওই কাউয়াডা আক্ষ[৪৪] খাওয়া
আমের নাই আটি
কি খাইয়া চাটি
আমের নাই আশি
তাতে সোনদ্যা[৪৫] বাস
আমের নাই গোনদো[৪৬]
তোক্ষরা[৪৭] সবে মোনদো[৪৮]।

২৬

দাদা গ্যালো বাভানে[৪৯]
আটয়া আলি আহানে
তোর মাতায় বোজা
আটয়া যাও সোজা
কতোদূর ? কতোদূর ?
আটয়া[৫০] যাও মোকিমপুর।

২৭

দোন[৫১] দোন দোন
দিগা[৫২] ধান বোন
দান অলো আটি
বেলা গ্যালো বাটি[৫৩]
বেলার ঘবা[৫৪] রাঙ্গা
সাৎটা[৫৫] কোড়ি বাঙ্গা[৫৬]।

২৮

চিল চিল চিল
তোর মা আইচে নিতি
আসুক মোনে
ফ্যান কাড়োনী
ক্যান আইচে নিতি।

২৯

চিল ! চিল ! চিল।
তোর বাড়ি[৫৭] আইচে নিতি।
আসুক মোনে
পালের দাগড়া[৫৮]
ক্যান আইচে নিতি ?

৩০

চিল ! চিল ! চিল !
তোর দাদা আইচে নিতি
আসুক মোনে
শুয়র[৫৯] বয়ার[৬০]
ক্যান আইচো[৬১] নিতি।

৩১

চিল ! চিল ! চিল !
তোর ফেসি[৬২] আইচে নিতি
আসুক মোনে
দান চালোনী
ক্যান আইচে নিতি ?

৩২

চিল ! চিল ! চিল !
তোর মাসী আইচে নিতি।

আসন্দুক মোনে
পাড়া বেড়ানী[৬৩]
ক্যান আইচে নিতি।

৩৩

চিল! চিল! চিল!
তোর কাগা[৬৪] আইচে নিতি।
আসন্দুক মোনে
চামারের[৬৫] বেটা
ক্যান আইচে নিতি।

৩৪

ঢোলে মণি
তোলে ফুল
মনির মাথায়
চাম্পা ফুল।

৩৫

ধিনা নাচন কদ্দুর বেছন
তোমরা কর কি?
নিরালে বইসা মোরা
বাবু নাচাচ্ছি।

৩৬

চল ফিট কি হাড়া
বরসি আমার শালা।

৩৭

আমি যাই আড়ে
ধান খায় ষাড়ে
কদমের বিচি কুচি কুচি।

৩৮

এ তুলির ভাই তেতুলি
বিগড়ার পতুলি
দেবতর দান দে
মাতার কাপড় টান দে।

৩৯

এতি তলা বেতি তলা
তা ধমকা ফুলের মালা
ফুলটি ছটি গেল
খেলাডা মিটি গেল

৪০

কুত কুত কুতের মালা
কম পানিতে গাড়ী চলা
কম পানিতে শালা মরছে
চালির দাম কমছে।

বউছি খ্যালা ব্যামন খেলা
দশ বারোটা মাইয়া পোলা।

৪২

ছি কুত তারে নারে
কোকিল ডাকে বারে।

৪৩

ছি কুত কুত তাইয়্যা
বাবুলের মাইয়া
বাবুল কান্দে
কাঁচি** কাঠাল খাইয়া।

৪৪

আমার কলিরে[৬৭] মারলি
কোথায় নিয়ে গাড়লি
শিয়ালে শকুনে খায়
গন্ধ রাজ গন্ধ রাজ।

৪৫

ছিয়ালো ছাই
তবলা বাজাই
তবলা স্মরণে
মউ মাছি উড়ে।

৪৬

ছি ছাত্তা আমের বোল
গাছে চড়ে দেলাম দৌড়।

৪৭

চক্, চ্, চাচ্চা
কপুতরের[৬৮] বাচ্চা
কপুতরের বাচ্চা।

৪৮

এল ডোম ব্যাল ডোম
গুডডুম সাজে
লৌকা লৌকী ঘাঘর বাজে
ঘাঘব টিকবা দিল তুর
কে কে যাবি কমলাপুর।
কমলাপুরে আয়রে
লাল দোস্ত বায়বে
আলো পানি তলো পানি
মা দুর্গা ব্রাহ্মণী।

৪৯

এ্যাটাটা তারা
দুইডা তাবা
ঐ তারাডাব বউ মবা
পুটি মাছের চড় চড়ি
বোওয়াল মাছের দাড়ী।
কোন পিলা যাবো আমি
হেলান্দির বাড়ী।
হেলান্দির প্যাট মোটা
হাইটা যাবো ন্যাটা খোলা
ন্যাটা খোলা বাঘের ভয়
রাইত পোয়ালি ছাওয়াল অয়।

৫০

আলে ছালে
টান দিলি বলে
টিবি দিলি বলে
দই চিনি না দিলে
থাকবো না তোর দলে।

৫১

রাণী গ্যালো পানি আনতি
বগায় দিল ঠোক
রাণী লোক লোক।

৫২

কে যাইসরে ভাই
ধীরে ধীরে
মাথায় দুইডা কি ?
প্যাটটা মোটা পায়ে ক্ষুর
হিঃ হিঃ হিঃ।

৫৩

গলায় ঝুলে কলমী লতা
শীত তো বড় পায়
লাঠির মত ল্যাজটি মোটা
চুলের ঝালটা বয়।

বিবিধ ছড়া

৫১

বোলরে বোল
হেই লোছ।
শান্তি পুরে
হেই লোছ।
বাজে ঢোল
হেই লোছ।
ঢোল বাজে না
হেই লোছ।
বাজে কাড়া
হেই লোছ।
সোনার পাতীল
হেই লোছ।
কাটের টিয়া
হেই লোছ।
কাট বান্দিল
হেই লোছ।
হুগলী যায়া
হেই লোছ।
হুগলী ছিল
হেই লোছ।
হিয়ার পোটী
হেই লোছ।
কাশার বাটী
হেই লোছ।
রসের লীলা
হেই লোছ।
ঐকদিন মারলি
হেই লোছ।
সাত দিন জবর
হেই লোছ।

৫৫

নায়োরী যায়
হেই লোছ।
নাযোর পাড়া
হেই লোছ।
সোনাব পাড়া
হেই লোছ।
নাঙ্গে ছাড়ে না।
হেই লোছ।
ভাঙ্গা বেড়া
হেই লোছ।
কবে কি
হেই লোছ।
ঘর খইলা দেও
হেই লোছ।
ভিতরে যাই
হেই লোছ।
ভিতরে আছে
হেই লোছ।
ভিতর রসা
হেই লোছ।
তাই দিয়া মিটাই
হেই লোছ।
মনের আশা
হেই লোছ॥

৫৬

ওই রে
হেই লোছ।
ধররে ধর
হেই লোছ।

মারতি কুটাঁতি
হেই লোছ।
থাম বরিশন
হেই লোছ।
চুয়ায় গোটা
হেই লোছ।
গোটা সিদ্ধি
হেই লোছ।
পরম ধন
হেই লোছ।
মন জুড়ায় না
হেই লোছ।
জুড়ায় হিয়া
হেই লোছ।
পণ হারাইছো
হেই লোছ।
হুগলী যাইয়া
হেই লোছ।
হুগলী আছে
হেই লোছ।
হীরা নটী
হেই লোছ।
তার মুখহান
হেই লোছ।
কাশার বাটী
হেই লোছ।

৫৭

আল্লারে আল্লা
হেই লোছ।

মালেক মওলা
হেই লোছ।
আমরা জানি
হেই লোছ।
জানারে জানি
হেই লোছ।
বছর দুই
হেই লোছ।
চালে ধইরছে
হেই লোছ।
চাল কুমড়া
হেই লোছ।
ভাইজা ত্যালে
হেই লোছ।
বসের কালে
হেই লোছ।
আইজ ক্যান তোর
হেই লোছ।
মানজা ঢিলা
হেই লোছ।
ঢিলারে মানজা
হেই লোছ।
রোগের ঘর
হেই লোছ।
এ্যাকদিন মারলি
হেই লোছ।
সাত দিন জ্বর
হেই লোছ।
জ্বর নারে
হেই লোছ।
মানজার বিষ
হেই লোছ।
ঠাকুর দাদার
হেই লোছ।

ধারে দিস
হেই লোছ।
ধারে গুতা
হেই লোছ।
চুইমকা উঠছে
হেই লোছ।
প্যাটের পুত
হেই লোছ।

৫৮

কালা গোরু,[৬৯] কালা গোরু,
ঘাস খাস না ক্যান ?
রাহাল[৭০] ছেমড়া ঘাস দেয় না ক্যান।
ও রাহাল ঘাস দিস না ক্যান ?
তয় বিষ্টি হয় না ক্যান।
ও বিষ্টি হোসনে ক্যান ?
তয় ব্যাঙ ডায়ে[৭১] না ক্যান।
ও ব্যাঙ ডাহিস[৭২]নে ক্যান ?
তয় সাপে খায় ক্যান।
ও সাপ খাস ক্যান ?
আপনির আধার আপনি খাই
ন্যাজ ঘুরোয়ে বাড়ী যাই।

৫৯

মাথায় কি ?
মকর ডালা[৭৩]।

খাও কি ?
দুত[47]কেল।[75]
ঐযেতোমার
ছুট কেলা।

৬০

খাটো গলা বোচা নাক
ক্যামন সুন্দর সাজ।
বালুবে বিরাল ভাই
শোনলাম তোমার কথা।
তব, মানষির চাওর খাইট্যা
ছি, ছি, যাই মারা।

৬১

মনডি থাহে ভাজা মাছে
কখন দেয় থাবা।
সরবো[76]নাইশা চোখথ, দুইডা
রাইত তো অন্ধ নয়।

৬২

মানুষ যাতাছে মাছ মারতি
মানুষ যায় না ক্যান।
কিদা[77] নাকছে ক্যান ?
ছিয়ার উপরে পাইল্লা রইছে

পাইড়া খায় না ক্যান।
খাটো খোটো হাত পাও দিয়া
নাগোল পায় না ক্যান।
পিড়ার উপর পিড়া থ্ুইয়া
পাইড়া খায় না ক্যান।
খাটো খোটো হাত পাও দিয়া
বউ কিলায় ক্যান।

৬৩

উচতা খ্যাতের হাজ্লো মজ্লো
গাঙে যাবিনি
গাঙ দিয়া জাহাজ যায়
জাহাজ বেডারো নিতে চায়
ঘুঘু মালা দিতি চায়
পদ্মা আমার মা
দেখা দিল না।

৬৪

যে দেবে হ্যারে হ্যারে
তার নকথি ঘরে ঘরে।
যে দেবে আইচ্যা আইচ্যা
তার নকথি মাচায় মাচায়।
যে দেবে কুলার আগায়
তারে খাবে বনের বাগায়।
যে দেবে মুট মুট
তার হবে কুট কুট।
যে দেবে এ্যাক কোশ
তার প্যাড হবে রাক্ষস।

৬৫

ওগো ম্যাঘারানী
তোর পোলাডা কত হানি।
আত চারিক নামবা
বড়ো নার খামডা।
চিনা ক্ষাতে আড় পানি
ডোলের বেচোন ডোলে রইলো
আইল্যা বেডা রোদে মইলো
আল্লারে বিষটি নামাইয়া দে।

৬৬

আইলোরে অরিয়া
অসতির উপর চরিয়া।
অসতির গলায় ঘণ্টা বাজে
তাইতি কি আর বকরী বাজে।
আয় বকরী চুনা খাইসকা
চুলা গ্যালো ধাইতি।
বাঘে আইলো খাইতি
বাঘের দুত বাঘে খায়।
নল বনে বইয়া খায়
নল বনে দুম দুম।
এ্যাক বুড়ি খুম খুম
আয় বুড়ি তোর ভাঙ্গি দাত।
বুড়ি কইলে পুষ মাস
পুষ মাসের একাদশী।
বুড়ির কপালে চনদোন ঘশী
ঘশতি ঘশতি পইলো ফোটা।
বেডা না রে আঠারো নাতি
বুইড়গ্যার কানদে ডবল ছাতি।

সোনা না রোপার বয়লা
ঐ ঘর হান দেখতি ভালা।
ঘরহান ভালো ছাটনী
গিনিনি বড় দেওনী
দেও গিনিনি বিরাজমন।
আমারে দিবা কতকের ধন
দেও ধন চইল্যা যাই।
আর বাড়ীহান মথুরাপুর
আয়তি যাইতি সুমুন্দুর
সুমুন্দুর না পাইকপাড়া
তিনছয় আটারো কোড়া।
কোড়ায় কোড়ায় তাইরিয়া গ্যালো
চাইল গোডাদুন বুইজা আনলো॥

৬৭

এ বউরা এহানে আইছিস ক্যা ?
ঝড়ে আনছে।
মুলা উঠাইলি ক্যা ?
ধরি আর উঠে।
আঁটি বান্দিস ক্যা ?
এই তো এ্যাকটা অন্যায কইরলাম।

৬৮

আহার[৭৮] মাডি পোড়া ছাই
বরশী বাইয়া বাড়ী যাই।
আধারের নাম কোমর ভোগ
খাইলে হারবে মহারোগ।

৬৯

গোদা গ্যাছে বিলি
মাইরা আনছে শইল।
শইল গ্যাছে নাফাইয়া
গোদা গ্যাছে দাপাইয়া।
গোদা খাইস তো খা
না খাইস তো ধান বনে যা।
ধান ভাংছে শদুয়ারে
ঘটি বাটি দদুয়ারে।

৭০

নোতুন বরশী
নোতুন ছিপ।
মাছ মাছি টিপটিপ
হোগগলির[৭৯] বরশী ধলা কালা।
আমার বরশী হোবরী কুলা[৮০]
আমার নাম বাইনা
মাছ উঠামদু টাইনা।

পাদটীকা

১। গালাগালি করেছিল ২। লাফ দিয়ে ৩। বিক্রয় ৪। বেছে ৫। রাখব ৬। হাসি ৭। কোথা দিয়ে ৮। চিলে ছু মারলো ৯। মত ১০। কাল ১১। রৌদ্র ১২। সোহাগ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয় ১৩। পাহায় ১৪। কলা ১৫। যেন ১৬। নাপিতকে তুচ্ছার্থে নাপত্য বলে ১৭। নাক দিয়ে ১৮। মুখে ১৯। পাকাদাঁড়ি ২০। বলে দিস ২১। যে বাড়ীতে ভ্যাড়া প্রতি পালিত হয়. লোক তাচ্ছিল্য করে সেই বাড়ীকে বলে ২২। পাকালাম রশি ২৩। ঢাকার ২৪। চলে যাও ২৫। বোনের বাড়ী ২৬। টক ২৭। থাকি ২৮। পরিমাপের অভিনয় করাকে স্থানীয় ভাষায় একথা বলে ২৯। বড় ছেলে ৩০। ঘর তৈয়ার ৩১। নদিয়ার চান নামক ব্যক্তি ৩২। কোথায় ৩৩। সামনের ৩৪। উত্তর থেকে ৩৫। জোড় ঘোমটা ৩৬। একফুলা ৩৭। চীৎ হয়ে ৩৮। ধান ৩৯। খেল ৪০। এসে ৪১। পিছনে ৪২। পাছা ৪৩। কাক ৪৪। ইক্ষু ৪৫। ঘ্রান ৪৬। গন্ধ ৪৭। তোমরা ৪৮। খারাপ ৪৯। যেখানে অনেক গরু থাকে ৫০। হেঁটে। ৫১। ধন ৫২। দীঘা ধান ৫৩। বিকাল ৫৪। অধিক রৌদ্র ৫৫। সাত ৫৬। ভাঙ্গা ৫৭। ভাই ৫৮। বলদ ৫৯। শুয়ার ৬০। বরাহকে স্থানীয় ভাষায় বয়ার বলে ৬১। এসেছে ৬২। পিসি ৬৩। পাড়া পাড়া বেড়ায় যে ৬৪। কাকা ৬৫। চর্ম্মকারের পুত্র ৬৬। কাঁচা ৬৭। খেলোয়াড় ৬৮। কবুতর ৬৯। গরু ৭০। গরু বাছুর রাখে যে ৭১। ডাকে ৭২। ডাকিস ৭৩। ঝাপি ৭৪। দুগ্ধ ৭৫। কলা ৭৬। সর্ব্বনাশী ৭৭। ক্ষুধা ৭৮। হেসেলের মাটি ৭৯। সকলের ৮০। সবরীকলা।

পরিশিষ্ট ক

সংকলিত ছড়াগুলো যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জেলা	ঠিকানা
১.	খাতেমন বিবি	টাংগাইল	গ্রাম—সলিমাবাদ ডাকঘর—নাগরপুর জেলা—টাংগাইল।
২.	হালিমন বিবি	ঐ	গ্রাম—গয়হাটা ডাকঘর—নাগরপুর জেলা—টাংগাইল।
৩.	রোকেয়া খাতুন	ঐ	গ্রাম—তেবাড়িয়া ডাকঘর—নাগরপুর জেলা—টাংগাইল।
৪.	খোদেজা	ঐ	গ্রাম—গয়হাটা ডাকঘর—নাগরপুর জেলা—টাংগাইল।
৫.	আহাম্মদ আলী	ঐ	গ্রাম—গয়হাটা ডাকঘর—নাগরপুর জেলা—টাংগাইল।

৬.	হোসনে-আরা সরকার	পাবনা	গ্রাম—পুরানটেপরি ডাকঘর—চরনবীপুর জেলা—পাবনা।
৭.	মোমেনা খাতুন	ঐ	গ্রাম—চরনবীপুর ডাকঘর—চরনবীপুর জেলা—পাবনা।
৮.	আঃ হামিদ মণ্ডল	বরিশাল	গ্রাম—গঙ্গাপুর ডাকঘর—বদরটুলী জেলা—বরিশাল।
৯.	হামিদা বেগম	ঐ	গ্রাম—গঙ্গাপুর ডাকঘর—বদরটুলী জেলা—বরিশাল।
১০.	লবাই সরদার	রাজশাহী	গ্রাম—হাসিরকুৎসা ডাকঘর—গোয়ালকান্দি জেলা—রাজশাহী।
১১.	সুষমা মণ্ডল	ফরিদপুর	গ্রাম+ডাক—মাঝিগাতী জেলা—ফরিদপুর।
১২.	মোঃ খিলকিস বেগম	ঐ	গ্রাম+ডাকঘর—রাজপাট জেলা—ফরিদপুর।
১৩.	যশোদা বন্দনশীল	সিলেট	গ্রাম—ভরত পুর ডাকঘর—শমসের নগর জেলা—সিলেট।
১৪.	মোঃ ইয়াছিন আলী	ঐ	গ্রাম—কাঠলতলী ডাকঘর—বৃন্দাবনপুর জেলা—সিলেট।